জয়মাল্য

(পৌরাণিক নাটক)

[সুপ্রসিদ্ধ মথুরানাথ সাহার থিয়েট্রিক্যাল
যাত্রাপার্টিতে অভিনীত]

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত

সপ্তম মুদ্রণ

তারাচাঁদ দাস এণ্ড সন্স
৮২ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩৫৫

প্রকাশক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দাস
৮২, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

ভূমিকা

বর্ত্তমান যুগের সুপ্রসিদ্ধ মথুরানাথ সাহার থিয়েটিক্যাল যাত্রাপার্টির স্বত্বাধিকারী ও মদীয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের অনুরোধে তাহারই সম্প্রদায়ে অভিনয়ের উপযোগী করিয়া পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে এই নাটকখানি লিখিয়াছিলাম। শ্রেষ্ঠ ও প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের হাতে পড়িয়া নাটকখানি যেরূপ সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, সে গৌরবের অংশভাগী আমি একা নই—**জয়মাল্য** বন্ধুবর সুরেন্দ্রনাথের।

এ প্রসঙ্গে আরও বলিতে হইবে যে, সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতকলাবিদ্ শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস মহাশয়ের নাটকীয় সঙ্গীতগুলিতে সুরলয় সংযোগ করিয়া নাটকের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সময়োপযোগী নৃত্যকলায় নাটকখানিকে অভিনব সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। অলমিতিবিস্তরেণ—

কোজাগরী পূর্ণিমা
১৩৩২ সাল

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, বৃষকেতু, বভ্রুবাহন, (মণিপুর-রাজ), দুর্জ্জনসিংহ (মণিপুর-সেনাপতি), আনন্দরাম (মণিপুর-রাজের শুভানুধ্যায়ী ব্রাহ্মণ), শাস্তি (দুর্জ্জনসিংহের নিরুদ্দিষ্ট পুত্র), অনন্ত (নাগরাজ), জগাপাগ্‌লা, দৌবারিক, চর, প্রজাগণ, পাণ্ডবসৈন্যগণ, মণিপুর-সৈন্যগণ, বেদেগণ, মণিপুর-রাজমন্ত্রী, দস্যুসর্দ্দার, রক্ষিগণ, ভক্তগণ, বন্দীগণ, ভৈরবগণ, চোরগণ, ঘেসেড়া ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

জাহ্নবী, চিত্রাঙ্গদা (গন্ধর্ব্বরাজনন্দিনী), উলূপী (নাগরাজ-নন্দিনী), সুধা (দুর্জ্জনসিংহের নিরুদ্দিষ্টা কন্যা), পুরবাসিনীগণ, গন্ধর্ব্ব-কুমারীগণ, তরঙ্গবালাগণ, নাগরিকাগণ, ভৈরবীগণ ইত্যাদি।
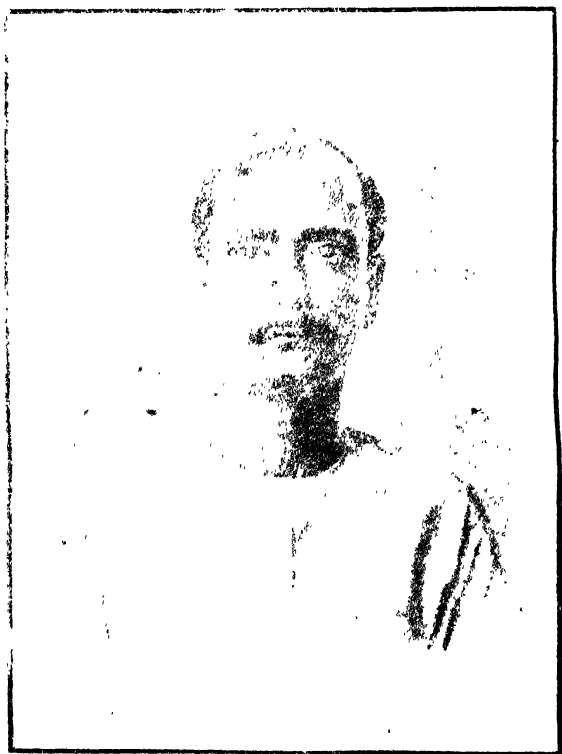
শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

জয়মাল্য

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হস্তিনাপুর—রাজসভা

যুধিষ্ঠির

যুধিষ্ঠির। ভীষণ কুরুক্ষেত্র-সমরানল নির্ব্বাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু প্রাণে শান্তির পরিবর্ত্তে একি অশান্তির কালানল! সমস্ত আত্মীয় স্বজন —বান্ধব—গুরুজন—অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা একমাত্র অসার রাজ্য-লিপ্সায় এই মহাসমরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে। শত শত পতিহীন অনাথার করুণ বিলাপ ধ্বনি আমার নিশীথ-নিদ্রা ভেঙ্গে দিয়ে হৃদয়ে কি একটা উন্মাদনার সৃষ্টি কর্‌ছে। ভীষণ সমরক্ষেত্রে স্তূপীকৃত বিকলাঙ্গ শবের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তিসকল অহর্নিশি আমার নয়নপথে ভেসে উঠে কি এক ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি কর্‌ছে। বিশ্বগ্রাসী ভীষণ দুর্ভিক্ষ—মহামারী বিশাল বদন ব্যাদন ক'রে সমস্ত রাজ্যটা গ্রাস কর্‌তে ছুটে আস্‌ছে। আমার পাপে আমার হৃদয়ে অশান্তির কালানল—চির-পবিত্র ভারতে অধর্ম্মের ঘনান্ধকারে রাজভক্ত দীন প্রজাগণ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর। বিপদভঞ্জন মধুসূদন! একি বিপদে ফেল্‌লে দয়াময়! ব'লে দাও প্রভু—ব'লে দাও, কি কর্‌লে এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে!

দৌবারিকের প্রবেশ

যুধিষ্ঠির। কি সংবাদ ?

দৌবারিক। মহারাজ! দুর্ভিক্ষ-পীড়িত শতাধিক প্রজা রাজদর্শন আশায় দ্বারদেশে অপেক্ষা কর্‌ছে।

যুধিষ্ঠির। অপেক্ষা কর্‌ছে! পিতার কাছে সন্তান আস্‌বে, তার জন্য আবার অনুমতির অপেক্ষা কেন দৌবারিক? যাও, অবিলম্বে তাদের এস্থানে নিয়ে এস।

দৌবারিক। যথা আদেশ।

যুধিষ্ঠির। এই রাজ্য-লিপ্সার পরিণাম! ভারতের ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দীন মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ! রাজা আমি, উপাদেয় রাজভোগে আত্মতৃপ্তি সম্পাদন কর্‌ছি—আর সন্তানতুল্য দীন প্রজারা একমুষ্টি উদরান্নের জন্য লালায়িত! উঃ—কি পরিতাপ!

গীতকণ্ঠে প্রজাগণের প্রবেশ

গীত

প্রজাগণ।—

ভাগ্যবিধাতা তুমি আমাদের
পাতা ত্রাতা—তুমি সুমহান্‌।
জঠর জ্বালায় বুঝি প্রাণ যায়
ভিক্ষা দিয়ে মোদের রাখ হে প্রাণ॥
শস্যহীনা ক্ষিতি লুপ্ত প্রায় পণ্য,
ঘরে হাহাকার "হা অন্ন হা অন্ন,"
অনশনে হেরি চারিদিক শূন্য
কর হে পুণ্য করি অন্নদান॥

জ্বালিয়ে দারুণ সমর অনল,
আজ ভারত শ্মশান প্রেতলীলাস্থল,
অনাথ আতুর রোদন সম্বল
পতিপুত্র ভ্রাতা দিয়ে বলিদান ॥

প্রজাগণ। মহারাজের জয় হোক্!

যুধিষ্ঠির। ক্ষান্ত হও বৎসগণ! মৌখিক জয়োল্লাস-ধ্বনিতে হৃদয়ের মর্ম্মন্তুদ বেদনা চেপে রাখ্তে চেষ্টা করো না। তোমাদের অভাব অভিযোগ প্রকাশ কর্বার আগে তোমাদের বিষাদ মাখা মলিন মুখের প্রতি শিরা উপশিরায় তোমাদের অশ্রুসিক্ত নয়নযুগলের প্রতি পলকে অব্যক্ত গভীর বেদনারাশি আপনা আপনি ফুটে উঠেছে। আমি তোমাদের হতভাগ্য রাজা, তাই তার প্রতিবিধানের জন্য একটীমাত্র অঙ্গুলী-সঞ্চালন না ক'রে স্থাণুর মত নিশ্চেষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখ্ছি। জান না কি বৎসগণ! রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হয়, আমারই মহাপাপে আজ রাজ্যময় অশান্তির স্রোত অবাধ গতিতে চ'লেছে—প্রতিবিধানের কোন পন্থা নেই।

১ম-প্রজা। এ কি কথা বল্ছেন মহারাজ! ন্যায়ধর্ম্মের অবতার সত্যপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মুখে এ কথা শোভা পায় না।

যুধিষ্ঠির। ভুল ধারণা বৎস! তুমি কোন্ যুধিষ্ঠিরের কথা বল্ছো? মহাত্মা পাণ্ডুর বংশে একজন যুধিষ্ঠির ছিল—তার রাজ্য ছিল না, কিন্তু সে ছিল ন্যায়পরায়ণ, ধর্ম্মপ্রাণ সত্যবাদী—তারপর সে ম'লো—মরে আর এক যুধিষ্ঠির জন্মালো, রাজ্যলোভে সে স্বার্থপর মনুষ্যত্ব হারিয়ে গুরুহত্যা কর্‌লে—স্বজনহত্যা কর্‌লে—জ্ঞাতিহত্যা ক'রে রাজ্যলিপ্সা চরিতার্থ কর্‌লে—রাজ্যে অশান্তির আগুন ধূ ধূ ক'রে জলে উঠ্লো—পতি-পুত্র-হীনা অভাগিনীগণের অশ্রুজলে ভারতবক্ষ কর্দ্দমিত হ'য়ে উঠ্লো, ভীষণ দুর্ভিক্ষ মহাসাধে সমস্ত রাজ্যখানাকে গ্রাস কর্‌তে ছুটে এলো, সহায়হীন

বুভুক্ষু প্রকৃতিপুঞ্জের গগনভেদী হাহাকারে দিগন্ত কেঁপে উঠ্‌লো—আর এই স্বার্থপর রাজা যুধিষ্ঠির তার কোন প্রতিবিধান কর্‌তে পার্‌লে না! কোন প্রতিবিধান কর্‌তে পার্‌লে না!

ব্যাসদেবের প্রবেশ

ব্যাসদেব। অমন নিরাশ হ'লে চল্‌বে না বৎস! এর প্রতিবিধান তোমাকেই কর্‌তে হবে। প্রায়শ্চিত্ত কর পাণ্ডুপুত্র—প্রায়শ্চিত্ত কর। প্রায়শ্চিত্তে পাপের বোঝা লঘু ক'রে নাও! তোমার রাজ্যরক্ষা কর—প্রজা রক্ষা কর—ভারতের লুপ্তপ্রায় গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর।

যুধিষ্ঠির। এর প্রতিবিধানের কি কোন উপায় আছে গুরুদেব?

ব্যাসদেব। কেন থাক্‌বে না বৎস! তাহ'লে যে শাস্ত্র মিথ্যা হবে—ব্রাহ্মণ মিথ্যা হবে—আর্য্যধর্ম্ম মিথ্যা হবে।

যুধিষ্ঠির। তাহ'লে অনুমতি করুন গুরুদেব! কি কর্‌লে এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়?

ব্যাসদেব। শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হও, রাজ্যের লুপ্তশান্তি আবার ফিরে আস্‌বে।

যুধিষ্ঠির। তাতেই কি রাজ্যের মঙ্গল হবে দয়াময়?

ব্যাসদেব। অবশ্য হবে বৎস! যজ্ঞে দেবতার সন্তোষ, দেবতা তুষ্ট হ'লে রাজ্য রক্ষা হবে; কিন্তু কলি সমাগতপ্রায়, কলি অধিকারের পূর্ব্বেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ কর্‌তে হবে।

যুধিষ্ঠির। আমি প্রস্তুত—কৃপা ক'রে আপনি যজ্ঞের কাল নির্ণয় ক'রে আমায় দীক্ষা দিন।

ব্যাসদেব। যাবতীয় দ্রব্য সংগ্রহের আয়োজন কর বৎস! আগামী চৈত্র পূর্ণিমাতেই আমি তোমায় দীক্ষিত কর্‌বো। [প্রজাগণের প্রতি]

বৎসগণ, তোমরা নিশ্চিন্ত হও ! ধর্ম্মপ্রাণ রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে অধর্ম্মের প্রভাব কখনই বিস্তৃত হবে না। এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অন্নকষ্ট নিবারণকল্পে স্থানে স্থানে এক একটী অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হবে, আর তার প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত রাজভাণ্ডার প্রজাগণের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাক্‌বে।

প্রজাগণ। ধর্ম্মরাজের জয় হোক্ !

গীত

প্রজাগণ।—

জয়—জয়—জয়—
ধর্ম্মপ্রাণ ধর্ম্মরাজ ভারত-ঈশ্বর জয়।
অরাতি দমন অনাথ পালন
যশোভাতি যার ভুবনময় ॥
কর্ম্মী পুরুষ স্বনাম ধন্য,
বিশ্ব বিঘোষিত কীর্ত্তি-পুণ্য;
ত্যাগ নিষ্ঠার যিনি অতুলন
সত্যের প্রভায় মহিমাময় ॥

[প্রজাগণের প্রস্থান

ব্যাসদেব। যাও বৎস ! মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন কর।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। কিসের আয়োজন মহারাজ ?

যুধিষ্ঠির। মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ঋষির আদেশে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে ভাই !

শ্রীকৃষ্ণ। ধর্ম্মপরায়ণ রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ যুধিষ্ঠির মহাপাপী ! এ কথার তাৎপর্য্য কি মহারাজ ?

যুধিষ্ঠির। প্রীতির চক্ষে তোমরা বড় দেখ ব'লে কি মনে কর জগতের চক্ষে আমি নিষ্পাপ? তা নয় ভাই, সত্যই আমি মহাপাপী—আর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তেই এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান। যজ্ঞেশ্বর! তোমারই ভরসায় এই মহাযজ্ঞে ব্রতী হ'তে চলেছি, এখন তুমি উপস্থিত থেকে এ মহাযজ্ঞ সম্পূর্ণ কর ভাই!

শ্রীকৃষ্ণ। তাই তো মহারাজ! আমি যে দ্বারকা যেতে মনস্থ ক'রে মহারাজের কাছে বিদায় নিতে এসেছিলাম।

যুধিষ্ঠির। তা কি হয় ভাই? যজ্ঞেশ্বর ভিন্ন যজ্ঞ সম্পন্ন করবে কে? বিশেষ যজ্ঞাশ্ব নিয়ে হয় তো কোন শক্তিমান রাজার সঙ্গে বিবাদ বাধতে পারে। পাণ্ডবের বল বুদ্ধি ভরসা সবই ত তুই, তোকে বিদায় দিয়ে কি একটা নতুন বিপদকে আমন্ত্রণ ক'রে আন্‌বো? না ভাই, তা হবে না—তোমার এখন যাওয়া হবে না।

শ্রীকৃষ্ণ। যখন মহারাজের তাই অভিরুচি, তখন বাধ্য হ'য়েই থাক্‌তে হবে।

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। কোন প্রয়োজন নেই সখা, তুমি স্বচ্ছন্দে যেতে পার। দাদা, আপনি বৃথা চিন্তিত হচ্ছেন কেন? কুরুক্ষেত্র মহাসমরে সখার উপস্থিতির প্রয়োজন হয়েছিল—কিন্তু এখন আর তেমন প্রয়োজন নেই। ভারত এখন বীরশূন্য—প্রয়োজন হ'লে আপনার আশীর্ব্বাদে একা গাণ্ডীবি বিশ্ব বিজয়ে সক্ষম হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যই তো, হেলায় সমুদ্র পার হ'য়ে এসে ক্ষুদ্র সরিৎ পার হ'তে এত চিন্তিত হচ্ছেন কেন মহারাজ? নিজের সামর্থ্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাস না থাক্‌লে গাণ্ডীবি কখনও একথা বল্‌তেন না।

অর্জ্জুন। নিশ্চয়ই, সে বিশ্বাস আছে ব'লেই বল্‌ছি এই তিন লোকের মধ্যে অর্জ্জুনের পরাক্রমের বিষয় কে না জানে? দাদা, আপনি নিশ্চিন্ত হোন্—একটা অসম্ভব বিষয়ের কল্পনা ক'রে মনে অশান্তিকে প্রশ্রয় দেবেন না। প্রিয়সন্দর্শনেচ্ছা সখার প্রাণে এখন বলবতী, সে ইচ্ছায় বাধা দিলে মুখে কিছু না বল্‌লেও সখা যে মনে মনে রুষ্ট হবে তাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নেই। না সখা, তুমি স্বচ্ছন্দে দ্বারকায় যেতে পার।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্য সখা, প্রিয়সন্দর্শন ইচ্ছা হৃদয়ে প্রবল হয়ে আমাকে কেমন উন্মনা ক'রে দিয়েছে—তা' ছাড়া যুদ্ধ বিগ্রহ বাধ্‌লেও একমাত্র রথের সারথ্য ভিন্ন আমি আর কি উপকারে আস্‌তে পারি ভাই? আমার অবর্ত্তমানে এ কার্য্যে আমা অপেক্ষা অনেক যোগ্যতর লোক পাবে, বিশেষতঃ ভুবনবিজয়ী তৃতীয় পাণ্ডবের রথের সারথ্য গ্রহণ ক'রে আপনাকে গৌরবান্বিত কর্‌তে অনেক মহা মহারথী সানন্দে ছুটে আস্‌বে।

যুধিষ্ঠির। কার উপর অভিমান ক'রে এ কথা বল্‌ছিস্ ভাই?

অর্জ্জুন। দাদা, এ সখার অভিমান নয়—বাসববিজয়ী ফাল্গুনীর বীরত্বের উপর বিশ্বাস আছে বলেই সখা এ কথা বল্‌ছে! আপনি নিশ্চিন্ত হোন; যজ্ঞাশ্ব নিয়েই যখন যুদ্ধ বিগ্রহের সূচনা, তখন অশ্বরক্ষার ভার আমার উপর দিন।

ব্যাসদেব। ফাল্গুনীর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্ মহারাজ, আমি ঐরূপ সঙ্কল্পই করেছিলাম। এক্ষণে তৃতীয় পাণ্ডব যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে যজ্ঞাশ্ব রক্ষার ভার গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ কর্‌ছে, তখন তাই হোক্। গাণ্ডীবি! অশ্বরক্ষার ভার আমি তোমাকেই দিলাম, প্রয়োজন হয় তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র বীর-বালক বৃষকেতুকে সঙ্গে নিও। আর মাধব! প্রিয়সন্দর্শনে দ্বারকায় যেতে অভিলাষ হ'য়ে থাকে যেতে পার, কিন্তু এ মহাযজ্ঞে তোমার উপস্থিত থাকতেই হবে। শুধু উপস্থিত থাকা নয়, কৃষ্ণগত প্রাণ পাণ্ডবদের করণীয়

কার্য্যাবলীর কোন একটার ভার নিয়ে তাদের সাহায্য করতে হবে, এই আমার অনুরোধ।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি সানন্দে প্রস্তুত ঋষিরাজ! রাজসূয়যজ্ঞে আমায় যে কার্য্যভার দিয়ে ধন্য করেছিলেন, এবারও আমায় সেই কার্য্যভার দিন— সমাগত ব্রাহ্মণদের সেবার ভার আমার উপর দিয়ে আমায় কৃতার্থ করুন।

ব্যাসদেব। উত্তম, তাই হবে। এসো ধর্ম্মরাজ, অন্যান্য কার্য্যভার উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করবার ব্যবস্থা করে দিই।

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অর্জ্জুন। সখার তবে কি দ্বারকা যাওয়াই স্থির?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি ত ভাই অনুমতি দিলে।

অর্জ্জুন। প্রিয়সন্দর্শন ইচ্ছা যখন এতখানি বলবতী, তাতে বাধা দোব, আমি এতটা স্বার্থপর নই। যার মুহূর্ত্ত অদর্শনে ফাল্গুনীর চক্ষে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার বলে মনে হয়—তার অদর্শন যাতনা এতগুলো দিন সহ্য করতে হবে এই চিন্তাই আমায় বড় আকুল ক'রে তুলছে।

শ্রীকৃষ্ণ। কার্য্যের গুরুভারে হৃদয়ে এ দৌর্ব্বল্য স্থান পাবে না সখা!

অর্জ্জুন। শুধু ঐ একটা আশ্বাস।

শ্রীকৃষ্ণ। তা হ'লে বিদায় দাও সখা!

অর্জ্জুন। এখনই। না, আর তোমায় মুহূর্ত্তের জন্যও বাধা দোব না। চল সখা! আমি তোমায় রথে তুলে দিয়ে আসি।

শ্রীকৃষ্ণ। [স্বগত] কুরুক্ষেত্র মহাসমরে জয়লাভ ক'রে সখার হৃদয়ে অহঙ্কারের তমোরাশি বেশ একটু একটু ক'রে ঘনীভূত হ'য়েছে—আত্ম-শক্তিতে এতখানি বিশ্বাসই বলদর্পের নামান্তর। সখার হৃদয়ের এ অহমিকার অন্ধকার দূর ক'রে যদি তাতে জ্ঞানের শুভ্র আলোক না জেলে দিই—তাহ'লে আমার পাণ্ডবসখা নামে সার্থকতা কি?

অর্জ্জুন। সখা! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছো? চল—

শ্রীকৃষ্ণ। ভাব্‌ছি—হ্যাঁ ভাব্‌ছি বৈকি সখা, ভাব্‌ছি একদিকে প্রিয়সন্দর্শনের প্রবল তৃষ্ণা—অন্যদিকে প্রিয় বিরহবেদনার একটা তীব্র ব্যাকুলতা—এ দু'য়ের সংঘর্ষে মনটাকে যেন দিশাহারা ক'রে তুল্‌ছে।

অর্জ্জুন। জয়লক্ষ্মী যখন ঐ তৃষ্ণাকেই বরণ ক'রে নিয়েছে, তখন এ সংঘর্ষণে কি যায় আসে সখা!

শ্রীকৃষ্ণ। তবু এ দ্বন্দ্বের মাঝে প'ড়ে মনটা ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে—[অন্যমনস্ক ভাবে] যাক্—তথাপি কর্ত্তব্য—চল সখা!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্ত্রণাগৃহ

দুর্জ্জনসিংহ ও সভাসদ্‌গণ

দুর্জ্জনসিংহ। আপনারাই বলুন সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী কে? একটা পরিচয়হীন কুলটার সন্তান কি এই রাজ্যের যোগ্যতর ব্যক্তি? স্বর্গগত মহারাজ চিত্রসেনের পবিত্র সিংহাসন যে একটা ঘৃণিত জারজ শিশুর দ্বারা কলঙ্কিত হবে, এ আমি চোখে দেখ্‌তে পারবো না—তাই এর একটা বিহিত কর্‌তে আপনাদের আহ্বান ক'রেছি—এক্ষণে বলুন আপনারা কি চান? স্বর্গগত দেবোপম মহারাজ চিত্রসেনের প্রতিষ্ঠিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে রাজ্যের মঙ্গল—প্রজার মঙ্গল—দেশের মঙ্গল বিধান কর্‌তে চান্—না সেই শুভ্রকীর্ত্তিকিরিটিনী জননী জন্মভূমির

প্রশান্ত বদনে অকীর্ত্তির গাঢ় কালিমা লেপন ক'রে জগতের ঘৃণ্য হ'য়ে লোকসমাজের অন্তরালে আপনাদের লুকিয়ে রাখ্‌তে চান? বলুন আপনারা কি চান?

১ম সভাসদ। আমরা চাই মহারাজ চিত্রসেনের প্রতিষ্ঠিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে।

দুর্জ্জনসিংহ। উত্তম, তাহ'লে আসুন আমরা প্রস্তুত হই। সকলে এক মন এক প্রাণ হ'য়ে একযোগে স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হই। রাজ্যের সেনাদল সমস্তই আমার আজ্ঞাধীন—আমার একটি ইঙ্গিতে তা'দের এককালীন কোষমুক্ত অসির ঝঞ্ঝনা দিগন্ত কম্পিত ক'রে আততায়ীকে জানিয়ে দেবে যে, এ রাজ্যে অন্যায়ের প্রতিবাদ কর্‌তে এখনও উপযুক্ত শক্তির অভাব হয়নি।

১ম সভাসদ। আপনি কি আমাদের রাজদ্রোহী হ'তে বলেন?

দুর্জ্জনসিংহ। রাজা কোথায় যে, আপনারা রাজদ্রোহিতা হবে ব'লে একটা অলীক চিন্তায় এতখানি শিউরে উঠ্‌ছেন? আমাদের এ আয়োজন—রাজ্যে উপযুক্ত রাজার প্রতিষ্ঠা। বেশ, আপনাদের অভিরুচি হয় ঐ কুলটার পুত্র বভ্রুবাহনকেই রাজপদে অভিষিক্ত করুন—ঐ বেশ্যা-পুত্রের চরণে আভূমি নত হ'য়ে আপনাদের মানমর্য্যাদা সমস্ত রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা স্বরূপ প্রথম উপহার প্রদান করুন! আর আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন—আমি অসিজীবি ভৃত্য মাত্র। পরের জন্য আত্মোৎসর্গই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য নিয়ে জননী জন্মভূমির কাছে চিরবিদায় গ্রহণ কর্‌বো। তারপর—তারপরের কথা তারপর।

২য় সভাসদ। কুমার বভ্রুবাহনের অভিষেকের সমস্ত আয়োজন হয়েছে, এখন তার প্রতিবাদ করা কেমন ক'রে হ'তে পারে?

দুর্জ্জনসিংহ। ইচ্ছা থাক্‌লে সমস্তই সম্ভব, আপনারা সকলে সম্মত

হ'লে আমি মুহূর্ত্তে ঐ ঘৃণিত কুলটানন্দন বভ্রুবাহনকে সিংহাসন হ'তে হাত ধ'রে টেনে নামিয়ে এনে তার আসনে একজন যোগ্যতর ব্যক্তিকে বসাতে পারি।

৩য় সভাসদ। তা' তো পারেন—কিন্তু রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার চরিত্র সম্বন্ধে জনশ্রুতি কি সত্য ?

৪র্থ সভাসদ। ভায়া হে, যা রটে তার কিছুও বটে—তবে বড় ঘরের কথা সবই মানায়—আবার একটা চোখ রাঙানিতে সব চাপা পড়ে যায়। আমাদের মত লোকের ঘরে এ সব ব্যাপারগুলো একটা হৈ হৈ—রৈ রৈ কাণ্ডে দাঁড়ায়।

৩য় সভাসদ। আমার মতে প্রথমে অমনভাবে প্রকাশ্য বিদ্রোহটা না ক'রে যদি কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি হয় সেই চেষ্টাই করা উচিত। আপনারা কি বলেন ?

সভাসদ্‌গণ। এ যুক্তি মন্দ নয়।

দুর্জ্জনসিংহ। বেশ এই যুক্তিই যদি আপনারা সমীচীন মনে করেন, করুন।

৪র্থ সভাসদ। [৩য় সভাসদের প্রতি] বল হে, কি কৌশলে কার্য্য-সিদ্ধি করতে চাও ?

৩য় সভাসদ। কৌশল আর কি—যাকে রাজা বলে বরণ ক'রে নোব—তার শক্তির পরীক্ষা করা আর কি ?

৪র্থ সভাসদ। কেমন ক'রে ?

৩য় সভাসদ। তা' যে উপায়েই হোক্—আমার মতে দ্বন্দ্বযুদ্ধই শক্তি পরীক্ষার প্রশস্ত পন্থা !

দুর্জ্জনসিংহ। দ্বন্দ্বযুদ্ধ ? কার সঙ্গে ?

৩য় সভাসদ। কেন—আপনি রাজ্যের সেনাপতি আপনার সঙ্গে—

দুর্জ্জনসিংহ। অসম্ভব—আমি কি এতই হীন যে, আত্মসম্মানে পদাঘাত ক'রে একটা কুলটাপুত্রের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'বো? তার চেয়ে পশুর সঙ্গে পশুর শক্তি পরীক্ষা হোক্। যোগ্যং যোগ্যেন্—

৩য় সভাসদ। বেশ তাই হোক—তাহ'লে আপনারা সমগ্র প্রজার পক্ষ হ'তে ঘোষণা করুন যে—রাজ্যের পূর্ব্বক্রম নিয়ম অনুসারে অভিষেকের পূর্ব্বদিনে কুমারকে মণিকূপ হ'তে একাকী বারিপূর্ণ ঘট আন্‌তে হ'বে—সেই বারি দ্বারা অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন হবে। যদি তাতে অক্ষম হন তাহ'লে তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও রাজ্য পরিচালনে অসক্ত ব'লে অভিষেক-কার্য্য স্থগিত রাখা যাবে। সে শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ কর্‌লে আর জীবন্ত ফির্‌তে হবে না।

৪র্থ সভাসদ। আর যদি তাতে সক্ষম হয়?

৩য় সভাসদ। যদি সক্ষম হয় তখন অন্য যুক্তি স্থির কর্‌তে হবে। তবে এটা স্থির জানবেন, যে শক্তিমান এমন একটা কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে, কালে সে যে স্বরাজ্যের পুনরুদ্ধার কর্‌বে তাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

দুর্জ্জনসিংহ। সে চিন্তা পরে—এখন ঘোষণা কর্‌বার ব্যবস্থা করুন।

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। কিসের ঘোষণা দুর্জ্জনসিংহ?

দুর্জ্জনসিংহ। রাজ্যের চিরন্তন নিয়ম যা তাই—আর কিছু নয়।

চিত্রাঙ্গদা। সেই নিয়মের কথাই শুন্‌তে চাই দুর্জ্জনসিংহ।

দুর্জ্জনসিংহ। সমগ্র প্রজার পক্ষ হ'তে যখন রাজ্যের নিয়ম-সংক্রান্ত তাদের আবেদনপত্র ঘোষিত হবে—রাজমাতা তখনই সমস্ত অবগত হবেন।

চিত্রাঙ্গদা। তৎপূর্ব্বে কি রাজমাতার এই চিরন্তন নিয়মের মর্ম্মটুকু জানবার কোন অধিকার নেই দুর্জ্জনসিংহ?

৩য় সভা। কেন থাকবে না মা—এই রাজ্যের প্রথা অনুযায়ী কুমারকে অভিষেকের পূর্ব্বদিন মণিকূপ হ'তে বারিপূর্ণ ঘট আন্‌তে হবে —তদ্দ্বারা অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হবে। তাতে যদি তিনি অসমর্থ হন, তা' হ'লে যোগ্যতালাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ অভিষেক ক্রিয়া স্থগিত থাকবে।

চিত্রাঙ্গদা। বৃদ্ধ, তোমার পালিত কেশ—তোমার জীবন সন্ধ্যার আগমন ঘোষণা কর্‌চে—জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে সত্য বল বৃদ্ধ—এই কি রাজ্যের চিরন্তন প্রথা ?

দুর্জ্জনসিংহ। প্রথা না হ'লে সমগ্র প্রজা আমাদের কাছে আবেদন কর্‌বে কেন ?

চিত্রাঙ্গদা। আমি তোমায় প্রশ্ন করিনি দুর্জ্জনসিংহ, বৃদ্ধ আমার কথার উত্তর দাও—

দুর্জ্জনসিংহ। আপনারাই বলুন না প্রজারা আবেদন ক'রেছে কি না ?

আনন্দরামের প্রবেশ

আনন্দরাম। আবেদন কর্‌লেও করেছে, আর না কর্‌লেও ক'রেছে—আবাগের বেটীর ঘটে যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে—যদি ভালই চাও, ছেলেটাকে কাল মণিকূপের জল আনতে পাঠাও।

চিত্রাঙ্গদা। আপনি বলুন, এই কি রাজবংশের চিরন্তন প্রথা ?

আনন্দরাম। প্রথা হ'লেও প্রথা—না হ'লেও প্রথা, বিশেষ যখন রাজ্যের মাথা নেই—এখন ছেলেটাকে পাঠাবে কিনা তাই বল ?

চিত্রাঙ্গদা। বভ্রুবাহন বালক, সে কি সেই হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে যেতে পারে !

আনন্দরাম। বালক হ'লেও বালক—আর না হ'লেও বালক। কিন্তু জানেন না কি মা, কার রক্তস্রোত ও দেহের শিরায় শিরায় বইছে,

তা'তে ক'টা বন্য জন্তুর মুখ থেকে একটু জল আনা ওর পক্ষে ছেলেখেলা বইত নয়!

চিত্রাঙ্গদা। ব্রাহ্মণ! পুত্রকে পাঠান কি আপনার অভিমত?

আনন্দরাম। আহা হা, আমার মত হ'লেও মত—আর না হ'লেও মত। আমার মতামতের কথা ছেড়ে দাও না মা লক্ষ্মী, আমার মতামতের কি যায় আসে? ছেলেটাকে এতটুকু থেকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছি—তাই একটু টান।

চিত্রাঙ্গদা। কিন্তু এ কি অত্যাচার! রাজ্য কি এমনি অরাজক?

আনন্দরাম। হ'লেও হয়েছে—আর না হ'লেও হয়েছে—কারণ রাজ্যমশায় যে এখন মাথাবিহীন কন্ধকাটা! এখন যাও ছেলেটাকে শিকারী সাজিয়ে দাওগে।

বভ্রুবাহনের প্রবেশ

বভ্রুবাহন। তার চেয়ে আমায় ভিখারীর সাজে সাজিয়ে দিতে অনুমতি করুন দাদামশায়! আমি বেশ বুঝেছি, এ বারি আনয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য প্রাণিহত্যা—হিংস্র পশুর মত আমায় অকারণ প্রাণিহত্যায় উৎসাহিত করবেন না।

চিত্রাঙ্গদা। কাপুরুষ! এই কথা তোমার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হ'ল? তুমি না বীর? তুমি না আমার পুত্র? ধিক্ কাপুরুষ!

বভ্রুবাহন। মা! যা তিরস্কার করতে চাও কর—কিন্তু আমায় কাপুরুষ ব'লো না—সিংহিনীর গর্ভে কখনও শৃগাল শিশু জন্মে না! আমি ভয়ের জন্য বলছি না মা, অহেতুক প্রাণিহত্যায় আমার প্রবৃত্তি হয় না—তাই এমন কথা বলেছি মা! তোমার পায়ে ধরি এমন নিষ্ঠুর কার্য্যে আমায় উৎসাহিত ক'রো না।

চিত্রাঙ্গদা। বভ্রুবাহন—

[দুর্জ্জনসিংহ ও সভাসদ্‌গণের পরস্পরের ইঙ্গিতাভিনয়]

আনন্দরাম। তা' হ'চ্ছে না ভায়া, স্বেচ্ছায় না পার, তোমায় ওষুধ গেলা ক'রেও কর্‌তে হবে—নইলে সিংহাসনের দফা রফা। দেখ্‌ছো না ভায়া—সিঙ্গি চোখ পাকাচ্ছে আর ফেউগুলো লেজ নাড়্‌ছে!

বভ্রুবাহন। এরূপ নিষ্ঠুর আচরণের উদ্দেশ্য কি মা?

চিত্রাঙ্গদা। উদ্দেশ্য তোমার শক্তি পরীক্ষা—তুমি রাজ্য-পরিচালনে সক্ষম হবে কিনা তার পরীক্ষা দিতে হবে।

বভ্রুবাহন। সে পরীক্ষা পশুহত্যায়! পশুহত্যায় শক্তির পরীক্ষা দেওয়া মণিপুর রাজবংশের প্রথা?

চিত্রাঙ্গদা। তর্ক ক'রো না পুত্র! তোমার শক্তির পরীক্ষা দিতেই হবে—এসো, আসুন ব্রাহ্মণ!

[বভ্রুবাহন, আনন্দরাম ও চিত্রাঙ্গদার প্রস্থান

৪র্থ সভাসদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সেনাপতি মশায়, বোধ হয় এক চালেই মাৎ হবে। ছেলেটা একেবারে ঘাবড়ে গেছে।

দুর্জ্জনসিংহ। এখন বুঝুন—গাণ্ডীবধন্বা বীরকেশরী অর্জ্জুনের পুত্র হ'লে কি এতটা কাপুরুষ হয়!

৪র্থ সভাসদ। ঠিক বলেছেন। আসুন আমরা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণার ব্যবস্থা করিগে। [দুর্জ্জনসিংহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান

দুর্জ্জনসিংহ। এই তো সুযোগ—এই সুযোগে নিজের শিকার আয়ত্বে আন্‌তে হবে। জঙ্গলের অনতিদূরে লুকিয়ে থেকে যদি দেখি নির্ব্বিঘ্নে ফিরে আস্‌ছে, তখন জনকয়েক বাছা বাছা সৈন্য নিয়ে ক্ষিপ্ত শার্দ্দূলের মত অকস্মাৎ বভ্রুবাহনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌বো—দেখ্‌বো কেমন ক'রে সে অধম বালক আত্মরক্ষা করে। [প্রস্থানোদ্যত

জগা পাগলার প্রবেশ

জগা। রাখে হরি মারে কে—আর মারে হরি রাখে কে, এ কথা কি জানেন না সেনাপতি মশায় ?

দুর্জ্জনসিংহ। [স্বগতঃ] অপদার্থ! বড় ভুল ক'রেছি এই বাতুলকে প্রশ্রয় দিয়ে—কিন্তু উপায় নাই, গুরুদেবের আজ্ঞা। [প্রকাশ্যে] জগা, কি মনে ক'রে ?

জগা। ধান্ধায়—তা' নিজেরই হোক্, আর পরেরই হোক্।

গীত

জগা।—

দুনিয়ার ব্যাপার চমৎকার।
আপন ধাঁধায় সবাই ঘোরে ভাবে নাকো একটীবার॥
আমি ভাবি আমি পাকা,
আর সবাই বেজায় বোকা,
একটী ধাক্কায় মনের ধোঁকা ঘুচে যায় গো সবাকার॥
আটি আটি বাঁধন যত,
কস্‌তে গিয়ে আল্‌গা তত,
জগার ঘুরবে চাকা ইচ্ছামত সে ধারে নাকো কারো ধার॥

দুর্জ্জনসিংহ। দূর হ রে অধম বাতুল!
নহে ইহা বাতুল আগার।

পূর্ব্ব গীতাংশ

মিছে কেন আস্‌ছো তেড়ে
যাচ্ছি সরে আমি বাতুল।
তুমি সিঙ্গি বেজায় খিঙ্গি
নাইকো ভবে তোমার তুল।

পেতেছ জাল মনের মত
যার মূলেতে বেজায় ভুল।
আপন জালে জড়িয়ে যেন
ক'রো নাকো হাহাকার॥

[প্রস্থান।

দুর্জ্জনসিংহ। সত্য কি এ উন্মাদ প্রলাপ ?
শুনি গান—
প্রাণ যেন হ'ল বিচঞ্চল।
উন্মাদের উন্মত্ত প্রলাপ
এখনও বাজিছে কাণে,
আতঙ্কে শিহরে প্রাণ !
মূঢ় প্রাণ—কিসের আতঙ্ক তব ?
মণিপুর-সেনানায়ক আমি—
সশঙ্কিত বালকের ভয়ে !
অসম্ভব—অসম্ভব—
অমূত কল্পনা ইহা।
মূঢ় মন—
বাতুলতা করেছে আশ্রয় তোমা।
অথবা—অথবা ইহা
ভীরুতার শুষ্ক অবসাদ !
জীর্ণবস্ত্র সম—
তেয়াগিয়া শুষ্ক অবসাদ—
জাগাও সুষুপ্ত তেজ—
ভস্মাবৃত বহ্নিসম লুক্কায়িত যাহা।

ওঠো মন ওঠো রে জাগিয়া—
দৃঢ় হও স্বকার্য্য সাধিতে।

[বেগে প্রস্থানোদ্যত।

গীতকণ্ঠে কুবুদ্ধির প্রবেশ

গীত

কুবুদ্ধি।—

প্রেমের বেসাত করি আমি
প্রেম বাজারে বেচি কিনি।
প্রেমিকে প্রেম অমনি বিলাই
খুলে দিয়ে হৃদয়খানি ॥
চোখে খেলে প্রেমের হাসি,
প্রেমিকের প্রাণ উদাসী,
লোটে পায় প্রেমিক পুরুষ
প্রাণটা নিয়ে টানাটানি ॥

দুর্জ্জনসিংহ। কে তুমি সুন্দরী?

গীত

কুবুদ্ধি।—

চেন না প্রেমিক সুজন আমি তোমারি।
তব ছবি আঁকা হৃদে দেখ না চিরি ॥
তুমি যে হৃদয় আলো,
প্রাণ দিয়ে বাসি ভালো,
অবলায় মজিয়ে তুমি ক'রেছ প্রাণটী চুরি ॥

কুবুদ্ধি। এখন এস প্রিয়তম—যে পথে অগ্রসর হ'য়েছ, আমার হাত ধর, আমি তোমার পথের বাধা সরিয়ে দোব।

[দুর্জ্জনসিংহের হাত ধরিয়া প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মণিপুর রাজ্য-সীমান্ত অরণ্যের একাংশ

একটী ব্যাঘ্রশিশু ক্রোড়ে লইয়া গীতকণ্ঠে সুধার প্রবেশ

গীত

সুধা —

আমি কোথা হ'তে এসে বেড়াই ভেসে ভেসে
কোথা যেতে হবে জানি না।
আপনার বলি রয়েছে সকলি
তবু প্রাণের অভাব গেল না ॥
আশ্রয় দিয়েছে কাননের শাখী,
খেলার সাথী মোর বিহঙ্গিনী সখী,
ক্ষুধায় বনফল, পিপাসায় জল
করুণায় দেয় ঝরণা ॥
আপনার মনে আপনি কাঁদি হাসি,
বনের পাখী আমি—বন ভালবাসি,
তবু বুকের বোঝা কি বেদনা রাশি
বুঝি না—ভাবিতে পারি না ॥

একটী ব্যাঘ্রশিশু ক্রোড়ে লইয়া শান্তির প্রবেশ

শান্তি। দিদি, তুই এখানে—আমি তোকে কত খুঁজ্‌ছি।

সুধা। কেন ভাই, তুই আমায় খুঁজ্‌ছিস্?

শান্তি। ভারি দরকার—হ্যাঁ দিদি! আমাদের এ জঙ্গলে কেউ রাজা আছে?

সুধা। দেশের যিনি রাজা—এ জঙ্গলের তিনি রাজা। একেবারে রাজার খবর কেন বল্ দেখি ?

শান্তি। তাই তোকে বল্‌তে এসেছি দিদি, আমি বাঘা সিঙ্গিদের কটা ছানা নিয়ে ঐ যে ঐ দ্রাক্ষাক্ষেত—তাব পাশে ঐ ছোট ঝোপ্‌টা—তার আগে ঐ খাল, ঐ খালের ধারে খেল্‌ছিলুম—দেখলুম্ দিদি একদল ডাকাত কি রাজ-রাজড়া—এই সাঁজোয়া পরা—এত বড় ছোরা—এত বড় কাঁড়—এত বড় ধনুক—সাঁ সাঁ করে ঐ জঙ্গলের উত্তর দিকে চলে গেল—তারা কে দিদি ?

সুধা। বোধ হয়, রাজার সৈন্য তারা।

শান্তি। সৈন্য কি দিদি, তারা তবে ডাকাতও নয়—রাজাও নয় ?

সুধা। রাজার জন্য যারা যুদ্ধ করে—অম্লানবদনে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয় তাহারাই রাজার সৈন্য।

শান্তি। তাহ'লে রাজারা সৈন্যদের চেয়েও খুব জম্‌কালো দেখ্‌তে, নয় দিদি ?

সুধা। তা আর ব'ল্‌তে—

শান্তি। ওরা এদিকে এসেছে কেন দিদি ?

সুধা। বোধ হয় কোন যুদ্ধ বিগ্রহ বেধেছে, তাই ওরা যুদ্ধ কর্‌তে বেরিয়েছে, কিম্বা শিকার কর্‌তে বেরিয়েছে। তা যদি হয় শান্তি, ওদের এখান থেকে ফিরিয়ে দিতে হবে, আমরা থাক্‌তে যে ওরা এ জঙ্গলে বাঘ সিঙ্গি মার্‌বে সেটী হবে না।

শান্তি। তা মার্‌তে দোব না দিদি! কেন দেবো? আমাদের জঙ্গলে বাঘ সিঙ্গিরা আমাদের খেলার সাথী, তাদের মার্‌তে দেবো না। আচ্ছা দিদি, তাদের মার্‌ছে কেন ?

সুধা। নির্দোষ শিশুগুলোকে হত্যা করাই ওদের শিকার, আর তাতেই ওদের আনন্দ।

শান্তি। হত্যায় আনন্দ! দিদি, ওরা কি তাহ'লে মানুষ নয়? না দিদি! তা হবে না, আমি কিছুতেই ওদের হত্যা কর্‌তে দেবো না, এখনই আমাদের বুড়ো দেবতাকে গিয়ে বল্‌বো। আয় দিদি, তুইও আয়—উঃ কি নিষ্ঠুর এরা!

গীত

শান্তি।—

ওগো কেমন কঠিন প্রাণ।
সেথা নাইকো স্নেহ, নাইকো দয়া
নাইকো মমতার স্থান॥
পরের ব্যথায় সুখে ভাসে,
পরের দুঃখ বোঝে না সে,
জীবন নিয়ে সখের খেলা
যা জগৎপতির দান॥

[গীতান্তে প্রস্থান

সুধা। তরলমতি বালক সংসারের কোন ধারই ধারে না, তাই এই অন্যায়ের প্রতিকার করতে ঋষি ঠাকুরের কাছে ছুটলো। যাক্‌, ওর কাজে বাধা দেবো না। অবোধ বালক জানেনা যে, রাখে হরি মারে কে—মারে হরি রাখে কে?

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

অরণ্যের অপরাংশ

দুর্জ্জনসিংহ ও সৈন্যগণ

১ম সৈন্য। শুনতে পাচ্ছেন সেনাপতি মশায়! হিংস্র শ্বাপদের কি ভীষণ গর্জ্জনধ্বনি, [সমস্ত বনটাকে প্রকম্পিত ক'রে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত কর্‌ছে। আমরা আর এক পাও অগ্রসর হব না। যাকে মনে কর্‌লে নিমিষে নখে টিপে মারতে পারি—তার বুকে গুপ্ত ছুরিকা আঘাত কর্‌তে লেলিহান হিংস্র শার্দ্দূলের আহার্য্য হ'তে পার্‌বো না।

দুর্জ্জনসিংহ। ধিক্ কাপুরুষের দল! তোমরা না বীরত্বের বড়াই কর—তোমরা না জনে জনে অসীম সাহসী ব'লে বীর সমাজে পরিচয় দাও? মৃত্যু-ভয়ে ভীত হ'য়ে কটা বন্য জন্তুর সম্মুখীন হ'তে এতটা সঙ্কুচিত হচ্ছো? ছিঃ ছিঃ-ছিঃ!

২য় সৈন্য। যদি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হ'তেম, তা হ'লে এ অপবাদ মাথা পেতে সহ্য কর্‌তেম সেনাপতি মশায়! কিন্তু এ তা নয়; মার্জ্জনা কর্‌বেন সেনাপতি মশায়, আমরা আর একপদও অগ্রসর হ'তে পার্‌বো না।

দুর্জ্জনসিংহ। [স্বগত] কি অবাধ্যতা! আগে উদ্দেশ্য সাধন ক'রে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হই, তারপর ঐ অবাধ্যতার শাস্তি তোমাদের দেবো। [[প্রকাশ্যে] উত্তম, তোমরা যদি তুচ্ছ অরণ্য জন্তুর ভয়ে এতখানি ভীত, তবে এইখানে কোথাও লুক্কায়িত থাক। আমার বিশ্বাস যে—হত-ভাগ্য বালক মণিকূপের বারি আনয়ন কর্‌তে এ ভীষণ জঙ্গলে প্রবেশ কর্‌লে আর প্রত্যাবৃত্ত হবে না। কিন্তু যদি সৌভাগ্য তার অনুকূলে

দাঁড়ায়, তাহ'লে নিশ্চয়ই সে এ পথ দিয়ে ফিরবে। তোমরা তকে তকে থাকবে—ন্যায় যুদ্ধ হোক্—অন্যায় যুদ্ধ হোক্—যেমন ক'রে হোক্—বালককে হত্যা করা চাই—মনে থাকে যেন! যাও, ঐ অদূরবর্ত্তী গুল্মরাজী-বেষ্টিত নদী-সৈকতে লুক্কায়িত থাকগে।

সৈন্যগণ। যথা আদেশ।   [প্রস্থান

দুর্জ্জনসিংহ। এখন আমার কর্ত্তব্য কি? আমিও কি প্রচ্ছন্নভাবে বালকের অনুগমন করবো? ক্ষতি কি? মণিকূপ জঙ্গলের মধ্যভাগে ততদূর নাই বা গেলুম, দূর হ'তে তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে ক্ষতি কি?

[প্রস্থান

গীতকণ্ঠে বেদিনীগণের প্রবেশ

গীত

বেদিনীগণ।—

ওগো আমরা বনের পাখী।
খোলা প্রাণে নাইকো মলা
সদাই সাচ্চা রাখি॥
বনে বনে বেড়াই বুলে,
নেচে গেয়ে প্রাণটী খুলে,
মোদের কাছে সবাই আপন
সবার সনে মাথামাখি॥
বাবা মামা সিঙ্গি খুড়ো
ভালুক মোদের ভাই,
দেবতা মোদের বুড়ো ঋষি
তার তুলনা নাই,
বুঝিনাকো হিংসা বিষ
ফুলের পরাগ মাখি॥

১ম বেদিনী। দেখ্ ভাই, হামাদের দেব্তা বুড়ো যাদু জানে। হামি লোক বেদিয়া জাত, হামাদের মরদেরা শিকার খেল্‌বে—বাঘ খোরা হরিণ মারবে—আর হামিলোক ফাঁদ পাতিয়ে চিড়িয়া ধর্‌বে—হাটে যাবে, কত কি কর্‌বে; তা নয়—বুড়ো দেব্তা মরদের কাঁড় চালানো ভুলিয়ে দিয়েছে—আর হামাদের বনে বনে গান গেয়ে বুলে বেড়াতে শিখিয়েছে—জানোয়ার পাল্‌তে শিখিয়েছে।

২য় বেদিনী। যাদু নয় ভাই—যাদু নয়! বুঢ়া দেব্তা আছে, হামাদের ঠিক কাম শিখিয়েছে। দুখ্ দিলে দুখ্ পেতে হয়, ইয়ে কথাটি হামি লোক্‌কে সমজায়ে দিয়েছে। আরে দেখ্ দেখ্, কে একটা লোক আস্‌ছে না? বাঃ—বাঃ—বুঢ়ার তো’সাহস আছে রে! বাঘ সিংহির ডরে হামিলোক ছাড়া কেউ এ জঙ্গলে আসতে পারে না—বুঢ়া আসলে কেমন করিয়ে ভাই?

১ম বেদিনী। বুঢ়া বুঝি দেব্তা টেব্তা হোবেরে!

আনন্দরামের প্রবেশ

আনন্দরাম। এসো—এসো, লেলিহান বুভুক্ষু শ্বাপদের দল ছুটে এসো, একটা কচি প্রাণের বিনিময়ে আমায় গ্রহণ কর! রাজকুমারকে মণিকূপ হ’তে নির্ব্বিঘ্নে ফির্‌তে দাও! আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ কর্‌বো—আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ কর্‌বো!

১ম বেদিনী। কারে তু ঢুঁড়ছিস বুঢ়া বাবা?

আনন্দরাম। আমি কাকে খুঁজ্‌ছি তা তোদের কেমন ক’রে বোঝাব বেটি!

১ম বেদিনী। মোদের সম্‌জায়ে দিলে কেন সম্‌জাবে না বুঢ়া বাবা!

বুঢ়া মানুষ তু, বাঘ বোরার হাতে কেন মরুতে যাবি? হামাদের সমজায়ে দে, হামিলোক উহারে ঢুঁড়িয়ে দেবে।

আনন্দরাম। ওরে সে একটা স্বর্গের মাণিক, এক স্বামী-পরিত্যক্ত অভাগিনীর অঞ্চলের নিধি।

১ম বেদিনী। তবুও বুঝতে লারুছি, বাৎলে দে বুঢ়া তু কাকে ঢুঁড়ছিস্?

আনন্দরাম। যাতে চিন্‌তে পারবি সেই পরিচয় দিচ্ছি, ওরে সে তোদের ভাবী রাজা মণিপুর রাজকুলতিলক কুমার বভ্রুবাহন। একটা ঘোরতর ষড়যন্ত্রের মাঝে প'ড়ে অবোধ রাজপুত্র এসেছে মণিকূপের বারি নিতে। যদি সে কূপ হ'তে বারি নিয়ে নির্ব্বিঘ্নে রাজধানীতে পৌঁছাতে না পারে—সে সিংহাসন হ'তে বঞ্চিত হবে। বল্ না মা তোরা, ছেলেটাকে দেখেছিস্?

১ম বেদিনী। বলিস্ কি বুঢ়া বাবা—হামাদের রাজা! আয়—আয় চলিয়ে, এক লহমা আর দেরী করিস্‌নি—চলিয়ে আয়—

[সকলের প্রস্থান।

একটী কলসী লইয়া সশস্ত্র বভ্রুবাহনের প্রবেশ

বভ্রুবাহন। দিবা অবসান প্রায়
সন্ধ্যা অন্ধকার এখনি গ্রাসিবে ধরা।
নিয়ে সাথে সন্ধ্যা সহচরী তিমির বাসনা,
যেতে হবে কান্তার মাঝারে,
যথা মণিকূপ জনহীন শ্বাপদসঙ্কুল।
প্রয়োজন—রাজাসন অধিকার।
আদেশ মাতার—
আর প্রজাগণ করেছে ঘোষণা

অভিষেক তরে—
পূত বারি হইবে আনিতে।
রাজবংশে চিরন্তন প্রথা
বিনা কূপবারি
অভিষেক কার্য্য নাহি হবে।
করিবারে স্বকার্য্য সাধন—
অকারণ হবে পশুবধ আত্মহত্যা হেতু।
পশু বধি বাড়াইব বংশের গরিমা,
আপন গৌরব কিবা তার ?
জীবহিংসা—
ঘৃণিত কুকর্ম্ম বলি ভাবিতাম যাহা,
হ'য়ে আজি কর্ত্তব্যে চালিত—
ভাবিতে হইবে তাহা গৌরব আপন!
ধিক্ মাতা! ধিক্ এ হেন গৌরবে।
কিন্তু হায় নিরুপায় আমি,
আদেশ মাতার—
পুত্র হ'য়ে কেমনে লঙ্ঘিব!
যা' ঘটে ঘটুক—
পূতবারি অবশ্য আনিব,
মাতৃ-আজ্ঞা করিব পালন।
অন্তর্য্যামী তুমি নারায়ণ!
মনোভাব জান তো সকলি,
নিজগুণে ক্ষম অপরাধ।
কার্য্য তব তুমিই সাধিবে,

উপলক্ষ মাত্র শুধু আমি।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।
দয়াময়! পুনঃ মাগি ক্ষমা,
যাই আমি ক্ষণ ব'য়ে যায়।

[গমনোদ্যোগ

ব্যাঘ্রশিশু ক্রোড়ে সুধার প্রবেশ

সুধা। পথিক! তুমি কি পথ ভুলে এসেছ?

বভ্রুবাহন। তুমি এখানে কেমন ক'রে এলে বালিকা?

সুধা। বল না, তুমি কি পথ ভুলে এই ভীষণ অরণ্যে এসেছ?

বভ্রুবাহন। আগে আমার কথার উত্তর দাও।

সুধা। আমি এখানে এসেছি, এতে তো আশ্চর্য্য হবার কোন কারণ নেই—এখানেই যে আমাদের ঘর গো!

বভ্রুবাহন। এই শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম কান্তারে তোমাদের ঘর? ছলনা রাখ বালিকা! সত্য বল, তুমি মানুষ তো?

সুধা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, দেখ্‌তে পাচ্ছো না, আমিও তোমাদের মত হাত পাওয়ালা মানুষ, তোমাদের মত চল্‌ছি, ফির্‌ছি, কথা কইছি, হাস্‌ছি।

বভ্রুবাহন। তাহ'লে তুমি এখানে কেমন ক'রে এলে? এখনই যে তোমায় হিংস্র জন্তুতে মেরে ফেল্‌বে বালিকা?

সুধা। তোমার তো ভারি বুদ্ধি দেখ্‌ছি—আমি তাদের কত ভালবাসি—তাদের নিয়ে খেলা করি। তাদের ত' কোন অনিষ্ট করি না যে, তারা আমায় মার্‌বে? প্রমাণ স্বরূপ দেখ না কেন, এই ব্যাঘ্রশিশুকে তার মার কোল থেকে নিয়ে এসেছি, তারা আমায় ভালবাসে কিনা—তাই কিছু বলে না।

বভ্রুবাহন। [সচকিতে] সত্যই তো আশ্চর্য্য বালিকা! হিংস্র ব্যাঘ্র হিংসা পরিত্যাগ করতে পারে, এ যে আমার ধারণা হয় না বালিকা!

সুধা। চোখে দেখেও বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না? বলি হ্যাঁ গা, তুমি কে গা! তোমার ঘটে কি এতটুকুও বুদ্ধি নাই? বলি শুধু শুধু কি কেউ হিংসা করে—করতো, যদি আমি হিংসা করতাম।

বভ্রুবাহন। হিংসা না করলে হিংস্র জন্তুও হিংসা ভুলে যায় বালিকা?

সুধা। যায় না? এই দেখ না তার প্রমাণ।

বভ্রুবাহন। [স্বগত] উঃ একটা বিরাট বোঝা আমার বুক থেকে নেমে গেল। দয়াময় হরি! তোমার কৃপায় আজ একটা ক্ষুদ্র বালিকার দ্বারা আমার একটা মস্ত ভুল ভেঙ্গে গেল। তাও কি সম্ভব—না না, অসম্ভব নয়, এই বালিকার অসম সাহসিক কার্য্যই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। [প্রকাশ্যে] বালিকা! তুমি যেই হও—তোমার কথার সত্যতা আমি প্রমাণ করতে চাই। শোন বালিকা, আমি এসেছি মণিকূপ হ'তে এই কলস বারি পূর্ণ করতে, আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র শস্ত্র এনেছিলাম, কিন্তু তোমার কথায় বিশ্বাস ক'রে হিংস্র শ্বাপদ মুখ হ'তে জীবনরক্ষা করবার একমাত্র সম্বল এই অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ করলাম; আর তোমাকে এইখানে লতাপাশে আবদ্ধ ক'রে রেখে যাবো, নির্ব্বিঘ্নে ফিরতে পারি তবেই তোমার মুক্তি—নইলে হিংস্র জন্তুর সুতীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাঘাতেই তোমার চরম মুক্তি হবে। এসো বালিকা।

[সুধাকে লতাপাশে বন্ধন ও প্রস্থানোদ্যোগ

সুধা। তুমি আমার হাত ধরেছ—হাত বেঁধেছ—মনে থাকে যেন আমি বেদের মেয়ে—আমার জাত নিয়েছ—আগে ফিরে এসো, তারপর এর মীমাংসা—

বভ্রুবাহন। বালিকা, কি বলছে?

সুধা। যা বলেছি—প্রাণের আবেগে একবার বলেছি, আর বল্‌বো না, আগে ফিরে এসো—তারপর প্রাণের কথা ব'লে বুকের বোঝা নামাবো।

বভ্রুবাহন। উত্তম—তবে এইখানে ঠিক এইভাবে অবস্থান কর বালিকা! [প্রস্থান

সুধা। যাও রাজা! নির্ব্বিঘ্নে ফিরে এসো—কিন্তু তোমাকে তোমার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ কর্‌তে হবে।

আনন্দরামের প্রবেশ

আনন্দরাম। সমস্ত বনটাকে পাতি পাতি ক'রে খুঁজলাম, কুমারকে তো কোথাও দেখ্‌তে পেলাম না—বেদিনীরা এখনও খুঁজ্‌ছে। আশ্চর্য্য এই বেদের জাত—আর তার চেয়ে আশ্চর্য্য এই বনটা। আশে পাশে হিংস্র শ্বাপদের ভীষণ গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে, অথচ একটা জানোয়ারও নজরে পড়্‌লো না। যদিও নজরে পড়াটা শুভকর নয়—তবুও কেমন একটা অদম্য আগ্রহ মনটাকে বিচলিত ক'রে তুল্‌ছে। একি! একটা বেদের মেয়ে নয়! ওকে এখানে এমনভাবে বেঁধে রেখে গেল কে? আহা-হা, বলি হ্যাঁরে বেটি! কোন নিষ্ঠুর পাষণ্ড তোকে এমনভাবে এখানে বেঁধে রেখে গেছে? দাঁড়া, আগে তোর বাঁধন খুলে দিই।

সুধা। না বাবা, বাঁধন খুল্‌বেন না; যিনি আমায় আবদ্ধ করেছেন, তিনি ভিন্ন আর কারও মুক্তি দেবার অধিকার নেই।

আনন্দরাম। তুই কি বল্‌ছিস্‌ রে বেটী? আমায় যে তাক্‌ লাগিয়ে দিলি! জঙ্গলটায় ঢুকে ইস্তক যা দেখ্‌ছি, সবই যেন ধাঁধা—জঙ্গলটা ধাঁধা—জঙ্গলের জানোয়ারগুলো ধাঁধা—বেদে জাতটাও ধাঁধা—আর তুই বেটী একটা বিরাট জীবন্ত ধাঁধা! দোহাই বেটী, আমার এ ধাঁধার ঘোরটা কাটিয়ে দে!

. জলপূর্ণ ঘট লইয়া বভ্রুবাহনের প্রবেশ

বভ্রুবাহন। বেদিনি! বেদিনি! বল্ বেদিনি—তুই কে? আমি নির্ব্বিঘ্নে ফিরে এসেছি, আয় তোকে মুক্ত ক'রে দিই।

আনন্দরাম। কুমার! কুমার! ফিরে এসেছ ভাই!

বভ্রুবাহন। হাঁা দাদামশাই। আমি নির্ব্বিঘ্নে ফিরে এসেছি দাদা মশায়! অদ্ভুত বালিকা এই বেদিনী, আমায় যা শিক্ষা দিয়েছে, বুঝি এমন শিক্ষা কেউ দেয় না, কেউ দিতে পারে না। হিংস্র জন্তুর মুখ থেকে আত্ম-রক্ষা কর্‌তে অস্ত্র শস্ত্র এনেছিলুম, কিন্তু এই বালিকার উপদেশে নিরস্ত্র অবস্থায় কূপবারি আন্‌তে যাই—আর যাবার সময় সত্যতা প্রমাণ কর্‌তে তাকে লতাপাশে আবদ্ধ ক'রে যাই। এখন দেখ্‌লাম—বুঝ্‌লাম—শিখ্‌লাম, বালিকার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এসো জ্ঞানদাত্রি বন-দেবি! তোমায় মুক্ত ক'রে দিই। [তথাকরণ]

সুধা। এ মুক্তিতে তো মুক্তি পেলাম না রাজা, তুমি হাত ধরেছ—জাত খেয়েছ—এখন এই অভাগিনী বন্যবালিকার ধর্ম্ম রক্ষা কর রাজা!

বভ্রুবাহন। বেদিনি—বেদিনি! কি বল্‌ছিস? তুই কি উন্মত্তা হয়েছিস্? মণিপুর-রাজকুমার বভ্রুবাহন এখনও এতটা অপদার্থ হয়নি যে, সে তার পবিত্র বংশমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়ে একটা বেদের মেয়েকে পত্নী ব'লে গ্রহণ করবে। বালিকা! আকাশ কুসুমের কল্পনা মন থেকে মুছে ফেলে তোর কৃত উপকারের পুরস্কার স্বরূপ এই বহুমূল্য মুক্তাহার নিয়ে আপন আবাসে ফিরে যা।

সুধা। বেদের মেয়ে আমি, ও হার নিয়ে কি কর্‌বো? তোমার হার তুমি নিয়ে যাও, শুধু ব'লে যাও—আমায় বিয়ে কর্‌বে কিনা?

বভ্রুবাহন। উন্মত্তা বালিকা, এ অসম্ভব আশা পরিত্যাগ কর; এ হয় না—হবে না—হতে পারে না।

সুধা। বুঢ়া বাবা! তুমি বিচার কর, এই কি রাজার কর্ত্তব্য। গরীব প্রজার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে এম্‌নিভাবে পরিত্যাগ করা কি মনুষ্যত্ব?

আনন্দরাম। তা কি হয় বেটী, রাজার ছেলের সঙ্গে কি বেদিনীর বিয়ে হয়?

সুধা। তা' যদি হয় না, তবে আমার হাত ধর্‌লে কেন?

আনন্দরাম। ছেলে মানুষ জানে না, না বুঝে যখন একটা কাজ ক'রে ফেলেছে, তার কি প্রতিকার হয় না মা? বল্ মা, এ বিবাহের বিনিময়ে তুই কি চাস্? অর্থ, অলঙ্কার রাজ্য, বল্ বেটী কি চাস্?

সুধা। আমি কিছুই চাই না—শুধু চাই সোয়ামি। বল রাজকুমার! আমার ধর্ম্ম রাখ্‌বে কি না?

বভ্রুবাহন। প্রাণ থাক্‌তে নয়। আসুন দাদামশায়!

[আনন্দের সহিত প্রস্থান।

সুধা। যাও নিষ্ঠুর! আর আমি তোমায় কোন অনুরোধ করবো না; যদি এই ক্ষুদ্র বন্যবালিকার কোন যোগ্যতা থাকে, তবে দেখিয়ে দেবো রাজপুত্র, তুমি বেদিনী বিয়ে কর কি না?

দুর্জ্জনসিংহ। [নেপথ্যে] ওগো কে আছ আমায় রক্ষা কর—দুরন্ত শ্বাপদের কবল হ'তে আমায় রক্ষা কর।

সুধা। কে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌লো নয়! ভয় নাই—ভয় নাই, আমি যাচ্ছি। [বেগে প্রস্থান।

বেগে দুর্জ্জনসিংহের প্রবেশ

দুর্জ্জনসিংহ। কোথায় যাবো—কোথায় পালাবো? ঐ এলো—ঐ এলো, ক্ষিপ্ত শার্দ্দূল আমারি রক্তপান কর্‌তে ছুটে আস্‌ছে। বিশ্বাসঘাতক সৈন্যগণ আমায় এই বিপদের মাঝে ফেলে পলায়ন কর্‌লে, আমি এখন

কি করি—কেমন ক'রে আত্মরক্ষা করি—কে কোথায় আছ আমায় রক্ষা কর।

স্থধার প্রবেশ

সুধা। ভয় নাই বিপন্ন পথিক! ভয় নাই—অস্ত্র ফেলে দিয়ে আমার সঙ্গে এস, আমি তোমায় অরণ্যের সীমান্তে রেখে আস্‌ছি।

[দুর্জ্জনসিংহের অস্ত্রত্যাগ, অগ্রে সুধা তৎপশ্চাৎ দুর্জ্জনসিংহের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

রাজসভা

বন্দী ও বন্দিনীগণ

বন্দীগণ। মঙ্গল হোক্ মঙ্গল হোক্
গাও সবে মঙ্গল-গান।
মঙ্গল আশীস্ ঝড়িয়া পড়ুক
বিধাতার করুণার দান॥

বন্দিনীগণ। মঙ্গল কামনা উঠুক বাজিয়া
আকাশে বাতাসে ধ্বনি ছুটুক নাচিয়া
সলিল তরঙ্গে শৈল শৃঙ্গে
বিহগ কলরবে মাতারে প্রাণ॥

বন্দীগণ। বাদল বরষিবে মঙ্গল বারি,
বন্দিনীগণ হিমাংশু কিরণে পড়িবে ঝরি
সকলে। মঙ্গল গানে ভরিয়া ভুবন
জাগাও নব দেহে নতুন প্রাণ।

[সকলের প্রস্থান

[চিত্রাঙ্গদা, মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণের প্রবেশ

মন্ত্রী। আর আশা নেই মা—কুমারের ফের্‌বার আর কোন আশা নেই। বেলা প্রায় এক প্রহর উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল, জীবিত থাক্‌লে এতক্ষণ অনায়াসে ফিরে আস্‌তো।

চিত্রাঙ্গদা। না মন্ত্রী মশায়, বভ্রুবাহন আমার তেমন পুত্র নয়—সে নিশ্চয়ই ফিরে আস্‌বে।

১ম সভাসদ। যদি ফিরে আসে তাহ'লে সে কূপের বারি আন্‌তে পার্‌বে না, এটা ধ্রুব সত্য।

চিত্রাঙ্গদা। ভুল বিশ্বাস আপনার—আমার পুত্র কাপুরুষ নয় যে, ক'টা বন্য জন্তুর ভয়ে কর্ত্তব্যপথ হ'তে বিচলিত হবে।

২য় সভাসদ। ফলেন পরিচিয়তে—

চিত্রাঙ্গদা। আর বৃথা উৎকণ্ঠার প্রয়োজন সেই মন্ত্রী মশায়! ঐ দেখুন, বভ্রুবাহন কূপবারি নিয়ে ফিরে এসেছে—পুত্রের অভিষেকের আয়োজন করুন মন্ত্রী মশায়!

বভ্রুবাহন ও আনন্দরামের প্রবেশ

আনন্দরাম। কুমারের অভিষেকের আয়োজন কর্‌ বেটী! কুমার মণিকূপ হ'তে বারি এনেছে।

বভ্রুবাহন। মা, তোমার আশীর্ব্বাদে আমি নির্ব্বিঘ্নে বারি এনেছি।

চিত্রাঙ্গদা। সুখী হ'লেম বৎস, আশীর্ব্বাদ করি যশস্বী হও।

দুর্জ্জনসিংহের প্রবেশ

দুর্জ্জনসিংহ। উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতীত এ বারি মণিকূপের বারি ব'লে গ্রাহ্য করা যেতে পারে না। আমার বিশ্বাস, কুমার জঙ্গল সীমা হ'তে ফিরে এসেছে।

আনন্দরাম। আমি কুমারকে মণিকূপে যেতে সচক্ষে দেখেছি।

দুর্জ্জনসিংহ। মিথ্যা কথা, সে শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম অরণ্য হ'তে এমন অক্ষত দেহে ফিরে আসা কখনই সম্ভব নয়। আমি কুমারের অনুসরণ ক'রে জঙ্গল সীমান্তে গিয়ে দুরন্ত শার্দ্দূল কর্ত্তৃক যেরূপভাবে আক্রান্ত হ'য়েছি—তাতে আমার বিশ্বাস, কুমার কখনই জঙ্গলে প্রবেশ করেনি।

চিত্রাঙ্গদা। সেনাপতির কথা কি সত্য বভ্রুবাহন? তুমি শার্দ্দূল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলে?

বভ্রুবাহন। না মা, আক্রান্ত হওয়া দূরে থাক্, একটা বন্য পশুও আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয়নি।

দুর্জ্জনসিংহ। অসম্ভব—শুনুন আপনারা, হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ ভীষণ জঙ্গলে কুমার প্রবেশ করেছে—অথচ একটাও বন্য পশু তার দৃষ্টি গোচর হয়নি, আর আমাকে শার্দ্দূল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হ'য়ে অরণ্য সীমান্ত হ'তে ফিরে আস্‌তে হ'য়েছে—প্রভেদ এই মাত্র। এখন আপনারাই বিচার করুন, কুমারের কথা বিশ্বাসযোগ্য কি না?

মন্ত্রী। সত্যই ত কুমারের কথা যেন অসম্ভব ব'লে মনে হচ্ছে।

১ম সভাসদ। আমার বিশ্বাস কুমার জঙ্গলে প্রবেশ করেন নি।

২য় সভাসদ। জঙ্গলে কি—জঙ্গলের ধারেও যাননি—!

চিত্রাঙ্গদা। এ কি শুন্‌ছি পুত্র! তুমি কি তবে জঙ্গলে প্রবেশ করনি বভ্রুবাহন? আমার পুত্র হ'য়ে তুমি এত হীন, এমন কাপুরুষ?

বভ্রুবাহন। মাথার উপরে দেবতা আছেন আর সম্মুখে প্রত্যক্ষ দেবী স্বরূপিণী জননী তুমি—আমি এক বর্ণও মিথ্যা বলিনি। আমি উচ্চকণ্ঠে আবার বল্‌ছি মা, আমি স্বহস্তে মণিকূপ হ'তে এ ঘট পূর্ণ ক'রে বারি এনেছি, শুধু তাই নয় মা—আমি নূতন জীবনে নূতন জ্ঞানের আলোক জ্বেলে নূতন সংস্কার নিয়ে ফিরে এসেছি। এক দেববালা আমায়

শিখিয়েছে—নিজে হিংসা না করলে হিংস্র পশুও হিংসা ভুলে যায়। এই নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে আমি একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় অরণ্যে প্রবেশ ক'রে কূপবারি নিয়ে নির্ব্বিঘ্নে ফিরে এসেছি।

দুর্জ্জনসিংহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, চমৎকার উপাখ্যান! অত্যন্ত চমৎকার! কুমারের এই মনোহর উপাখ্যানটা বিশ্বাস করতে আপনাদের প্রবৃত্তি হয়, বিশ্বাস করুন—আমি ভুক্তভোগী হ'য়ে এরূপ কথায় আস্থা স্থাপন ত দূরের কথা—কাণে শোনাও মূর্খতা এবং কাপুরুষতা মনে করি।

চিত্রাঙ্গদা।　　দূর হ রে ক্ষত্রকুলাঙ্গার!
　　পাপ মুখ না দেখাও আর,
　　মিশি ভণ্ড ব্রাহ্মণের সনে
　　শিখিয়াছ ছল প্রবঞ্চনা;
　　মিথ্যা ভাবে ভুলাইতে চাও?
　　বিসর্জ্জিয়া স্নেহ-মায়া আর কোমলতা,
　　রাখিবারে ন্যায়ের মর্য্যাদা—
　　দিব আমি যোগ্য দণ্ড তোরে,
　　পুত্র বলি না করিব ক্ষমা।
　　যেই রাজ্যলোভে তুই অকার্য্য সাধিলি
　　সে বাসনা পূর্ণ নাহি হবে
　　নির্ব্বাসন যোগ্য দণ্ড
　　তোমা দোঁহাকার।

বভ্রুবাহন। জননীর আদেশ শিরোধার্য্য—আসুন ব্রাহ্মণ! অদৃষ্ট চালিত পথে। যাবার সময় বলে যাই—মা শুনে রাখ—তোমার পুত্র মিথ্যাবাদী বা কাপুরুষ নয়—তোমার দেওয়া দণ্ড পবিত্র আশীর্ব্বাদের মত আদর ক'রে মাথায় নিয়ে চল্লুম, দিন আসবে—যখন তোমার এ ভ্রান্ত

সংস্কার মন থেকে দূরীভূত হ'য়ে সত্যকে জাগিয়ে দেবে; তখন বুঝ্‌বে মা, তোমার পুত্র মিথ্যাবাদী বা কাপুরুষ নয়।

দুর্জ্জনসিংহ। চমৎকার বাক্‌পটুতা! ধিক্‌ কাপুরুষ! এখনও মিথ্যার আবরণে সত্যকে লুকাবার চেষ্টা করছো—প্রবঞ্চনা ক'রে সাধু সাজবার চেষ্টা কর্‌ছো! ছিঃ কাপুরুষ!

সুধার প্রবেশ

সুধা। মিথ্যা কথা কাপুরুষ! তুমি তুচ্ছ বন্য পশুর ভয়ে ভীত হ'য়ে আত্মরক্ষা কর্‌তে এই ক্ষুদ্র বন্যবালিকার সাহায্য নিয়েছিলে, মনে পড়ে দুর্জ্জনসিংহ?

দুর্জ্জনসিংহ। য়্যাঁ—তুমি?

সুধা। হ্যাঁ, আমি সেই বেদিনী। অমন সত্যাশ্রয়ী বীর দেবোপম রাজকুমারকে ঐ হীনজনোচিত সম্ভাষণ কর্‌তে তোমার লজ্জা করে না? প্রবঞ্চকের প্ররোচনায় তোমার সত্যাশ্রয়ী বীর পুত্রকে বিনাদোষে দণ্ড দিও না মা, আদেশ প্রত্যাহার কর।

[অন্যের অলক্ষে দুর্জ্জনসিংহের প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদা। কে তুমি বালিকা?

সুধা। বুনো বেদের মেয়ে আমি—আমার আর অন্য পরিচয় নেই।

চিত্রাঙ্গদা। তুমি কি আমার পুত্রকে মণিকূপে যেতে দেখেছ?

সুধা। শুধু দেখেছি বল্‌লে সত্য গোপন করা হয়—আমার একটা কথার সত্যতা সপ্রমাণ কর্‌তে—তোমার পুত্র আমায় লতাপাশে আবদ্ধ ক'রে মণিকূপে গিয়েছিল, সত্যতা সপ্রমাণ ক'রে তবে মুক্তি দিয়েছে—আজ আমি তোমার পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে বিচারপ্রার্থিনী হ'য়ে তোমার কাছে এসেছি—রাজমাতা সুবিচার করুন!

চিত্রাঙ্গদা। কিসের অভিযোগ বালিকা ?

সুধা। তোমার পুত্র আমার হাত ধরেছে, আমার জাত গিয়েছে—যদি আমায় বিবাহ করে তবে আমার ধর্ম্ম রক্ষা হবে।

বভ্রুবাহন। আমি ত তোমায় স্পষ্ট ব'লেছি বালিকা, এ হ'তে পারে না—তবে আবার কি আশায় এতদূরে ছুটে এসেছ ? তোমায় বিবাহ ক'রে আমি রাজবংশের মর্য্যাদা নষ্ট করতে পারবো না—প্রাণান্তেও না।

সুধা। বল মা, বিচার করবে কি না ?

চিত্রাঙ্গদা। নারীর প্রাণের বেদনা নারী ভিন্ন আর কে বুঝবে বালিকা আমি সুবিচার করবো। শোন পুত্র, আজ হ'তে একমাস কাল তোমায় চিন্তা করবার অবসর দিচ্ছি—একমাস পরে ঠিক এমনি সময়ে তোমার উত্তর চাই। বালিকা আমার প্রস্তাবে তুমি সম্মত ?

সুধা। বেশ তাই হবে—একমাস পরে আবার আমি আসবো, তবে এখন আসি রাণী মা ?

চিত্রাঙ্গদা। এসো মা—[সুধার প্রস্থান] মন্ত্রী মহাশয় ! সভাসদ্‌গণ ! নবীন ভূপতির অভিষেকের আয়োজন করুন—আমায় মার্জ্জনা করুন—

ব্রাহ্মণ। এসো বভ্রুবাহন, দেবতার নির্ম্মাল্য নেবে এসো—

সকলে। জয় মণিপুরপতির জয় !

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চণ্ডীমণ্ডপ

গণকারের বেশে শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়-সন্দর্শনের ইচ্ছায় হস্তিনাপুর ত্যাগ ক'রে ভারতের একান্তবর্ত্তী এই ক্ষুদ্র নাগরাজ্যে এসেছি—এখানে নাগনন্দিনী পতিপরায়ণা উলুপী দেবীর সাক্ষাৎ পাব—তারপর মণিপুর-রাজ্যে গিয়ে আমার প্রিয়তম ভক্ত বভ্রুবাহনকে দেখ্‌বো। সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষাক্ষেত্র—একদিকে আমার চিরপ্রিয় পাণ্ডবের মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করা—অন্য দিকে আমার স্নেহের নিধি পাণ্ডববংশধর বভ্রুবাহনের মান বাড়ানো—হতভাগ্য বালক লোকচক্ষে পরিচয়হীন, ঘৃণিত—তার এ কলঙ্ক মুছে দিয়ে তাকে মণিপুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর্‌বো। আমার এ মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র অস্ত্র হবে—নাগনন্দিনী উলুপী। তাই আজ জ্যোতিষীর ছদ্মবেশে তার ভবিষ্যৎ ব'লে দিতে এসেছি—দেখি কর্ম্মস্রোত কোন্ মুখী হয়।

অনন্তের প্রবেশ

অনন্ত। কে বাবা তুমি ?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি একজন জ্যোতিষী। লোকের ভাগ্যগণনা করাই আমার উপজীবীকা।

অনন্ত। কি বল্‌লে বাবা, তুমি জ্যোতির পিসী—আপনার ভাগ গুণে নিতে এসেছ ?

শ্রীকৃষ্ণ। না মশায়, আমি আমার ভাগ গুণতে আসিনি—লোকের হাত দেখে তার অদৃষ্টে কি আছে তা বল্‌তে পারি।

অনন্ত। বাঃ জ্যোতির পিসী—তুমি ত বাবা আচ্ছা বাহাদুর লোক দেখ্‌ছি, হাত দেখে লোকের অদৃষ্টে কি আছে বল্‌তে পারো ? তা তুমি পার্‌বে—তুমি যখন পুরুষ হ'য়েও পিসী, তখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে তুমি পার্‌বে। আগে আমার হাতটা দেখে কিছু ব'লে দাও—তারপর একবার মেয়েটার হাত দেখাবো !

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি একজন মহান্ রাজা—

অনন্ত। ঠিক্ জ্যোতির পিসী, একেবারে খাঁটি সত্য কথা ব'লেছ—আমার হাতে কোথাও লেখা নেই যে, আমি রাজা ; কিন্তু তুমি ত বাবা ঠিক ঠিক ব'লে দিলে ! তারিফ আছে !

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার একমাত্র কন্যা—

অনন্ত ! বাহবা জ্যোতির পিসী—একেবারে হাঁড়ির খবর বল্‌তে পার দেখ্‌ছি যে ! রসো—মেয়েটাকে ডেকে আনি, তার হাতটা একবার দেখ্‌তে হবে বাবা ! রসো আমি এলেম ব'লে—   [প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। স্নেহ-পরায়ণ বৃদ্ধ নাগরাজ, আজ তোমায় যে অপ্রিয় কাহিনী শোনাতে এসেছি—তাতে হয় ত তোমার ঐ বার্দ্ধক্যজীর্ণ বুকখানা ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যাবে—কিন্তু তবুও তোমায় তা শোনাতে হবে—কারণ তোমার কন্যাই আমার কার্য্যের প্রধান অস্ত্র।

উলূপীকে সঙ্গে লইয়া অনন্তের প্রবেশ

অনন্ত। আয় মা চ'লে আয়, জ্যোতির পিসী দেখ্‌বি আয় ! হাত দেখে হুবহু ব'লে দেবে—তোর অদৃষ্টে সুখ আছে কি না।

উলূপী। জ্যোতির পিসী কি বল্‌ছো বাবা—জ্যোতিষী বল।

অনন্ত। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই–তাই—জ্যোতির পিসীও যা জ্যোতির পিসীও তাই—আমি ত আর তোর মত ন্যাকা পড়া ক'রে পণ্ডিত হইনি—যা বুঝি সাদাসিদে। এই যে জ্যোতির পিসী ঠাকুর, দেখত মেয়েটার হাতখানা! বেটী আমার দারুণ পণ্ডিত, মুখ্যু-সুখ্যু লোকের ঘরে অমন পণ্ডিত মেয়ে কি ভাল? ঐ জন্যেই বেটীর বরাত খারাপ, বেটী কষ্ট পাচ্ছে—আহা স্বামী থাক্‌তেও বিধবার মত দিন কাটাচ্ছে। দেখ ত বাবা, দেখ—

শ্রীকৃষ্ণ। দেখি মা তোমার হাত—[হাত দেখিয়া] ইস্‌ কাণা শুক্র রগ ঘেঁসে শনি রাহু উকি মার্‌ছে, সুযোগ বুঝে ছোবলাবে—বৃহস্পতি বুড়ো একেবারে অথর্ব্ব—মঙ্গল থেকে থেকে ঝাঁকি দিচ্ছে। রাজা, আপনার মেয়ের হাতখানা ভাল মন্দ মেশানো।

অনন্ত। সে কেমন শুনি—হাতের দু'পিট ভাল ক'রে দেখত বাবা, কোন্‌ দিক্‌টা ভাল, কোন্‌ দিক্‌টা মন্দ।

শ্রীকৃষ্ণ। আপনার কন্যার অদৃষ্টে সুখ আছে, কিন্তু শান্তি নেই। আপনার কন্যা সৌভাগ্যবতী হ'লেও নিতান্ত অভাগিনী—রাজা, আপনার কন্যা সৌভাগ্যবতী, কারণ ভুবন বিজয়ী বীর তৃতীয় পাণ্ডব ওর স্বামী—আর অভাগিনী এই জন্য যে, আপনার কন্যার অদৃষ্টে বৈধব্যযোগ আছে, অভাগিনী স্বামীঘাতিনী হবে।

অনন্ত। বল কি বাবা জ্যোতির পিসী—এমন রাক্ষুসে মেয়ে আমার—স্বামীহত্যা করবে?

শ্রীকৃষ্ণ। হত্যা না করুক---হত্যার কারণ হবে।

অনন্ত। তবেই ত---রাক্ষুসে বেটীকে গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো নাকি?

। তাই কর বাবা! আমার গলা টিপে মেরে ফেল—ভীষণ কুরুক্ষেত্র সমরে পুত্রকে পাঠিয়েছি—আজও তার কোন সংবাদ নেই, পোড়া অদৃষ্টের লিখন আমি আবার স্বামীঘাতিনী হব। না—না, তা হবে না—তা হতে দেবো না—এখনই এই মুহূর্ত্তে জাহ্নবী-সলিলে পাপপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে আমার স্বামীকে রক্ষা করবো। দয়াময়—বিপদভঞ্জন—মধুসূদন! হৃদয়ে বল দাও—

[বেগে প্রস্থান

অনন্ত। ও জ্যোতির পিসী ঠাকুর, মেয়েটা অমন ক'রে কোথায় ছুটলো বলতে পার?

শ্রীকৃষ্ণ। গঙ্গায় ডুবতে- -

অনন্ত। য়্যাঁ বল কি। তুমি ত বেশ লোক দেখছি হে—বেশ অম্লান বদনে বললে "গঙ্গায় ডুবতে"—অথচ তাব হাতখানা ধরতে পারলে না। দেখি মেয়েটাকে যদি ফেরাতে পারি—

শ্রীকৃষ্ণ। ছুটে ত চলেছেন, যদি ধরতে পারেন তখন না হয় ফিরিয়ে আনবেন, কিন্তু যদি তাকে পাবার পূর্ব্বে সব শেষ হ'য়ে যায়?

অনন্ত। তা হ'লেই ত সব গেল বাবা—তা হ'লে কি করবো বাবা জ্যোতির পিসী ঠাকুর?

শ্রীকৃষ্ণ। এই সঞ্জীবনী মণি নিন, এর স্পর্শে মৃত পুনর্জ্জীবিত হয়। তবে মনে রাখবেন—এর শক্তি শুধু একবার মাত্র কার্য্যকরী হবে।

অনন্ত। আহা তাই দাও বাবা—তাই দাও, দেখি যদি মেয়েটাকে বাঁচাতে পারি   [মণি লইয়া প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। এখানকার কার্য্য শেষ—কাল বিলম্ব না ক'রে এখনই মণিপুর যাত্রা করবো।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

গঙ্গাতীর

গীতকণ্ঠে তরঙ্গবালাগণের প্রবেশ

গীত

তরঙ্গবালাগণ।—

তর্ তর্ তর্ লহরে লহরে
আয়লো ছুটে আয়।
সোহাগে প্রাণ ঢেলে দিই
সাগরের অসীম নীলিমায়॥
চাঁদেয় নিছনী মাথিয়া অঙ্গে,
চললো সজনী মনোরঙ্গে
রঙ্গে ভঙ্গে প্রেম তরঙ্গে
বিলিয়ে দিতে আপনায়॥

[প্রস্থান

উলূপীর প্রবেশ

উলূপী। গাঢ় অন্ধকার—হৃদয়ের অশান্তির ঘনীভূত অন্ধকার যেন বাহিরের জমাট বাঁধা অন্ধকারের সঙ্গে মিশে এক ভীষণতর অন্ধকারের সৃষ্টি করেছে। বুঝি জগৎ জেনেছে আমি স্বামীঘাতিনী—স্বামীঘাতিনীর মুখ দেখ্‌তে নেই—তাই আজ অষ্টবজ্রের বিরাট অগ্নিরাশি জ্বলে উঠে আকাশ পুড়িয়ে দিচ্ছে, বাতাসে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুট্‌ছে—সলিলে বাড়বাগ্নি জ্বলে উঠেছে—বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা মা [সুরধনী, তোর সলিলেও তো শীতল

হলুম না—তোর চির-স্নিগ্ধ সলিলে ডুব্‌তে গেলুম—বাড়বাগ্নির লেলিহান শিখা যেন সমস্ত অঙ্গটা পুড়িয়ে দিলে—মর্‌তে পার্‌লুম না। যখন তোর কোলে মর্‌তে পার্‌লুম না, তখন আর কোন উপায়ে মরণ হবে না। আত্মহত্যা যে মহাপাপ! কি করি—কোথা যাই? কোথায় গিয়ে এ প্রাণের জ্বালা জুড়াব, মা—দে মা ব'লে দে, এ হতভাগিনী স্বামীঘাতিনীর মরণের উপায় কি?

জাহ্নবীর প্রবেশ

জাহ্নবী। এই গভীর নিশিথে মৃত্যুকে এমনভাবে আহ্বান কর্‌ছো কে তুমি উন্মাদিনী? আত্মহত্যা মহাপাপ তা কি তুমি জান না?

উলূপী। আমার এ শুভকার্য্যে প্রতিবন্ধক হ'য়ে এলি কে তুই রাক্ষসী? যা—যা সরে যা—আমার কর্ত্তব্যে বাধা দিস্‌ নি, আমি আত্মহত্যা কর্‌তে এ জাহ্নবী সলিলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে আসিনি। আমি এসেছি আত্মতৃপ্তির জন্য।

জাহ্নবী। মৃত্যুতে আত্মতৃপ্তি—এ ভ্রান্ত উপদেশ তোমায় কে দিয়েছে উন্মাদিনী?

উলূপী। উপদেশ কেউ দেয় নাই মা! স্বামীর কল্যাণের জন্য আমার মৃত্যুর প্রয়োজন হয়েছে।

জাহ্নবী! কল্যাণি! কি বল্‌ছিস্‌ তুই—স্বামীর কল্যাণের জন্য তোর মৃত্যুর প্রয়োজন হয়েছে? এ কথার তাৎপর্য্য কি মা? বল্‌ মা বল্‌, আমিও তোর মত দুঃখিনী—পুত্রশোকাতুরা অভাগিনী। তুই জানিস্‌ নি মা, কি বিষম শেল আমার বুকে বেজেছে—উঃ! আমার পুত্র—আমার বীরকেশরী পুত্র অন্যায় সমরে এক নিষ্ঠুরের শরে হত হয়েছে। প্রাণের জ্বালায়—নিষ্ঠুর ঘাতককে অভিশাপ দিয়েছি—গুরু-

হত্যার ফল হাতে হাতে পাবে। মৃত্যুর পরপারেও নিস্তার নেই—মৃত্যুর পরপারেও অনন্ত নরক। তবুও ত তৃপ্ত হ'তে পারছি না মা! উঃ, পুত্রঘাতী অর্জ্জুন—

উলূপী। কার নাম কর্‌লি পাষাণি—কার নাম কর্‌লি? পুত্র-শোকাতুরা উন্মাদিনী জাহ্নবী, এইবার তোকে চিনেছি। আমার স্বামীকে অভিশাপ দিয়েছিস্ তুই—আর আমি জুড়াতে এসেছি তোর কাছে? ছি—ছি পাষাণি, কি করেছিস্—দেবত্ব খুইয়েছিস্—নরের অধম হয়েছিস্। যা—যা পাষাণি—আর তোর সহানুভূতিতে কাজ নেই।

[গমনোদ্যত]

জাহ্নবী। পতিপরায়ণা সাধ্বী—দাঁড়া! সত্যই আমি কি করেছি—পুত্রশোকে দেবত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে ঘৃণ্য মনুষ্যের কাজ করেছি। পতিপরায়ণা উলূপী, তুই আজ আমার একটা বিরাট ভুল ভেঙ্গে দিয়ে আমার নূতন নয়ন খুলে দিয়েছিস্। বর নে সাধ্বী—বর নে।

উলূপী। আমার স্বামীকে অভিশাপ দিয়ে আমার যে সর্ব্বনাশ করেছিস্—তার উপর আবার কি কল্যাণ কর্‌বি কল্যাণময়ি! যাও শিবসিমন্তিনী, আর তোমার উপকারে কাজ নেই। যার স্বামী অভিশপ্ত জীবনভার বহন ক'রে লক্ষ্যহীন ধূমকেতুর মত বিরাট বিশ্বময় ছুটে বেড়াবে—সে অভাগিনীর আবার কল্যাণ? ফিরে যাও গঙ্গে—তোমার এ অযাচিত অনুগ্রহের জন্য তোমাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ!

জাহ্নবী। অভিমানিনী, অভিমান পরিত্যাগ কর্—তোর স্বামীর পূত আত্মার সদ্গতির উপায় ক'রে পতিপ্রাণা সাধ্বীর কর্ত্তব্য সম্পাদন কর্।

উলূপী। কি বল্‌লি জাহ্নবী! স্বামীর আত্মার সদ্গতির উপায় আছে? বল্ পাষাণি—বল্! আমি তাই কর্‌বো মা—তাই কর্‌বো—যখন

অভাগিনীর প্রতি প্রসন্ন হয়েছিস, তখন ব'লে দে প্রসন্নময়ী, আমার স্বামীর উদ্ধারের উপায় ব'লে দে।

জাহ্নবী। উপায়—উপায় আছে উলূপী, কুরুক্ষেত্র মহাসমরে জয়লাভ ক'রে তোর স্বামীর প্রাণে যে অহমিকা আশ্রয় করেছে—মৃত্যুতে সে অহমিকা দূর হবে, যদি পারিস তার মৃত্যুর উপায় কর। তাকে অনন্ত নরকের পথ হ'তে ফিরিয়ে আন্‌বার এই একমাত্র উপায়। উদ্দেশ্য গোপন রেখে কার্য্য কর্—নইলে পদে পদে বিঘ্নের সম্ভাবনা।

উলূপী। তবে কি স্বামীকে হত্যা কর্‌তে আদেশ দিচ্ছ জহ্নু তনয়া?

জাহ্নবী। ছিঃ—তা' কেন কর্‌বি নাগনন্দিনি! পিতৃহত্যায় পুত্রকে উৎসাহিত কর্—পুত্র হস্তে পরাজয় ও নিধন তার অহমিকা দূরীকরণের একমাত্র পন্থা।

উলূপী। তবে আর স্বামীর উদ্ধারের উপায় হ'ল না মা—কুরুক্ষেত্র মহাসমরে তার পিতার নিমন্ত্রণে আমার একমাত্র স্নেহের নিধি ইলাবন্ত সেই গিয়েছে—আজও ফেরে নি।

জাহ্নবী। তবুও তুই পুত্রের জননী, যা—মণিপুরে যা, সেথায় তোর সপত্নী-পুত্র বভ্রুবাহন আছে, তাকে দিয়ে স্বকার্য্য সাধন কর্।

[প্রস্থান

উলূপী। বা রে অদৃষ্ট—বাঃ! অদৃষ্টের লেখা মুছে দেওয়া বিধাতারও সাধ্য নেই। মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্‌তে পরিপূর্ণ উৎসাহে ছুটে এলুম—নিষ্ঠুর অদৃষ্ট আমায় সে পথ থেকে ফিরিয়ে এনে আমায় স্বামীহত্যা মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে কর্ত্তব্যের সোজা পথ দেখিয়ে দিলে। এখন বিধবা হবার এত লোভ যে হাস্‌তে হাস্‌তে স্বামীহত্যায় ছুটে যাবো? স্বামীর মৃত্যু হবে—হবেই ত! আজ হোক্ কাল হোক্—জীবনের প্রভাতেই হোক্, আর সন্ধ্যাতেই হোক্—একদিন হবেই; কিন্তু তা ব'লে কি আমার

ইষ্টদেবতা স্বামীর পবিত্র আত্মা নিরয়গামী হবে? না তা হ'তে দেবো না —দেবতার অভিশাপ ফল্‌তে দেবো না—যখন উপায় রয়েছে। দয়াময়, নারায়ণ! জ্ঞানহীনা অবলা আমি, আমি আর কিছুই বুঝি না—আর কিছু জানি না—জানি শুধু স্বামী—বুঝি শুধু তাঁর মঙ্গল বিধানই আমার কর্ত্তব্য। আমি সেই কর্ত্তব্য কর্‌তে তাঁর মঙ্গলের জন্যই তাঁকে হত্যা কর্‌তে চলেছি, কোমল হৃদয় পাষাণ ক'রে হাসি মুখে বৈধব্যকে আলিঙ্গন কর্‌তে ছুটেছি—দয়াময় মধুসূদন! আমার হৃদয়ে বল দাও।

[বেগে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কানন-পথ

দুর্জ্জনসিংহের প্রবেশ

দুর্জ্জনসিংহ। ছি-ছি! কি ঘৃণা, কি লজ্জার কথা। একটা বেদের মেয়ে প্রকাশ্যে রাজসভায় আমার অপমান কর্‌লে! নতমুখে অন্যের অলক্ষ্যে আমায় অপরাধীর মত সভা পরিত্যাগ কর্‌তে হ'ল। লোক-সমাজে মুখ দেখাবার উপায় রইলো না! সবাই জেনেছে—সবাই বুঝেছে আমিই বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী; কুমারকে মণিকূপের বারি আন্‌তে পাঠানোর উদ্দেশ্য—তার নিধনসাধন; আর সে ষড়যন্ত্রের মূল আমি, একথা সকলে জেনেছে। তাই আজ অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে, রজনীর গাঢ় অন্ধকারে লুকিয়ে চোরের মত রাজধানী ত্যাগ ক'রে এসেছি। কোথায় যাব, কি কর্‌বো কিছুই স্থির কর্‌তে পার্‌ছি না,

কিন্তু এ অপমানের প্রতিশোধ চাই—আর এই প্রতিশোধের সঙ্গে সঙ্গে চাই মণিপুর সিংহাসন—

গীতকণ্ঠে জগা পাগলার প্রবেশ

গীত

জগা পাগলা।—

জেনে শুনে গেরোর ফেরে পড়্তে যেও না।
দেখেও ঠক্লে—ঠেকেও ঠক্লে তবু শিখ্লে না।
জ্ঞানের চোখে দিয়ে ঠুলি,
ন্যায়না সেজে চতুরালী—
সাধুর মুখোস গেল খুলি হ'লে ভবের পথে ধানকানা॥
আসল ফেলে ধর্‌ছো মেকী,
ভেঙ্গে যাবে সব চালাকী,
কলকাটীটি টিপ্‌ছে বসি
মাথার উপর আর একজনা॥

দুর্জ্জন। কেবা এ বাতুল?
বিভীষিকা সম
অহরহ ফিরিছে পশ্চাতে মোর!
রক্ত আঁখি—উন্মাদ লক্ষণ
সঙ্গীত-প্রলাপ-বাণী!
জেনে শুনে
তবু কেন হয় মনে শঙ্কার উদয়?
দোলে প্রাণ সংশয় দোলায়,
না পারি বুঝিতে
হেতু কিবা তার।

গীতকণ্ঠে কুবুদ্ধির প্রবেশ

গীত

কুবুদ্ধি।—

ছি ছি তোমার এমন আলাপন।
বাতাসের ভর সয়না তাতে একি অলক্ষণ॥
বিরহের দম্‌কা হাওয়া বয় যদি নারীর প্রাণে,
সইতে পারি হাসিমুখে চেপে ব্যথা সঙ্গোপনে,
ভোলে যদি ভুল্‌তে নারি
হৃদে রাখি হৃদয় রতন॥

দুর্জ্জনসিংহ। সত্য, ভীরু মন—
একি তব বিচিত্র ব্যাভার!
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ
মণিপুর-রাজ-সেনাপতি
কি হেতু চঞ্চল মতি উন্মাদ প্রলাপে?
অনন্ত কর্ত্তব্য হের সম্মুখে তোমার—
হও আগুসার
সাধিবারে জীবনের ব্রত।
ছলে বলে অথবা কৌশলে
আয়ত্বে আনিতে হবে
মণিপুর-রাজসিংহাসন
জীবনের চির কাম্য যাহা।

সুধার প্রবেশ

সুধা। এই যে মহামহিম সেনাপতি মহাশয়! এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ আস্ফালন কর্‌ছেন, সরে পড়ুন, শেষে আবার বাঘে তাড়া দেবে।

দুর্জ্জনসিংহ। এই যে পাপিষ্ঠা, এইবার তোকে পেয়েছি! লালসার তাড়নায় অন্ধ হ'য়ে বড় আশায় রাজরাণী হ'তে গিয়ে সভামধ্যে আমার অপমান করেছিলি মনে আছে? আজ তার প্রতিশোধ নেবো।

সুধা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, তা আর নেবে না বীরপুরুষ, এই ত বীরের মত কথা!

দুর্জ্জনসিংহ। দুশ্চারিণী ঘৃণিতা বেদিনী,
কর্ম্মফল ভুঞ্জ আপনার।

[সুধাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ধনুকে শর যোজনা]

গীত

সুধা।—

সম্বর শর ওহে বীরবর
অবলারে প্রাণে মেরো না।
বন-বিহঙ্গিনী, ছলনা শিখিনি
কি দোষে বধিবে বল না॥
ব্যথিতা কামিনী ব্যথার বোঝা ব'য়ে,
ভ্রমি বনে বনে কি যাতনা স'য়ে,
মুছাও ব্যথা ওগো ব্যথার ব্যথী হ'য়ে
কেন ব্যথিত বেদনা বোঝ না॥

[দুর্জ্জনসিংহের হস্ত হইতে ধনুঃশর পড়িয়া গেল, বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে দুর্জ্জনসিংহ সুধার মুখপানে চাহিয়া রহিল]

দুর্জ্জনসিংহ। [স্বগত] স্বপ্নের প্রহেলিকার মত অদ্ভুত এই বেদের মেয়ে! বিষাদ মাখা করুণ সঙ্গীতের অমৃতলহরী কাণের ভিতর দিয়ে আমার মর্ম্মে প্রবেশ ক'রে হৃদয়ে একি উন্মাদনা সৃষ্টি করলে। যেন অতীতের কোলে চিরসুপ্ত একটা মধুময় স্মৃতি—সহসা হৃদয়ে জাগিয়ে দিয়ে

তার সমস্ত কঠোরতা নিংড়ে স্নিগ্ধ মধুর স্নেহরসে অভিষিক্ত ক'রে দিলে। কেন এমন হয়—কেন এমন হয়? [প্রকাশ্যে] উদ্বিগ্ন হয়ো না বালিকা—আমি তোমায় হত্যা কর্‌বো না, আমি অভয় দিচ্ছি। বল বালিকা, তুমি কে?

সুধা। আমি বেদের মেয়ে—এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন কেন?

দুর্জ্জনসিংহ। কৌতুহল হয়েছিল, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—আচ্ছা তুমি স্বস্থানে যেতে পার।

সুধা। এই ত আমাদের স্বস্থান—আবার কোথায় যাবো?

দুর্জ্জনসিংহ। এত বড় বনটার যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো—আমায় বিরক্ত ক'রো না—আমায় নির্জ্জনে চিন্তা করবার অবসর দাও।

সুধা। তা' না হয় যাচ্ছি—কিন্তু আমারও আপনার মত একটা বিষয় জানবার জন্য বড় কৌতুহল হ'চ্ছে—দয়া ক'রে আমার সে কৌতুহল দূর কর্‌বেন কি?

দুর্জ্জনসিংহ। কিসের কৌতূহল বালিকা?

সুধা। আপনি এইমাত্র বল্‌লেন আপনি নির্জ্জনে চিন্তা কর্‌তে এসেছেন—আচ্ছা আপনাদের মত বড়লোকেরা হাত পা নেড়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে চিন্তা করেন, আমাদের মত গরীব-গুর্ব্বোরা অমনভাবে চিন্তা করে না কিনা—তাই একথা জান্‌তে আমার ভারি কৌতুহল হয়েছে।

দুর্জ্জনসিংহ। তুমি কি কিছু শুন্‌তে পেয়েছ?

সুধা। আমি কি এখান থেকে শুন্‌তে পেয়েছি—ঐ নদীর ধার থেকে আপনার চিন্তার আওয়াজ পেয়ে আমি এই দিকে ছুটে এসেছি।

দুর্জ্জনসিংহ। [স্বগত] সত্যই কি আমি মনের আবেগে এমনভাবে চীৎকার করেছি? কে জানে! ব্যাপারখানা জান্‌তে হ'ল। [প্রকাশ্যে] মিথ্যা কথা, কি শুনেছ বল্‌তে পারো?

সুধা। তা' বল্‌বো না, তবে এইটুকু ব'লে রাখ্‌ছি—আপনার আশা কখনও পূর্ণ হবে না ; অন্ততঃ আমি জীবিত থাক্‌তে নয়।

[প্রস্থানোদ্যত

দুর্জ্জনসিংহ। দাঁড়াও বালিকা !

সুধা। কেন, ধনুকে শরযোজনা ক'রে বন্য বালিকার প্রগল্‌ভতার শাস্তি দেবেন বুঝি ?

দুর্জ্জনসিংহ। সে বিবেচনা পরে—যদি তুমি আমার কথার উত্তর না দাও। বল কি শুনেছ ?

সুধা। কিছুতেই না—মেরে ফেল্‌লেও নয়, কেটে ফেল্‌লেও নয়।

দুর্জ্জনসিংহ। বল্‌বে না ?

সুধা। ওগো না গো না—যেটুকু বল্‌বার তা' ব'লে যাচ্ছি শুনে রাখুন। পরের সর্ব্বনাশের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে মানুষ হবার চেষ্টা করুন, একবার বলেছি—আবার বল্‌ছি, আপনার চেষ্টা কখনও সফল হবে না—মনে রাখবেন, এই ক্ষুদ্র বন্যবালিকা আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিনী।

দুর্জ্জনসিংহ। তবে রে দুশ্চারিণি ! তোর প্রতিদ্বন্দ্বিতারও আজ সমাপ্তি।

[অস্ত্রাঘাতে উদ্যোগ, শান্তি ও কতিপয় বেদে ও বেদিনীর
প্রবেশ এবং একজন বেদে ক্ষিপ্রহস্তে দুর্জ্জনসিংহের
উদ্যত অস্ত্র কাড়িয়া লইল এবং অবশিষ্ট সকলে
তাহাকে লতাপাশে আবদ্ধ করিল]

১ম বেদে। বল সুধা, জানোয়ারটাকে বাঘের মুখে ফেলিয়ে দি !

সুধা। ছিঃ ভাই, আমাদের বুড়ো দেবতার মানা—কারুর হিংসা কর্‌তে নেই।

১ম বেদে। তোকে যে মার্‌তে গিয়েছিল বহিন ?

সুধা। তোমরা থাকৃতে আমাকে কে মার্‌বে ভাই ? দাও ভাই, ছেড়ে দাও !

১ম বেদে। দে দে ছোড়িয়ে দে—বহিন বল্‌ছে ওটাকে ছোড়িয়ে দে— [সকলে দুর্জ্জনসিংহের বন্ধন মুক্ত করিল]
হুঁসিয়ার—কখনও যেন বহিনটির গায়ে হাত তুলিস্ নি—যদি তুল্‌বি ত তুহারে বাঘের মুখে ফেলিয়ে দেবো। যা—যা চলিয়ে যা !

দুর্জ্জনসিংহ। আচ্ছা দেখে নেবো। [প্রস্থান

সুধা। দেখ ভাই, লোকটার পিছু নিতে হবে, লোকটার উদ্দেশ্য একজনের সর্ব্বনাশ করা—আমরা থাকৃতে ওর সে দুরভিসন্ধি পূর্ণ হ'তে দেবো না—বুঝেছ ? এসো, চলে এসো। না—থাক্ তোমরা ঘরে যাও—[বেদে ও বেদিনীগণের প্রস্থান] শান্তি !

শান্তি। কি দিদি !

সুধা। পার্‌বি ভাই ?

শান্তি। ঐ লোকটার সঙ্গ নিতে ?

সুধা। শুধু সঙ্গ নেওয়া নয়—ওর বিশ্বাসী হ'য়ে ওর সঙ্গে থাকৃতে হবে।

শান্তি। পারি দিদি, সে বুদ্ধি আমার আছে—কিন্তু বিশ্বাসের ভাণ ক'রে বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌বো কেমন ক'রে দিদি ?

সুধা। ও পরের সর্ব্বনাশের চেষ্টা কর্‌বে তুই তাতে কৌশলে বাধা দিবি, এতে পরের উপকার করা হবে—ওকেও পাপের পথ হ'তে ফিরিয়ে আনা হবে।

শান্তি। তা'হলে আসি দিদি ! লোকটা অনেক দূরে চলে গেছে।

সুধা। এসো ভাই—এসো। [উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

প্রান্তর ভূমি

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। কত দিনের সেহ মধুময়-স্মৃতি বিজড়িত এই প্রান্তর! অদুবে ঐ শ্বেত পতাকাতলে অনার্য্য-ভূপতির সেই শান্তিময় আবাস! যেখানে একদিন নাগরাজনন্দিনী প্রিয়তমা উলুপীর কোমল বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে জীবনের অনেকগুলো স্বপ্নময়—শান্তিময়—সুখময় দিন অতিবাহিত ক'রেছি। বিশাল দেহ হিমাদ্রির ঐ ক্ষুদ্র অনুচ্চ অংশের একান্তবর্ত্তী জনপদ মণিপুর আমার প্রাণাধিকা চিত্রাঙ্গদার মধুময় স্মৃতি বুকে নিয়ে ঐ অদূরে রজনীর অন্ধকার ভেদ ক'রে আমার চক্ষে কেমন সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। মনে পড়ে সেই একদিন—দীর্ঘ ষোড়শ বর্ষ পূর্ব্বের এক মধুময় প্রভাত—যখন এক সুকুমার শিশুর কুসুম পেলব বাহুযুগলের নিবিড় বন্ধন হ'তে স্বেচ্ছায় আপনাকে মুক্ত ক'রে চিরবিদায়ের প্রথম সম্ভাষণে এক অবলা সরলার প্রাণে মর্ম্মন্তুদ ব্যথা দিয়েছিলুম, প্রিয়তমার আয়তলোচন যুগলের পরিশ্রান্ত অশ্রুধারা শ্রাবণের ধারার ন্যায় তার গোলাপ গণ্ড বয়ে আমারই পদপ্রান্তে ঝ'রে পড়েছিল। মনে পড়ে সেই করুণ দৃশ্য—কি মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য! কে? কি সংবাদ?

চরের প্রবেশ

চর। দেব, আমাদের যজ্ঞাশ্ব মণিপুরের দিকে ধাবিত হ'য়েছে। অশ্বরক্ষী শত চেষ্টাতেও তার গতি ফেরাতে পারলে না।

অর্জ্জুন। গতি ফেবাতে পারলে না? উত্তম; তবে আর গতিরোধের চেষ্টা ক'রো না, মাত্র তার অনুগমন কর—যাও।

[চরের প্রস্থান

নাহি জানি ভবিতব্য ধায় কোন পথে?
মনে অনুমানি,
যদ্যপি জীবিত সেই দুগ্ধপোষ্য শিশু
সুকুমার ষোড়শ বর্ষীয় এবে
অধিষ্ঠিত মণিপুর-সিংহাসনে।
আমার ঔরসে জন্ম বীরেন্দ্রকুমার
নিশ্চয় ধরিবে বাজী।
ফল তার পিতা পুত্রে রণ।
হারা হ'য়ে বীরপুত্র অভিমন্যু ধনে
কুরুক্ষেত্র মহান্ আহবে
নাহি কেহ আর
পিতা বলি সম্বোধিতে মোরে।
এই রণ পুত্রেব নিধন হেতু।
মমতায় ধর্ম্মত্যাগ কভু না কবিব,
স্বেচ্ছায় লয়েছি ভার অশ্বেব রক্ষণে
প্রাণপণে সে কাজ সাধিব।
কিন্তু হায়—
স্মরণে শিহরে প্রাণ!
পুত্র যদি ক্ষত্রধর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন
নাহি ধরে বাজী

যজ্ঞ হয় বীরদম্ভে
মণিপুর করে অতিক্রম,—
জানিব নিশ্চয়
নহে সে অর্জ্জুনী কভু।
ভুলে যাব গন্ধর্ব্বের নাম ;
মোহিনী মুরতি যেই হৃদয়ের পটে
সযতনে রেখেছি আঁকিয়া
নিমেষে মুছিব তাহা—
ভুলে যাব চিত্রাঙ্গদা নাম।
আর যদি—

বৃষকেতুর প্রবেশ

কি সংবাদ বৎস ?

বৃষকেতু।　তাত, কি শুনি কি শুনি
অবিলম্বে বার বীরমণি
অঘটন ঘটিবে এখনি !
শুনেছি শ্রীমুখে
মণিপুরে ভ্রাতার নিবাস—
যজ্ঞ হয় ধায় মণিপুরে।
অল্পবুদ্ধি যদি ভ্রাতা মোর
ধরে বাজী কৌতুহল বশে
নিশ্চয় বাধিবে রণ,
ফল তার—
অনিবার্য্য ভ্রাতার নিধন।

যার সনে করি রণ
ভীষ্ম, দ্রোণ আদি করি কত মহারথী
কুরুক্ষেত্রে করিল শয়ন,
দুর্য্যোধন সবংশে মজিল।
বাসব-বিজয়ী বীর তুমি যে গাণ্ডীবি
কে তোমা আঁটিবে রণে।
চপল বালক ভ্রাতা মোর
কত শক্তি তার,
মিনতি চরণে—
ক্ষুদ্র হৃদে অনেক সয়েছি
পিতৃহারা ভ্রাতৃহারা অভাগা নন্দনে
ক্ষম নিজ গুণে।
আজ্ঞা দেহ ত্বরা রক্ষিগণে
রোধিতে যজ্ঞীয় বাজী।
অক্ষম যদ্যপি তারা
দেহ আজ্ঞা দাসে
অবিলম্বে ফিরাইব হয়।

অর্জ্জুন। ত্যজ বৎস অলীক সন্দেহ,
মণিপুর রাজ
কভু না ধরিবে বাজী।
পিতৃসনে রণ
কোন পুত্রে করে আকিঞ্চন?
শান্ত করি মন
আজি নিশা করহ বিশ্রাম।

বৃষকেতু। শিরোধার্য্য আদেশ তোমার—
নিশ্চিন্ত করিলে দাসে দানিয়া অভয়।

[প্রস্থান

অর্জ্জুন। যাও বৎস!
সরল উদার হৃদয় তব।
কি বুঝাব কি জানাব হৃদয়ের ব্যথা,
স্নেহ মনে—
কর্ত্তব্যের তুমুল সংগ্রাম!
কর্ত্তব্যের প্রতিষ্ঠায় স্নেহ বলিদান!
জ্ঞাননেত্র কর উন্মীলন
বিনা যুদ্ধে হৃদিস্থল হের খান্ খান্।

ছুরিকা হস্তে উলূপীর প্রবেশ

উলূপী। এই পথে—সবাই বল্লে এই পথেই তাঁর শিবির—এই প্রান্তরেই তাঁর সাক্ষাৎ পাবো। কিন্তু কৈ—কোথায়? চল স্বামি-ঘাতিনী চল—দ্রুত—আরও দ্রুততর বেগে চল।

অর্জ্জুন। কে তুমি উন্মাদিনী—
ডাকিনী হাকিনী কিংবা পিশাচিনী প্রেতিনী?
রুক্ষকেশা মলিনবসনা,
এ ঘোর নিশায়—
ভৈরবীরূপিণী বামা
ধাও তুমি কাহার উদ্দেশে?
ঘুচাও সংশয়—দেহ পরিচয়
কি বেদনা হৃদয়ে তোমার?

কি যাতনা বিষে জর্জ্জরিত তনু
সাজিয়াছ হেন উন্মাদিনী ?
অথবা কি পুত্রশোকাতুরা
ভ্রমিছ ভুবন
পুত্রঘাতী অরাতি নাশিতে ?
কিংবা নারি—বল ত্বরা
পতিশোক করেছে কি হেন উন্মাদিনী ?
সুলোচনা ক'রো না বঞ্চনা
পরিচয় দেহ ত্বরা।

উলূপী। [স্বগতঃ] যেন কতদিনের পরিচিত মধুমাখা স্বর—যে সুধা স্বর শোন্‌বার জন্য এ অভাগিনীর শ্রবনযুগল পরিপূর্ণ উৎকণ্ঠা নিয়ে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা কর্‌তো, এ যে সেই স্বর,—তাঁর স্বর! তবে কি তিনি —তিনি—চুপ্, স্বামীঘাতিনী উলূপী চুপ্! ব্যাকুল শ্রবণ! চুপ্, আর একটুখানি চুপ্ কর্। শুন্‌বি—তাঁরই স্বর শুন্‌বি, যখন এই সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার একটী নির্ম্মম আঘাতে আমার হৃদয়-দেবতা ধরাশায়ী হ'য়ে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌বে। তখন প্রাণভরে জন্মের মত শুনে পরিতৃপ্ত হবি। উৎকণ্ঠিত নয়ন, ব্যাকুল হ'স্‌নি—একটু পরে যখন পতিঘাতিনীর গুপ্ত ছুরিকাঘাতে আহত স্বামীর প্রাণহীন দেহ ধরণীর অঙ্কে লুটিয়ে পড়্‌বে, তখন সেই রক্তাক্ত বীর দেহখানি অশ্রুজলে ধুইয়ে দিতে দিতে প্রাণভ'রে দেখে নিবি। চুপ্—হৃদয় উদ্বেলিত হ'স্‌নি—চুপ্, স্থির হ'—তিনলোকের সমস্ত কঠোরতাকে পরিপূর্ণ শক্তিতে আঁকড়ে ধর; নইলে স্বামীহত্যার শক্তি হারিয়ে ফেল্‌বি—চুপ্, হস্ত—কম্পিত হ'স্‌নি—জানিস্‌নি কি কর্‌তে চলেছি? স্বামীর ধর্ম্মরক্ষা কর্‌তে তাঁর পবিত্র আত্মার উদ্ধার সাধন কর্‌তে—তাঁকে শাপমুক্ত কর্‌তে—তোর সাহায্যে তাঁকে হত্যা কর্‌তে

চলেছি—তুই অপারগ হ'লে আমার সে অভিষ্ট সিদ্ধ হবে না। এখন তুইই আমার সহায়, তুই আমার বন্ধু, আমার স্বামীর বন্ধু তাঁর পরকালের বন্ধু।

অর্জ্জুন। কি ভাবিছ নারি!
ভয়ে বাণী নাহি সরে মুখে?
নাহি ভয়, আশ্বাসি তোমায়
বন্ধু আমি—নহি শত্রু তব;
অসঙ্কোচে মনোভাব প্রকাশ আমারে।
[অগ্রসর হইয়া]
একি—একি হেরি সম্মুখে আমার!
কল্পনায় ভাবিনাক' যাহা
সেই তুমি নাগেন্দ্রনন্দিনী
রুক্ষ কেশা—চিরবেশা
উন্মাদিনী সমা
প্রাণাধিকা উলুপী আমার!
পাঠাইয়া স্বামিপাশে আপন নন্দনে
অমঙ্গল আশঙ্কায় তার
ঘটেছে কি চিত্তের বিকার?
চিন্তা ত্যজ সুবদনি!
পুত্র তব রয়েছে কুশলে।
হের পতি সম্মুখে তোমার।
দুঃখ কিবা আর,
এসো হৃদে জীবন তোষিণী!

উলুপী। ক্ষমা কর, রক্ষা কর দেবতা আমার!
নাহি কও প্রিয় সম্ভাষণ।

দীর্ঘ অদর্শন জ্বালা নীরবে সয়েছি
ছিল আশা—হইবে মিলন,
বিধি বিড়ম্বন—
এ মিলন মৃত্যুর আহ্বান।
কর্ত্তব্য ভুলিব—জ্ঞানহারা হব
শুনি যদি শ্রীমুখের অমিয় বচন—
প্রেম সম্ভাষণ।

অর্জ্জুন। একি শুনি বিসদৃশ বাণী!
বরাননি! বুঝিতে না পারি
মনোভাব কিবা তব।

উলুপী। কি কহিব মনোভাব কিবা
ভাষা না জুয়ায়,
জড়িত রসনা উচ্চারিতে নিদারুণ বাণী।
শোন শোন হৃদয়-দেবতা!
মম আগমন
উৎপাটন করিবারে হৃদ্‌পিণ্ড মম।

অর্জ্জুন। একি বাণী হৃদয়ের রাণী!
অভিমানে আত্মনাশ কেন আকিঞ্চন?
জান না কি প্রিয়ে,
আত্মহত্যা মহাপাপ বিদিত জগতে?
ত্যজ অভিমান—
এসো সাথে শিবিরে আমার,
কালি প্রাতে
লয়ে যাব তব পিত্রালয়ে।

উলূপী।···অপরাধ ক্ষম প্রাণেশ্বর! তোমা লাগি শুধু অভাগিনী সাধিবে নিধন তব। [জয়মাল্য ২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য—৬৩ পৃষ্ঠা।

উলূপী। তা হ'তেও মহাপাপ করিতে সাধন
আসিয়াছে উলূপী রাক্ষসী।
নাগবংশে লভেছি জনম
রাখিব বংশের নাম
প্রিয় হৃদে করিয়া দংশন।
শোন দেব উদ্দেশ্য আমার
মম আগমন
তোমার নিধন তরে।

অর্জ্জুন। একি তব বিসদৃশ বাণী!
নিশ্চয় ঘটেছে তব মস্তিষ্ক বিকার।
নহে কি কখনো
অর্দ্ধাঙ্গিনী জীবন-সঙ্গিনী
পতিপ্রাণা ধেয়ে আসে স্বামীরে বধিতে?
বৃষকেতু—বৃষকেতু!
এস ত্বরা
শৃঙ্খলিত কর এই উন্মত্তা কামিনী।
না—না—না,
ভ্রান্ত আমি—মূর্খ আমি
বুঝিনু এক্ষণে
রমণীর অপরাধ কিবা।
ব্রহ্মাণ্ড জেনেছে আজি সঙ্কল্প আমার
আমি যাই পুত্রের নিধনে,
তাই বুঝি—রুষ্ট শশধর
ঘৃণায় লুকায় মুখ কাদম্বিনী আড়ে,
স্তব্ধ প্রভঞ্জন

করুণ রোদন রোল তোলে নিশিথিনী।
তারাদল না চায় দেখিতে মুখ।
স্নেহ অঙ্ক শূন্য করি যার
এক পুত্র ল'য়েছি কাড়িয়া,
একদিন আদরে সোহাগে
ধরেছিনু হৃদয়ে যাহারে—
পুনঃ বিনা দোষে দলিয়া চরণে
চিরতরে বিদায়িনু যারে,
আজি শুধু সেই দলিতা ফণিনী
শোকতপ্তা মর্ম্মাহতা বালা
আসে ধেয়ে প্রতিবিধিৎসিতে।
এসো—এসো নাগেন্দ্রনন্দিনী !
অভয় দিতেছি তোমা—নাহি দিব বাধা,
যতক্ষণ প্রবাহিত উত্তপ্ত শোণিত
বহিতেছে শিরায় শিরায়,
হৃদি মাঝে
প্রজ্জ্বলিত প্রতিহিংসানল,
ততক্ষণ—
ঐ ক্ষীণ মৃণাল বাহুতে
রহিবে অটুট বল
আমূল বিদ্ধিতে ঐ শাণিত ছুরিকা
উন্মুক্ত এ হৃদয় মাঝারে।
এস নারি—এস ত্বরা
পুত্রমেধযজ্ঞ শেষ করহ পার্থের।

উলূপী। কালামুখি—কাল ব্যাজে কিবা প্রয়োজন

কর ত্বরা স্বকার্য্য সাধন,

শিবসীমন্তিনী—পতিতপাবনী

বল দে মা হৃদয়ে আমার।

অপরাধ ক্ষম প্রাণেশ্বর!

তোমা লাগি শুধু অভাগিনী

সাধিবে নিধন তব।

[অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যোগ, বেগে সুধা আসিয়া উলূপীর হস্ত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইল]

সুধা।—

ছি ছি ছি ললনা, কুলের অঙ্গনা

স্বামি বধে কেন বাসনা।

রমণীর গতি পতির চরণ

যা' জীবন মরণ কামনা॥

আঁধার জীবনে যিনি গো আলোক,

নেহারি যে মুখ হৃদয়ে পুলক,

অদর্শনে যাঁর আঁধার বিশ্ব

মিলনে মধুর জোছনা॥

পরশনে যাঁর শিহরয় কায়,

তিরপিত চিত বচন সুধায়,

নারীজন্মে সাধ ভালবাসি যায়

বিলায়ে দিয়ে আপনা॥

উলূপীর হাত ধরিয়া প্রস্থান।

অর্জ্জুন। কে এই বালিকা? করুণা কি মূর্ত্তি ধ'রে পৃথিবীর বক্ষে নেমে এসেছ! [চিন্তিত মনে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

রাজপথ

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে দুর্জ্জনসিংহের প্রবেশ

দুর্জ্জনসিংহ। এইবার পেয়েছি, মণিপুররাজ বভ্রুবাহনের মৃত্যুবাণ এইবার পেয়েছি, কণ্টকে নৈব কণ্টকম্। অল্পবুদ্ধি ক'টা রক্ষীকে উৎকোচে বশীভূত ক'রে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি পাণ্ডবের যজ্ঞীয় অশ্ব মণিপুরের পথে চালিত করিয়েছিলুম—এতক্ষণে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হয়েছে—অশ্ব মণিপুরে প্রবেশ করেছে। এখন ছলে বলে কৌশলে যেমন ক'রে হোক্ বভ্রুবাহনকে উৎসাহিত ক'রে ঘোড়া ধরতে হবে—ফলে বিশ্ববিজয়ী অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য্য—এ যুদ্ধে বভ্রুবাহনের মৃত্যু নিশ্চিত। তারপর পাণ্ডববাহিনী স্বরাজ্যে ফিরবে, আর আমিও আমার উদ্দেশ্য সাধন কর্‌বো! এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে মণিপুরবাসীর চক্ষে ধূলো দিতে পার্‌বো।

সৈনিকের ছদ্মবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু আমার চক্ষে তা' দিতে পার্‌বে না মণিপুর সেনাপতি!

দুর্জ্জনসিংহ। [স্বগত] তাই তো এ বেটা আবার কে? কখন দেখেছি ব'লে ত মনে হয় না। বেটা চিনলে কি ক'রে? আমি কিন্তু সহজে ধরা দেবো না। [বিকৃত স্বরে—প্রকাশ্যে] কি বল্‌ছো বাবা—বুড়ো মানুষ আমি, তায় আবার কানে খাটো, একটু জোর গলায় বল বাবা—নইলে শুন্‌তে পাবো না।

শ্রীকৃষ্ণ। সেনাপতি মশায়ের কি শরীরের অবস্থা আর জলবায়ুর পরিবর্ত্তনটা সইলো না? তাই মণিপুর ত্যাগ কর্‌তে না কর্‌তেই যৌবনেই বার্দ্ধক্যদশা প্রাপ্ত হ'লেন?

দুর্জ্জনসিংহ। [স্বগত] বেটা নির্ঘাত চিনেছে, এখন কি করা যায়! বেটার মংলবখানাও ত বোঝা যাচ্ছে না—শেষটা ধরিয়ে দেবে না কি! [বিকৃতস্বরে—প্রকাশ্যে] বলি বাবা, তোমার ঠোঁট দু'খানা ত বেশ নড়ছে, নিশ্চয়ই কিছু বল্‌ছো, কিন্তু আমার অদৃষ্ট, বাবা আমি কালা মানুষ কিছুই শুন্‌তে পাচ্ছি না!

শ্রীকৃষ্ণ। তা' দেখুন সেনাপতি মশায়! আপনি আগে ছিলেন সেনাপতি—সম্প্রতি একটা ক্ষুদ্র অনার্য্য রাজের রাজ্যটুকু গ্রাস ক'রে স্বয়ং রাজা হয়েছেন। আপনাকে শোনাবার জন্যে এতখানি গলাবাজি করা আমার পোষাবে না—তার চেয়ে যা বল্‌ছিলুম হাতে কলমে সংক্ষেপ ক'রে নিচ্ছি—[দুর্জ্জনসিংহের দাড়ী ধরিয়া আকর্ষণ করিবামাত্র কৃত্রিম দাড়ী গোঁফ খসিয়া পড়িল এবং দুর্জ্জনসিংহ লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরিয়া অধোমুখে দাঁড়াইল] কি সেনাপতি মশায়! বলি শুনছেন—শুনুন না।

দুর্জ্জনসিংহ। [বিরক্তিভাবে] বল, কি বল্‌তে চাও।

শ্রীকৃষ্ণ। বল্‌ছিলুম এই ভাড়া করা বার্দ্ধক্য গ্রহণের উদ্দেশ্য কি সেনাপতি মশায়?

দুর্জ্জনসিংহ। আমার উদ্দেশ্য যাই হোক্, সে কথা তোমায় বল্‌বো কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ তা' ঐ ভাড়া করা দাড়ি গোঁফ দেখেই বুঝেছি; কিন্তু তা বুঝেছি ব'লে মনে কর্‌বেন না, আমি আপনার শত্রু—আমি এসেছি আপনার কাছে বন্ধুত্ব যাচ্ঞা কর্‌তে।

দুর্জ্জনসিংহ। [স্বগত] লোকটার উদ্দেশ্য কি? আমার কাছে এসেছে বন্ধুত্ব যাচ্ঞা কর্‌তে। যাই হোক্, সহসা অপরিচিতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কোনমতেই বিধেয় নয়। আগে ওর মনের ভাব জান্‌তে হবে। [প্রকাশ্যে] হঠাৎ আমার কাছে বন্ধুত্ব যাচ্ঞা কর্‌বার উদ্দেশ্য?

শ্রীকৃষ্ণ। আমার উদ্দেশ্য আপনারই মত মহৎ। নাগরাজ অনন্তের নাম শুনেছেন?

দুর্জ্জনসিংহ। শুনেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। তার একমাত্র কন্যা নিরুদ্দিষ্টা—কন্যাশোকে বৃদ্ধ নাগরাজ দেশত্যাগী—রাজ্যে এখন ঘোর অরাজক। আমি চাই সেই অনার্য্যরাজের শূন্য সিংহাসন অধিকার কর্‌তে, তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

দুর্জ্জনসিংহ। যখন রাজা নেই, তখন স্বকীয় বাহুবলেই তো রাজ্য অধিকার কর্‌তে পার্‌তে।

শ্রীকৃষ্ণ। সে শক্তি আমার নাই।

দুর্জ্জনসিংহ। তাহ'লে কি চাও?

শ্রীকৃষ্ণ। বলেছি তো, আপনার বন্ধুত্ব।

দুর্জ্জনসিংহ। [স্বগত] লোকটা আমারই মত স্বার্থের পশ্চাতে ছুটেছে —সঙ্গে নিলে অনেক উপকারে আস্‌বে। আগে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি, তারপর যদি তেমন সুযোগ আসে তো ঐ ক্ষুদ্র অনার্য্য-রাজ্য নিজের করতলগত ক'রে নিতে কতক্ষণ! [প্রকাশ্যে] দেখ ছোক্‌রা! তোমাকে দেখে বেশ বুদ্ধিমান ব'লেই মনে হচ্ছে, আর তুমি যখন আমার বন্ধুত্ব ভিক্ষা কর্‌তে এসেছ, তোমায় বিমুখ কর্‌বো না। আর আমি যে গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছি, সে কাজে তোমাকেও আমার সহায় হ'তে হবে। কেমন প্রস্তুত আছ?

শ্রীকৃষ্ণ। সানন্দে বন্ধুর কার্য্যে আত্মোৎসর্গই আমার জীবনের ব্রত। শুন্‌লে বিস্মিত হবেন, নিজে যোদ্ধা হ'য়েও বন্ধুর অনুরোধে তার রথের সারথি হ'য়ে রথ চালিয়েছি।

দুর্জ্জনসিংহ। বটে' বেশ ছোক্‌রা তুমি, আগে দাও দেখি আমার গোঁফ দাড়ি। [গোঁফ দাড়ি পড়িয়া] দেখ, এখন আমি রাজবাটীর পুরোহিত আর তুমি আমার ভ্রাতুস্পুত্র—আর আমরা যাচ্ছি পাণ্ডবের বিরুদ্ধে মণিপুর-রাজকে উৎসাহিত করতে—বুঝেছ ?

শ্রীকৃষ্ণ। বুঝেছি, পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্ব মণিপুরের উপর দিয়ে যাচ্ছে, সেই ঘোড়া ধর্‌তে মণিপুররাজকে উৎসাহিত কর্‌তে হবে, যাতে সে পাণ্ডবের এ দম্ভ চূর্ণ ক'রে আপন বংশমর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে একটুকু দ্বিধা না করে।

দুর্জ্জনসিংহ। বাঃ ছোক্‌রা বাঃ—তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রশংসনীয়। ঐ মণিপুররাজ বভ্রুবাহন এই দিকেই আস্‌ছে, ছোক্‌রা প্রস্তুত হও।

বভ্রুবাহনের প্রবেশ

বভ্রুবাহন। [স্বগত] একি সমস্যায় ফেল্‌লে নারায়ণ! একমাস পূর্ণ হ'তে যে আর একদিন মাত্র অবশিষ্ট, এই একদিন পরেই আমার অদৃষ্ট পরীক্ষা; যে পরীক্ষায় আমার পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত—নিজের অজ্ঞাতসারে বন্য বালিকার হাত ধ'রেছি—তাকে বিবাহ ক'রে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে। কি কর্‌বো, গৌরবের শ্রেষ্ঠতম আসনে অধিষ্ঠিত থেকে একটা অজ্ঞাতকুলশীলা বন্য বালিকাকে পত্নী ব'লে গ্রহণ ক'রে আপনাকে হীনতার নিম্নতর পঙ্কিল গর্ত্তে নিমজ্জিত কর্‌তে হবে? না, তা হবে না, তা পার্‌বো না। স্বীকার করি আমি সে অরণ্য-চারিণীর কাছে উপকৃত ঋণ-অপরাধী, কিন্তু তা ব'লে কি উপকারের প্রত্যুপকার নেই, ঋণ কি অপরিশোধনীয়—অপরাধের কি ক্ষমা নেই? জননী স্বয়ং বিচারের

ভার নিয়ে আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের অবসর দিয়েছেন। আমার কর্ত্তব্য আমি বেছে নিয়েছি। উপকারিণীর উপকারের বিনিময়ে রাজ্য ঐশ্বর্য্য যা চায় তাই দেবো, কিন্তু তাকে বিবাহ করবো না—না কখনই নয়। [অগ্রসর হইল] কে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—প্রণাম ব্রাহ্মণ !

দুর্জ্জনসিংহ। [বিকৃত স্বরে] দীর্ঘায়ু হও বৎস ! আমায় চিন্‌তে পেরেছ বাবা—আমি তোমাদের পুরোহিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সঙ্গিটী আমার ভ্রাতুপুত্র। সম্প্রতি আমি তীর্থ পর্য্যটন ক'রে ফিরে এসে শুন্‌লুম তুমি রাজপদে অভিষিক্ত হ'য়েছ—তাই তোমায় আশীর্ব্বাদ করতে এসেছি।

বভ্রুবাহন। আপনার অশেষ করুণা ! যখন কৃপা করে এসেছেন—দাসের পুরীতে পদার্পণ ক'রে পুরী পবিত্র করবেন আসুন।

দুর্জ্জনসিংহ। [বিকৃতস্বরে] সৌজন্যে মুগ্ধ হ'লেম বৎস ! চল—চল, ওকি একটা ঘোড়া নয় ? দেখ তো বাবাজী, ঘোড়াটা অমন ক'রে ছুটে গেল কেন ? [শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান] রাজপথ দিয়ে এমন অসময়ে ঘোড়া ছুটে যাওয়া ত শুভকর নয়। স্মৃতিতে বলে—কি দেখ্‌লে বাবাজী ?

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। দেখিলাম তুরঙ্গম অতি মনোরম
চারুসাজ বিচিত্র ভূষণ
আশ্চর্য্য লিখন ভালে।
কোন নরপতি
অশ্বমেধ যজ্ঞ বুঝি করে আয়োজন,
যজ্ঞ হয় ফেরে দেশে দেশে,
অহঙ্কারে অশ্বভালে ক'রেছে লিখন
"ছাড়িলাম তুরঙ্গম ফিরিতে ভারত

ভ্রমিবে সে অবাধ গতিতে,
যদি কোন হীন বুদ্ধি অভাগা নৃপতি
বাঁধে তুরঙ্গমে
মৃত্যু তার ললাট লিখন !”

দুর্জ্জনসিংহ। [বিকৃতস্বরে] কি বল্লে বাবাজি—যে ঘোড়া ধর্‌বে মৃত্যু তার অনিবার্য্য ? এত দর্প ! পৃথিবী কি বীরশূন্য হয়েছে ? হা-রে অদৃষ্ট, বৃদ্ধ বয়সে এও কাণে শুন্‌তে হ'ল ! অহঙ্কারী নৃপতি—জেনো বসুন্ধরা বীরশূন্য হ'লেও ব্রাহ্মণ এখনও ব্রাহ্মণ—অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা বিলুপ্ত হ'লেও অগ্নির দাহিকাশক্তি এখনও লোপ পায়নি।

শ্রীকৃষ্ণ। আপনি স্থির হোন্—কে বলেছে পৃথিবী বীরশূন্য ? যজ্ঞ অশ্ব স্বেচ্ছায় অবাধে সমস্ত ভারত পরিভ্রমণ কর্‌তে সক্ষম হ'লেও সে প্রথম বাধা পাবে এই মণিপুরে।

দুর্জ্জনসিংহ। তা কি হয় বাবাজি, মণিপুররাজ বালক।

বভ্রুবাহন। তাই হবে ব্রাহ্মণ! মণিপুররাজ বালক হ'লেও কাপুরুষ নয়। আক্ষেপ ক'রো না ব্রাহ্মণ ! ঘোড়া আমিই ধরবো। আমি দেখ্‌তে চাই কে সে শক্তিমান্—যে আত্মশক্তির অহঙ্কারে উন্মত্ত হ'য়ে ভারতের সমস্ত শক্তিকে তুচ্ছজ্ঞান করে। [প্রস্থানোদ্যত।

বেগে আনন্দরামের প্রবেশ।

আনন্দরাম। ভাই, আমার অনুরোধ—তোমাদের চিরশুভাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণের অনুরোধ—এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর, ঘোড়া ধর্‌তে যেও না।

বেগে উলূপীর প্রবেশ

উলূপী। বাতুল ব্রাহ্মণ, কর ত্বরা সংযত রসনা,
যাও পুত্র বীরচূড়ামণি

বীরকার্য্য কর সম্পাদন।
দর্পী নরপতি
অহঙ্কারে ফেরে ল'য়ে বাজী,
ভাবে মনে বীরশূন্য হ'য়েছে ভারত,
বীরদম্ভ চূর্ণ কর তার।

আনন্দরাম। [স্বগত] এ আবাগের বেটী কোথেকে এলো ?

দুর্জ্জনসিংহ। [বিকৃত স্বরে] ঠিক্ বলেছিস্ বেটী—দর্পিত শির উচ্চ ক'রে মণিপুরের বুকের উপর দিয়ে তারা এম্‌নি ভাবে চলে যাবে, আর আমাদের বীরশ্রেষ্ঠ নরপতি বভ্রুবাহন তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে ? মণিপুর-রাজ, তুমি কি এতটা শক্তিহীন হয়েছ ?

আনন্দরাম। তুমি কোথা থেকে এলে বাবা ত্রিভঙ্গ বদন ? স'রে পড় না—আমাদের রাজার ত আর তোমার মত ভীমরথি হয়নি—যাও, সোজা পথ রয়েছে চলে যাও। [বভ্রুবাহনের প্রতি] এসো ভাই, ওদের মতলব শুনো না।

উলূপী। বল পুত্র—বল মণিপুররাজ কি চাও ? গর্ব্বিত নরপতির গর্ব্বোন্নত শির স্বীয় বাহুবলে নুইয়ে দিয়ে মণিপুরের কীর্ত্তিধ্বজা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে চাও, না কাপুরুষের মত বলদর্পীর সম্মুখে আভূমি নত হ'য়ে স্বীয় অক্ষুণ্ণ গৌরবের পবিত্র শুভ্র পতাকায় কলঙ্কমসী লিপ্ত কর্‌তে চাও ? বেছে নাও মণিপুর অধিপতি—কি চাও ?

বভ্রুবাহন। তিরস্কার করো না মা—আমি কি চাই শুন্‌বে ? আমি চাই বীরকার্য্যে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে—দর্পীর দর্প চূর্ণ কর্‌তে—মণিপুরের বিজয় গৌরব চির অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে।

উলূপী। তবে এসো পুত্র, ঘোড়া ধর্‌বে এসো।

[বভ্রুবাহনের হাত ধরিয়া প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। কৈ ঠাকুর, এমন রুকে এলে, রাজাকে ত আট্‌কাতে পারলে না ?

আনন্দরাম। তুই নির্ব্বংশ হ—[স্বগত] যাই এখন, রাজমাতা চিত্রাঙ্গদাকে সংবাদটা দিইগে, যদি কোন উপায় হয়।

[বেগে প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। [স্বগত] রাজভক্ত ব্রাহ্মণ, এ তোমার অভিশাপ নয়—এ তোমার আশীর্ব্বাদ ; যদুবংশের ধ্বংস প্রয়োজন হয়েছে, তাই অভিশাপের আবরণে দূর ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী ঘটনার পূর্ব্বাভাষ দৈববাণীর মত তোমার মুখ দিয়ে নিঃসৃত হ'ল।

দুর্জ্জনসিংহ। এখন কি করবে ভাব্‌ছো ছোক্‌রা, আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য ত শেষ হ'ল।

শ্রীকৃষ্ণ। তাইতো ! কি করবো বলুন দেখি ?

দুর্জ্জনসিংহ। হাতে বিশেষ কিছু করণীয় কাজ না থাকে, আমার আবাসে এসো, কলকণ্ঠি সুন্দরীগণের মধুর সঙ্গীত শুনতে শুনতে অবসর কালটা একটু আনন্দে অতিবাহিত করা যাক্।

শ্রীকৃষ্ণ। স্বার্থের নেশার উপর সুন্দরীর নেশা আর আমার জম্‌বে না মশায়, কাজেই বাধ্য হ'য়ে বিদায় নিতে হ'ল ; কিছু মনে করবেন না।

[প্রস্থান

দুর্জ্জনসিংহ। তুমি অতি অপদার্থ !

[প্রস্থান

গীতকণ্ঠে জগাপাগলার প্রবেশ

গীত

জগা।—

ভবে ঘুরছে কালের চাকা।
আপন মনে বন্‌বনাবন্ যেমন লেখা জোখা॥

ভাব্‌ছে বসে সিঙ্গি মামা
পাকিয়ে জোড়া গোঁফ,
মনের মত মিল্‌লো শিকার
(এবার) বাগিয়ে দেবে কোপ,
টোপ গিলেছে রাঘব বোয়াল
যেমনই তার দেখা ॥
ছুটছে ফিঙ্গে কাকের পিছে
বাঘের পিছে ফেউ,
বকা ভাবে সবাই বোকা
তারে চেনে নাকো কেউ
কালের স্রোতে ভাস্‌বে যখন
দেখ্‌বে তখন সব ফাঁকা ॥

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কালী-মন্দির

পূর্ণঘট সম্মুখে ধ্যানরতা চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। দয়াময়ি!
আর কতদিন দুখিনী তনয়া
সহিবে যাতনা?
নাহি জানি—
কোন্ পাপে সহি এত জ্বালা
তুই ত করুণাময়ী—
কেন তবে নিদয়া জননী!
সতীরাণি!
বুঝ না কি সতীর বেদনা?
পতিনিন্দা শুনি—
একদিন ত্যজেছিলি প্রাণ
সেই প্রাণ—
কেমনে করিলি হেন প্রস্তর কঠিন?
সতী লাগি কাঁদে না কি প্রাণ?
আমি অভাগিনী—পতি কাঙ্গালিনী

পতিহারা ভ্রমি ধরা
উন্মাদিনী সমা।
কত সয়—আর কত স'ব!
বল মা গো পাব কি না পাব,
শুধু দেখা দেখিব তাহারে,
অতৃপ্ত অশান্ত আঁখি—
আঁখি ভ'রে নেহারিব নরনারায়ণ। [প্রণাম]

বভ্রুবাহনের প্রবেশ

বভ্রুবাহন। মা গো—
আসিয়াছে দাস
প্রণমিতে ও পদপঙ্কজে।
নিবেদিতে বারতা জননী—
পুত্র তব
বীরকার্য্য সাধিয়াছে আজি
দেখাইতে বীরপনা বীরেন্দ্র সমাজে।

চিত্রাঙ্গদা। কে বভ্রুবাহন?
শুনি বাণী শিহরে পরাণ
কিবা হেন বীরকার্য্য
সাধিয়াছ বাছনি আমার?

বভ্রুবাহন। মাতা—
শুনিলে সে বীরগাথা
বীরাঙ্গনা—বীরেন্দ্র জননী
শিহরিবে হরষে পরাণ—

আশীসিবে তনয়া তোমার—
স্মরি বীরপণা।
অবহেলে ধরি যেই বাজী
রক্ষী যার আপনি গাণ্ডিবী
বিশ্বজয়ী পাণ্ডুর নন্দন।
মাগো—
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ভারত ঈশ্বর
ধর্ম্মপ্রাণ রাজা যুধিষ্ঠির।
যজ্ঞ হয়—
দেশ হ'তে ফিরে দেশান্তরে,
আছে লেখা জলন্ত অক্ষরে—
ছাড়িলাম তুরঙ্গম ফিরিতে ভারত
ভ্রমিবে সে অবাধ গতিতে;
যদি কোন হীনবুদ্ধি অভাগা নৃপতি
বাঁধে তুরঙ্গম
মৃত্যু তার ললাট লিখন।
শুনিয়াছি কৃষ্ণ বলে বলী সে পাণ্ডব,
তাই গর্ব্বে লিখে অশ্বভালে
হেন বীরগাথা।
কহ গো জননী,
বীরশূন্য আজি কি ভারত?
নাহি কেহ
চুর্ণিবারে দর্প পাণ্ডবের?
তাই আজি দেখাতে জগতে

মৃত্যুপণে বাঁধিয়াছি হয়।
আদেশ জননী—স্মরি পা দু'খানি
যাই যুঝিবারে
সে দর্পী কেশব সখা ফাল্গুনীর সনে।

চিত্রাঙ্গদা। হতভাগ্য শিশু
একি হ'ল ছন্নমতি তব ?
কে দিল যুকতি
বাঁধিবারে পাণ্ডবের হয় ?
কোন বলে হ'য়ে বলীয়ান
অরিরূপে কৃষ্ণার্জ্জুনে করিবে বরণ
ফল যার নিশ্চিত মরণ ?
ত্যাজ বৎস হেন আকিঞ্চন
সসম্মানে ফিরে দেহ বাজী।

বভ্রুবাহন। জননী গো—
হেন বাণী না আনিও মুখে।
বীরগর্ব্বে ধরিয়াছি হয়
মৃত্যুভয়ে দিব ফিরাইয়ে ?
হেন কাপুরুষ—
নহে মাতা তোমার নন্দন।
মৃত্যুপণে ধ'রিয়াছি ঘোড়া
মরিব—কিংবা চুর্ণিব দর্প ফাল্গুনীর।

চিত্রাঙ্গদা। নয়নের মণি বৎস তুই রে আমার
জীবন সর্ব্বস্বধন!
তুই যদি না শুনিবি বাণী

বাঁচিব কেমনে বাপ ?
কাজ নাই এ কাল সমরে
ফিরে দে রে হয় পাণ্ডবের।

বভ্রুবাহন। বীরাঙ্গনা বীরের জননী
মমতায় হারায়ো না কর্ত্তব্য আপন।
পদ্মপত্রে বারি সম নশ্বর জীবন।
বিনিময়ে গৌরব অর্জ্জন,
বীরধর্ম্ম বীরের বাঞ্ছিত
অমূল্য অতুল নিধি ;
সাধে নিধি দিব বিসর্জ্জন
তুচ্ছ এ প্রাণের লাগি ?
পারিব না—পারিব না মাতা,
তব পুত্র নহে কাপুরুষ—
হীনতেজা নহে মাতা মণিপুরপতি ;
যদুপতি পাণ্ডবের সখা
তাহে কিবা ডর ?
থাকে যদি ও চরণে মতি
কেহ না আঁটিবে রণে তোমার নন্দনে ;
আশীষ তোমার—
অক্ষয় কবচ—রক্ষিবে সতত মোরে।
অবহেলে পার হ'য়ে সমরসাগর
আসিব ফিরিয়া পুনঃ বন্দিতে চরণ।
রণে যেতে—
অনুমতি দেহ গো জননী !

চিত্রাঙ্গদা। জানি পুত্র তুমি শক্তিমান্
তথাপি নিষেধি যেতে এ মহা আহবে।
আছে হেতু—
এ মহাসমরে জয়-পরাজয়
তুল্য মম পাশে,
ফল তার অতীব-ভীষণ
তাই নিবারণ করি যাদুমণি!

বভ্রুবাহন। আশ্চর্য্য বারতা মাতা,
জয়-পরাজয় তুল্য তব পাশে!
এ রহস্য বুঝিতে না পারি
সন্দেহে আকুল প্রাণ
পায়ে ধরি—
অচিরে রহস্য ভেদ কর গো জননি!

চিত্রাঙ্গদা। রহস্য—রহস্য, হ্যাঁ বভ্রুবাহন! রহস্য আছে—সে কাহিনী শুন্‌লে তোমার দেহে প্রবাহিত উষ্ণ শোণিতস্রোত মুহূর্ত্তে হিমানীপ্রবাহে পরিণত হবে—তোমার উদ্যত অস্ত্র হাত থেকে খসে পড়্‌বে, বীরগর্ব্বোন্নত শির আপনি নুয়ে পড়্‌বে। তাই আমি তোমায় নিষেধ কর্‌ছি বৎস, এ যুদ্ধে কাজ নাই।

উলূপীর প্রবেশ

উলূপী। না—তা হবে না, যুদ্ধ অনিবার্য্য। অগ্রসর হও বভ্রুবাহন! যে বীরকার্য্যে নিজের গৌরব—বংশের গৌরব বৃদ্ধি করেছ, আজ কাপুরুষের মত অশ্ব প্রত্যর্পণ ক'রে সে মর্য্যাদা নষ্ট ক'রো না বৎস!

চিত্রাঙ্গদা। কে তুই রাক্ষসী, রাক্ষসী-মায়া বিস্তার ক'রে আমার সুবোধ পুত্রকে তার পিতৃবধে উৎসাহিত কর্‌তে ছুটে এলি?

উলূপী। আমায় চিন্‌তে পারুছো না গন্ধর্ব্বনন্দিনি? আমি তোমার সতীনী নাগেন্দ্রনন্দিনী উলূপী।

চিত্রাঙ্গদা। ও—তুই উলূপী নাগিনী! বিষের জ্বালায় অন্ধ হ'য়ে নিজের নাগ-স্বভাবের পরিচয় দিতে স্বামিবধে পুত্রকে উৎসাহিত করুতে এসেছিস্? দূর হ বিষধরি! আমি জীবিতা থাকৃতে তোর সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না।

বভ্রুবাহন। মা—মা, কি বল্‌ছো—তবে কি তৃতীয় পাণ্ডব বীরশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবি আমার পিতা?

চিত্রাঙ্গদা। হ্যাঁ পুত্র! তিনিই তোমার পিতা। জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা—বহু পুণ্যফলে আজ তুমি তোমার পিতৃদেবতার শ্রীচরণ দর্শন কর্‌বার শুভ সুযোগ পেয়েছ, সসম্মানে তাঁর অশ্ব তাঁকে প্রত্যর্পণ ক'রে তাঁর চরণে ক্ষমা ভিক্ষা কর। দীর্ঘকালের পর পিতাপুত্রে পরিচয় হোক্।

বভ্রুবাহন। মা, কি বল্‌ছো? এই কি বীরমাতার যোগ্য কথা—যাঁর বীরত্ব-গৌরব ভুবন বিদিত—সেই বীরাগ্রগণ্য মহান্ পিতার পুত্র হ'য়ে ক্ষত্রধর্ম্ম ভুলে হীনতেজা কাপুরুষের ন্যায় অবনত শিরে অশ্ব প্রত্যর্পণ করুলে কি আমার মহান্ পিতা আমায় পুত্র ব'লে গ্রহণ করবেন—না এই হীন কাপুরুষের এই কাপুরুষ যোগ্য আচরণ দেখে ঘৃণায়—লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন? বল মা—ব'লে দাও আমার কর্ত্তব্য কি? একদিকে জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা, অন্যদিকে সেই মহান্ পিতার গৌরব—বংশের মর্য্যাদা—ক্ষত্রিয়ের চির পবিত্র ধর্ম্ম, ব'লে দাও মা—ব'লে দাও, কোন্ পথ গ্রহণ করুবো? একদিকে কর্ত্তব্য—অন্যদিকে ধর্ম্ম, দেখিয়ে দাও মা—আমায় শ্রেষ্ঠ পথ দেখিয়ে দাও।

উলূপী। ধর্ম্মপথ—বৎস! ধর্ম্মপথ অবলম্বন কর।

চিত্রাঙ্গদা। কর্ত্তব্য ছাপিয়ে আবার কি নূতন ধর্ম্মপথ দেখাতে এসেছ

নাগিনি! বলেছি তো তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না, যাও—স্বস্থানে প্রস্থান কর।

বভ্রুবাহন। এ কি সমস্যায় পড়্‌লুম! কর্ত্তব্য বড়—না ধর্ম্ম বড়?

আনন্দরামের প্রবেশ

আনন্দরাম। তার চেয়ে তো বড় একটা কাজ আছে ভাই! যাতে কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সম্মিলন—যার সম্মুখে জগতের সমস্ত সন্তানকে ভক্তিভরে মাথা নোয়াতে হয়—তুমি সেই পথ অবলম্বন কর ভাই!

বভ্রুবাহন। এমন পথ আছে দাদামশায়? দয়া ক'রে আমায় সেই পথ দেখিয়ে দিন্ দাদামশায়!

আনন্দরাম। সে মাতৃ-আজ্ঞা, বিনা তর্কে অবনত মস্তকে মাতৃ-আজ্ঞা পালন করাই সন্তানের কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম।

বভ্রুবাহন। মাতৃ-আজ্ঞা—মাতৃ-আজ্ঞা, মা!

চিত্রাঙ্গদা। আবার প্রশ্ন কর্‌তে উদ্যত হচ্ছো কেন পুত্র! যাও, আমার আদেশ পালন কর—তোমার পূজ্যপাদ পিতার সঙ্গে পরিচিত হও।

বভ্রুবাহন। মাতৃআজ্ঞা—মাতৃআজ্ঞা!

উলুপী। [স্বগত] পারলে না পুত্র—পার্‌লে না? তাইতো, নারায়ণ কি কর্‌লে? [প্রস্থান

বভ্রুবাহন গমনোদ্যোগ করিলে গীতকণ্ঠে সুধার প্রবেশ

গীত

সুধা।—

(আমি) বড় আশা করে আসিয়াছি দ্বারে
কৃপাময়ী কর করুণা।
(আমার) আপন বলিতে নাহি কেহ ভবে
মুছাতে হৃদয়-বেদনা॥

অবশ চরণ পথ ঘুরে ঘুরে,
আছে শুধু প্রাণ আশাটুকু ধ'রে,
চাহ গো করুণা নয়নে ফিরে,
বঞ্চনা করোনা করোনা ॥

চিত্রাঙ্গদা। বভ্রুবাহন !

বভ্রুবাহন। মা !

চিত্রাঙ্গদা। তোমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ আছে—স্মরণ আছে—আমি তোমায় চিন্তা করবার জন্য একমাস সময় দিয়েছিলুম ?

বভ্রুবাহন। স্মরণ আছে মা !

চিত্রাঙ্গদা। আজ একমাস পূর্ণ, তাই এ বন্যবালিকা তোমার উত্তর নিতে এসেছে।

সুধা। আমি ওঁর কাছে আস্‌বো কেন মা ! এসেছি তোমার কাছে তুমি যে সুবিচার করবে ব'লে ভরসা দিয়েছ মা !

চিত্রাঙ্গদা। তাই বটে—আমি বিচার কর্‌বো বলেছি। পুত্র ! তোমার কিছু বল্‌বার আছে ? সুদীর্ঘ একমাস কাল তোমায় চিন্তা করবার অবসর দিয়েছিলুম, আজ উত্তর চাই।

বভ্রুবাহন। [স্বগত] উত্তর—কি উত্তর দেবো, এই বেদিনীকে বিবাহ কর্‌বো কি না ? [প্রকাশ্যে] আগেই বলে দিয়েছি, একটা নীচ অসভ্য বন্যবালিকাকে বিবাহ ক'রে নিজের বংশ-মর্য্যাদা নষ্ট কর্‌বো ?

আনন্দরাম। কি ভাব্‌ছো ভায়া ! ভেবে একটা বড় সুবিধে হবে না ; ছুঁড়ি একেবারে নাছোড়বান্দা—কাঁঠালের আঠার মত লেগে আছে, যা থাকে অদৃষ্টে—দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়, বিয়ে করাটা তেমন দোষের হবে না। কারণ—"স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলাদপি" পুঁথিতে দিব্যি কাটান মন্তর রয়েছে।

বভ্রুবাহন। তা হয় না দাদামশায় ! প্রবৃত্তির উপর জোর চলে না।

চিত্রাঙ্গদা। তবে বালিকার হাত ধ'রে তার ধর্ম্মে—তার মর্য্যাদায় আঘাত দিয়েছিলে কেন? শোন বভ্রুবাহন! এ বিবাহ তোমায় কর্‌তেই হবে, আমার আদেশ।

বভ্রুবাহন। এখানেও তোমার আদেশ জননি! যেখানে বংশমর্য্যাদা নীচের স্বার্থের সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হয়—বিবেক পদাহত হয়—প্রবৃত্তির সংঘর্ষে কর্ত্তব্য ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে যায়, সেখানেও মাতৃ-আজ্ঞা!

চিত্রাঙ্গদা। কোন কথা শুন্‌তে চাই না পুত্র, এ আমার দ্বিতীয় আজ্ঞা।

বভ্রুবাহন। উত্তম, আগে তোমার প্রথম আদেশ পালন কর্‌তে দাও মা! তারপর তোমার দ্বিতীয় আজ্ঞা পালন কর্‌বো। মাতৃআজ্ঞা—মাতৃ-আজ্ঞা—মাতৃআজ্ঞা!

[প্রস্থান।

চিত্রাঙ্গদা। শুন্‌লে তো বালিকা! আমার পুত্র সম্মত, কিন্তু তা হ'লেও পুত্রের বিবাহ তার পিতার অনুমতি সাপেক্ষ। যাও মা, তোমার ভাবী শ্বশুরের অনুমতি নিয়ে এসো।

সুধা। যথা আদেশ।

[প্রস্থান।

চিত্রাঙ্গদা। এসো ব্রাহ্মণ, দীর্ঘকাল পরে পুত্র পিতার চরণবন্দনা কর্‌তে যাচ্ছে, এসো তাকে যোগ্য বেশ ভূষায় সাজিয়ে দিই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রমোদ কক্ষ

দুর্জ্জনসিংহ, শান্তি ও গর্ব্বন্ধকুমারীগণ

গীত

গন্ধর্ব্বকুমারীগণ।—

কি মধুর বইছে মলয় বায়।
প্রেমে অবশ হাসে কুসুম
সোহাগে ঢ'লে পড়ে লতার গায়॥
আসে অলি গুন্‌গুনিয়ে,
কুসুমে চুমে গিয়ে,
মাতোয়ারা দিশেহারা অলি
পালিয়ে যেতে লোটায় পায়॥
সরসীর বুকে শশী,
লহরে যায় লো ভাসি,
কুমুদী মুচ্‌কে হাসি আড়নয়নে চায়॥
প্রেমের তান নতুন সুরে তোলে পাপিয়ায়॥

[গন্ধর্ব্বকুমারীগণের প্রস্থান।

দুর্জ্জন। শান্তি!

শান্তি। [পানপাত্র লইয়া] এই যে প্রভু, ধরুন!

দুর্জ্জনসিংহ। [সুরাপান করিয়া] কি শান্তি, কেমন বুঝ্‌লে তোমাদের সেই শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম অরণ্যে বাস করায় সুখের—না এই কোমলাঙ্গী

কামিনীর কলহাস্য-মুখরিত প্রমোদবাসরে অপরিমেয় আনন্দ - হিল্লোলে সাঁতার দেওয়া সুখের ? তুমি পথ হারিয়ে খুব ভালই করেছ, নইলে কি এমন সুখের স্থান দেখ্‌তে পেতে ? তারা যে তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছিল—বেশ করেছিল, তোমার উপকার ক'রেছে, নইলে কি আমার অনুগ্রহ লাভ কর্‌তে পার্‌তে ? তারা আমার শত্রু—তোমার শত্রু, আগে এখানকার পালা শেষ হোক্, তারপর তাদের পালা। কেমন শান্তি ?

শান্তি। প্রভুর যেমন অভিরুচি।

দুর্জ্জনসিংহ। জঙ্গলে জানোয়ারদের সঙ্গে থেকে এমন সাধুভাষা শিখ্‌লে কেমন ক'রে শান্তি ?

শান্তি। প্রভুর কাছে।

দুর্জ্জনসিংহ। সেখানেও আবার প্রভু বেটা আছে নাকি ? কে বাবা সে প্রভু তোমার শান্তি ? দাও, আগে একটু দাও!

শান্তি। [পানপাত্র দুর্জ্জনসিংহের হস্তে দিয়া] প্রভু আছে বৈকি প্রভু, আমাদের প্রভু ঋষিঠাকুর।

দুর্জ্জনসিংহ। বাঃ—শান্তি, বাঃ! আবার ঋষিও আছেন ? যাক্—চুলোয় যাক্ তোমাদের ঋষি, এখন একখানা জঙ্গলি গান শোনাও তো শান্তি, যদি ভাল লাগে তো পুরস্কার পাবে, বুঝেছ ?

শান্তি। দাসের এমন কি যোগ্যতা আছে যে, প্রভুকে সন্তুষ্ট কর্‌তে পারে, তা ছাড়া জঙ্গলি গান কি প্রভুর ভাল লাগ্‌বে ?

দুর্জ্জনসিংহ। ভাল না লাগুক্—তবু নূতন হবে, এ মেয়ে মানুষের গান কেমন একঘেয়ে হ'য়ে গেছে।

শান্তি। তবে শুনুন।

গীত

শান্তি—

প্রভু, এই মোরে কর বরদান।
নাহি সাধ নাহি আশা—তোমার চরণে সব
　　　　দয়াময়—দিছি বলিদান॥
আমি চাহি না কীর্ত্তি অতুল সম্পদ,
কর হীন মোরে দাও প্রভু বিপদ,
লালসা ছেদিয়া কামনা রোধিয়া
　　বিশ্বপ্রেমে মোর মাতাও প্রাণ॥
চাহি না হইতে জগতে শ্রেষ্ঠ,
বিস্মৃতি সলিলে ডুবাও ইষ্ট,
কর মোরে দয়াময় তৃণাদপি ক্ষুদ্র
　　সেবিতে সবারে কর বলীয়ান॥
সুরম্য হর্ম্ম্য নাহিক কামনা,
শ্যামতরু-ছায়ে রাখিতে ভুলো না,
দিও না ছলনা—দেখো প্রভু রেখো
　　বনের পাখীর মত সাদা প্রাণ॥

দুর্জ্জনসিংহ। এমন নীরস শুষ্ক সঙ্গীতের পুরস্কার এই পদ।—

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। আহা-হা বন্ধু—কর কি! যত রোক্ এই ছেলেটার উপর? এদিকে যে সব মতলব ভেস্তে যেতে বসেছে।

[শান্তির প্রস্থান।

দুর্জ্জনসিংহ। বল কি হে, অমন আটঘাট বেঁধে মতলব আঁটলুম ভেস্তে গেল?

শ্রীকৃষ্ণ। মতলবের বনেদ আল্‌গা হ'য়ে গেছে বন্ধু—বনেদ আল্‌গা হ'য়ে গেছে।

দুর্জ্জনসিংহ। তবু ব্যাপারটা কি শুনি?

শ্রীকৃষ্ণ। ব্যাপার একেবারে ঘোলাটে। দেখ্‌লে ত, রাজাটা অমন বিরাট আস্ফালন ক'রে ঘোড়া ধর্‌লে—তারপর হঠাৎ তার প্রাণে বিপুল মাতৃভক্তির প্রবল বান্‌ ডেকে উঠ্‌লো, ব্যস্‌ অমনি সমস্ত বীরত্ব—সমস্ত আস্ফালন সেই বানের জলে ভেসে গেল। এখন রাজা ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে দুর্দ্ধর্ষ বীর ফাল্গুনীর সঙ্গে সন্ধি কর্‌তে চলেছে।

দুর্জ্জনসিংহ। বটে!

শ্রীকৃষ্ণ। শুধু ঐটুকু শুনেই বটে ব'লে আকাশপানে তাকালে চল্‌বে না, আরও রকম আছে—এই হিড়িকে আবার রাজার বিয়েও সব ঠিক্‌ঠাক্।

দুর্জ্জনসিংহ। কার সঙ্গে?

শ্রীকৃষ্ণ। সেই জঙ্গলী বেদের মেয়েটা, এখন রাজার বাকদত্তা পত্নী।

দুর্জ্জনসিংহ। বল কি! দুর্বৃত্ত বেদে বেটারা আমার শত্রু—তাদের এতখানি সৌভাগ্য?

শ্রীকৃষ্ণ। সৌভাগ্য নয়—মণিপুররাজের আত্মীয় হ'তে চলেছে।

দুর্জ্জনসিংহ। হুঁ, এর প্রতিবিধান কর্‌বো। আগে রাজার ব্যবস্থা—তারপর রাজার আত্মীয়—বন্ধু! পার্‌বে? না—প্রয়োজন নেই, আমার সঙ্গে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

গঙ্গাতীরবর্ত্তী পথ

অনন্ত

অনন্ত। এতদিন ঘুরে এতখানি পথে এলুম, কিন্তু কৈ—আমার উলূপী কৈ? তার ত কোন সন্ধান পেলুম না। তবে কি আমার অভিমানিনী মা, ইহকালের সমস্ত আশা—সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে ভাসিয়ে দিয়ে চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত হয়েছে? কি করলি অভাগিনী—কি করলি, বড় ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছি—এ বয়সে এত পরিশ্রম কি এ ভগ্নদেহে সয়! এইখানে একটু বসি। [উপবেশন]

উলূপীর প্রবেশ

উলূপী। হ'ল না—হ'ল না, আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হ'ল না। স্বামিহত্যার এত আয়োজন সব ব্যর্থ হ'ল। কি করি—কি করি? মধুসূদন! ব'লে দাও প্রভু—ব'লে দাও, আমার স্বামীর উদ্ধারের উপায় ব'লে দাও। সবাই জেনেছে—সবাই বুঝেছে—অভাগিনী সতীনীর উপর ঈর্ষাপরতন্ত্রা হ'য়ে তার সর্ব্বস্ব—তার ইহপরকাল—তার হৃদয়দেবতার জীবনসংহারে উদ্যত; কিন্তু অন্তর্য্যামী, এ হতভাগিনীর অন্তরের কথা ত তোমার অবিদিত নাই, আমি আমার সর্ব্বনাশ করতে চলেছি, শুধু তাঁর জন্য—নিজের হৃদ্‌পিণ্ড নিজে উৎপাটন করতে উদ্যত হয়েছি—শুধু তাঁর মঙ্গলের জন্য, চিরবৈধব্যকে সাদরে আলিঙ্গন করতে পরিপূর্ণ উৎকণ্ঠা নিয়ে ছুটেছি

শুধু তাঁর পবিত্র-আত্মার উদ্ধারের জন্য। জগৎ তা জানে না—জগৎ তা বোঝে না, তাই ঘৃণাপূর্ণ-বক্র-কুটিল দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলে "আয়—আয় জগতের সাধ্বী সীমন্তিনীগণ পালিয়ে আয়, স্বামীঘাতিনীর ছায়া স্পর্শ করিস্‌নি। তার নিশ্বাসে—বিষদৃষ্টিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্পর্শ করান মৃত্যুর বিভীষিকা! আয়—আয় পালিয়ে আয়।"

অনন্ত। কে রে ডাকিনী! বীভৎসা মূর্ত্তি ধ'রে এই চিরশান্তি চির-পবিত্র ভাগীরথী সৈকতেও পৈশাচিক লীলার অবতারণা কর্‌তে নরক হ'তে উঠে এসেছিস্? এসেছিস্ বেশ করেছিস্, আয় আয়—ছুটে আয়, দেখ এ বুড়োর বুকখানা শ্মশান হ'য়ে গেছে, আয় শ্মশানরঙ্গিণী প্রেতিনী বীভৎসতার অভিনয় কর্‌বি আয়! তোদের হৃদয়ে তো মমতার স্থান নেই —স্নেহের অস্তিত্ব নেই—ভালবাসার গন্ধ নেই, পার্‌বি—তোরাই পার্‌বি; ব্যথিতের যন্ত্রণা নিয়ে তোদের খেলা, হতাশের দীর্ঘশ্বাসে তোদের আনন্দ, মুমূর্ষুর মরণ-যন্ত্রণা তোদের উল্লাসের প্রথম উত্তেজনা। আয় পিশাচী— আয় এই অশীতিপর বৃদ্ধের শ্মশানপ্রায় উন্মুক্ত বুকখানায় পরিপূর্ণ উল্লাসে নৃত্য কর্‌বি আয়! আয়—আয়—ছুটে আয়।

উলূপী। কে তুমি বৃদ্ধ? কিসের অভাব তোমায় এতখানি উন্মত্ত করেছে? একি! একি! তুমি? বাবা—বাবা! বাবা, তুমি এমন হ'লে কেন বাবা?

অনন্ত। তুই? উলূপী? হারানিধি মা আমার—বল্ পাষাণী, এই বুড়াকে আর কতদিন এমনিভাবে যন্ত্রণা দিবি? চল, অভিমানিনী মা— গৃহে চল্।

উলূপী। না বাবা! তা পার্‌বো না—হবে না, আমার কর্ত্তব্য এখনও অসম্পূর্ণ।

অনন্ত। আবার কর্ত্তব্য কি তোর? তুই কি মনে করেছিস্ এমনি-

ভাবে উন্মাদিনীর মত পথে পথে ঘোরাই তোর কর্ত্তব্য আর বৃদ্ধ পিতার সেবা করা কি তোর কর্ত্তব্যের বাইরে ?

উলুপী। না বাবা—তা নয়, সে কথা তোমায় ব'লে আর একদিন বোঝাব, যদি বেঁচে থাকি।

অনন্ত। বাঁচবিনি কি, তোকে যে বাঁচ্‌তেই হবে—তোকে মর্‌তে দেবো না বলেই এতদিন ধ'রে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—যখন পেয়েছি—আর তোকে মারে কে ? সন্তানের মা হ'য়েও তুই বুঝ্‌লিনে, সন্তানের জন্য পিতামাতার প্রাণ কতখানি ব্যাকুল হয়। নে—নে এই সঞ্জীবনী মণি, দেবতার দান—কাছে রাখ, মৃত্যু কখনও তোকে স্পর্শ কর্‌তে পারবে না।

উলুপী। [স্বগত] হতভাগিনী উলুপী এতখানি পিতৃস্নেহের অধিকারিণী হ'য়েও আজ তুই মন্দভাগিনী !

অনন্ত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছিস্‌ ? নে—মণি নে।

উলুপী। মণি কি কর্‌বো বাবা ! ও মণি আমার কোন উপকারে আস্‌বে না—মরণেপথের যাত্রী আমি, সঞ্জীবনী মণি আমার গন্তব্য-পথের প্রধান অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াবে। কাজ নেই বাবা, তোমার মণি তুমি নিয়ে যাও।

অনন্ত। নিয়ে যাব ব'লে বুঝি এতদিন ধ'রে তোর অনুসন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছি—পাষাণী বেটী, এতটুকু মায়া হ'চ্ছে না ? দেখ দেখি কি ছিলুম আর কি হয়েছি ? অসভ্য অনার্য্য হ'লেও আমি রাজা—কিন্তু স্নেহের দুর্ব্বলতা সমস্ত তুচ্ছ ক'রে কখনও অনশনে—কখনও অর্দ্ধাশনে দিন রাত তোর জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর তুই বুকখানাকে পাথরের চেয়েও শক্ত ক'রে বেশ অম্লান বদনে বল্‌লি 'মণি নিয়ে যাও'। তা হবে না উলুপী ! মণি তোকে নিতেই হবে। নে বল্‌ছি—এ আদেশ নয়—আব্দার নয়—কন্যার কাছে স্নেহান্ধ বৃদ্ধ পিতার অনুরোধ।

। দাও বাবা, মণি দাও।

অনন্ত। [মণি প্রদান করতঃ] ব্যস নিশ্চিন্ত! এইবার তুই যা তোর কর্ত্তব্য পথে কোন বাধা দেবো না, স্নেহের কর্ত্তব্য ছাড়া এ বৃদ্ধের আরও কর্ত্তব্য আছে।

[প্রস্থান

উলূপী। মহান্ পিতা! ধন্য তুমি, ধন্য তোমার সন্তানবাৎসল্য! তুমি কেমন ক'রে জান্‌বে বাবা—কি অসহনীয় মর্ম্মদাহ আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে! তোমায় কেমন ক'রে জানাবো বাবা, তোমার মত স্নেহপরায়ণ পিতার কন্যা কখন পাষাণী হ'তে পারে না। কেমন ক'রে বোঝাবো তোমায়, কর্ত্তব্যের নির্ম্মম কশাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে বিবেক জ্ঞানহারা হ'য়ে পড়েছে! পিতা হ'য়ে যুক্ত করে কন্যার কাছে অনুরোধ করলে—প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পারলুম না, তাই মণি গ্রহণ করলুম; কিন্তু এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। উপকারের আশা দূরে থাক্—যদি তাই হয়—না, এ মণি আমি গঙ্গায় নিক্ষেপ কর্‌বো।

[তথা করণোদ্যোগ]

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। আহা-হা, করছো কি মা! অমন অমূল্য নিধি জলে ফেলে দিচ্ছ?

উলূপী। কি কর্‌বো, বাধ্য হয়েই ফেলে দিচ্ছি, কাছে রাখলে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের আশাই যখন বেশী—তখন ফেলে দেওয়াই ভাল।

শ্রীকৃষ্ণ। নিজের উপকারে না আসে, পরের উপকারে ত আস্‌তে পারে? তাই কর না কেন—প্রার্থীকে দান কর না কেন?

উলূপী। কৈ—কেউ ত আমার কাছে প্রার্থনা করে নি, তুমি চাও?

গীতকণ্ঠে সুধার প্রবেশ।

গীত

সুধা।—

স্বপনের হাত ধরি।
কামনার পথে চল লো কামিনী
আশার আলোক হেরি ॥
জীবন উদ্যানে সাধের রচনা,
স্বপনের তরু নাহিক তুলনা,
ললিত লতার প্রাণের কামনা জড়িত হইতে চারু অঙ্গ বেড়ি ॥

সুধা। বল্‌তে পার মা, এই পথেই কি পাণ্ডবের শিবির ?

উলূপী। কে তুমি বালিকা ?

সুধা। আমায় চিন্‌তে পার্‌বে না মা! সেই বনের বেদের মেয়ে আমি—মনে পড়েছে মা ?

উলূপী। সেই বেদের মেয়ে তুমি! পাণ্ডবের শিবিরে তোমার প্রয়োজন কি বালিকা ?

সুধা। উদ্দেশ্য মন্দ না হ'লেও গুহ্য—উদ্দেশ্য না শুনে যদি পথ ব'লে দিতে আপত্তি থাকে—প্রয়োজন নেই মা, নিজের পথ নিজেই খুঁজে নোব।

উলূপী। তোমার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঐ পাণ্ডব-শিবিরে, অথচ তুমি পথ চেন না ?

সুধা। তখন বেদেদের সঙ্গে ভিক্ষে ক'রে অন্য পথ দিয়ে ফিরছিলুম।

[গমনোদ্যোগ]

শ্রীকৃষ্ণ। দাঁড়াও বালিকা! তোমার আর কে আছে ?

সুধা। একটি ছোট ভাই আছে, বেদেরা আছে, ঋষি ঠাকুর আছেন, আর খেলার সাথী—বাঘ, বোরা, সিঙ্গী আছে।

উলূপী। তাহ'লে তোমারই কাজে লাগবে, হিংস্র জন্তু নিয়ে

খেলা কর—এই নাও বালিকা! এই অমূল্য সঞ্জীবনী মণি, তোমার ভাইয়ের গলায় পরিয়ে দিও, এ মণি কাছে থাক্‌লে মৃত্যুভয় থাকে না। (মণি প্রদান) যাও বালিকা, পাণ্ডব-শিবির এই পথে।

সুধা। করুণাময়ী মা, আপনাকে কোটি কোটি প্রণাম। মহাশয়! আপনাকেও অভিবাদন করি। [প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। [স্বগত] চিরায়ুষ্মতী হও।

উলূপী। এইবার তো তোমার কথা রেখেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। কৈ আর রাখ্‌লে? বালিকা তো প্রার্থনা করেনি।

উলূপী। প্রার্থনা নাই বা কর্‌লে, একটী অনাথ বালকের জীবন রক্ষা কর্‌তে দান করেছি—গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিনি এই যথেষ্ট, আর আমি তোমার সঙ্গে বৃথা তর্কে সময় নষ্ট কর্‌তে পারি না, একটা ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তও এখন আমার পক্ষে মূল্যবান। [প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। যাক্, বভ্রুবাহনের জন্য এই মণিটি বিশেষ প্রয়োজন, বালিকা যখন শুনবে তার ভাবী স্বামী বীরাগ্রগণ্য তৃতীয় পাণ্ডবের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে সমরে অগ্রসর—তখন সে তার ভাইয়ের কথা ভুলে গিয়ে এ মণি বভ্রুবাহনকেই প্রদান কর্‌বে, তখন আর তার জন্য চিন্তা কি। দেখি, এখন বন্ধুবর স্বার্থ-সিদ্ধি ও প্রতিশোধের সঙ্কল্প নিয়ে কেমন নূতন জাল পেতেছে। [প্রস্থান

দুর্জ্জনসিংহের প্রবেশ।

দুর্জ্জনসিংহ। তাই তো, অমন মণিটে পাগলী মাগী ওই বেদের মেয়েটাকে দিয়ে দিলে! কে জান্‌তো পাগ্‌লী মাগীর কাছে অমন জিনিষ আছে, তাহ'লে কি হাতছাড়া হয়। যাই হোক্, চেষ্টায় থাক্‌তে হবে, ঐ সঞ্জীবনী মণি আমার চাই।

চতুর্থ দৃশ্য

পাণ্ডব-শিবির

অর্জ্জুন একাকী চিন্তিতমনে পদচারণা করিতেছিলেন।

অর্জ্জুন। জমাট বাঁধা একরাশ কুজ্ঝটিকা যেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ছেয়ে ফেলেছে, দিক্ নির্ণয় করা যায় না। কে? বৃষকেতু! এমন বিমর্ষ কেন বৎস?

বৃষকেতুর প্রবেশ

বৃষকেতু। বিমর্ষ কেন? জেনে শুনেও আবার এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন তাত? কুরুক্ষেত্র মহাসমরে সেই লোমহর্ষণ স্মৃতি এখনও যে হৃদয়পটে জ্বলন্ত অক্ষরে খোদিত রয়েছে। পিতৃব্য! সেই সপ্তরথী-বেষ্টিত বীরেন্দ্রকেশরী ভাই আমার যখন অন্যায় সময়ে প্রাণ দিয়েছিল,—সেই পুত্র-শোকে অধীর আপনি পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে যে পুত্র-বাৎসল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন—আজ সে পুত্র-বাৎসল্য কোথায় গেল পিতৃব্য? যে সুতপ্ত ক্ষাত্রশোণিত অভিমন্যুর দেহে প্রবাহিত ছিল—সে রক্ত-স্রোত কি বভ্রুবাহনের দেহে প্রবাহিত নয়? অভিমন্যু আপনার পুত্র আর বভ্রুবাহন কি কেউ নয়? তাই কি আজ অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষ্য ক'রে এই নৃশংস পুত্রমেধ যজ্ঞের আয়োজন কর্‌ছেন? বলুন পিতৃব্য! মহাবল পাণ্ডববংশ যদি নির্ব্বংশ করাই আপনার সঙ্কল্প হয়, তাহ'লে আর ইতস্ততঃ করছেন কেন? এই বিরাট পুত্রমেধ যজ্ঞে কুমার বভ্রুবাহনের রক্তে পূর্ণাহুতি দেবার পূর্ব্বে এই হতভাগ্য বৃষকেতুর রক্তে তার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করুন।

অর্জ্জুন। বৎস! বালক তুমি, ধর্ম্মনীতির মর্ম্ম তুমি কি বুঝ্‌বে! জীব মাত্রেই বাৎসল্যের দাস, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মনীতির সম্মুখে বাৎসল্য

একটা মানসিক দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নয় বৎস! বভ্রুবাহন ক্ষাত্র-ধর্ম্মের মহান্ নীতি অবলম্বন ক'রে বীরগর্ব্বে পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্ব ধরেছে—এ কি শুধু তার গৌরব? পুত্রের বীরকার্য্যে কি পিতা আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে না? আজ ঘটনাচক্রে এ অশ্বরক্ষার ভার আমার উপর পড়েছে—তাই আজ পিতা-পুত্রে যুদ্ধের সম্ভাবনা। তোমার বীর ভ্রাতা—আমার বীর পুত্র এই বীরকার্য্য ক'রে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মনীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে, ক্ষত্রিয়ের এ অপেক্ষা গৌরবের কার্য্য আর কি আছে বৎস? উল্লাস কর বৃষকেতু—তোমার বীরভ্রাতার এ মহান্ গৌরব অর্জ্জনে আমার মত তুমিও অংশভাগী, উল্লাস কর বৃষকেতু—উল্লাস কর।

বৃষকেতু। আমায় মার্জ্জনা করুন পিতৃব্য! এ নৃশংস নীতির মর্ম্ম উপলব্ধি কর্‌বার প্রবৃত্তি আমার নেই।

অর্জ্জুন। বৃষকেতু! ক্ষত্রিয়-কুলগৌরব বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণের নন্দন তুমি—তোমার মুখে এই কথা? সেই কুরুক্ষেত্র মহাসমরের কথাই স্মরণ কর বৎস! এই মহান্ ধর্ম্মনীতি পালন করতে তোমার পিতা কি করেছিলেন? পঞ্চপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হ'য়েও তিনি ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নি? এই ক্ষাত্র-ধর্ম্মনীতি পালন করতে আমি কি না করেছি বৎস! পূজনীয় অগ্রজকে সম্মুখসমরে নিধন করেছি—পিতামহ ভীষ্মদেবকে শরশয্যাশায়ী করেছি—শিক্ষাদাতা আচার্য্যদেবকে জীবনান্ত করেছি—প্রাণাধিক পুত্রকে কালের মুখে আহুতি দিয়েছি—ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করেছ, তুচ্ছ মমতায় আকৃষ্ট হ'য়ে ধর্ম্মপথ হ'তে—কর্ত্তব্য পথ হ'তে বিচলিত হ'য়ো না বৎস! দৃঢ় হও।

প্রহরীর প্রবেশ

অর্জ্জুন। কি সংবাদ?

প্রহরী। মণিপুররাজ আপনার দর্শন-প্রার্থী

অর্জ্জুন। [স্বগত] কি উদ্দেশ্যে বভ্রুবাহন আমার দর্শনপ্রার্থী ! তবে কি দুর্দ্ধর্ব ফাল্গুনীর অপরাজেয়-শক্তির বিষয় অবগত হ'য়ে অশ্ব প্রত্যর্পণ কর্‌তে এসেছে ?

বৃষকেতু। অনুমতি করুন পিতৃব্য ! ভাইকে সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে এইখানে নিয়ে আসি ?

অর্জ্জুন। [স্বগত] বালকের এই স্বভাব-সুলভ স্নেহের আকর্ষণই তাকে কর্ত্তব্য পথ হ'তে বিচলিত কর্‌বে—প্রশয় দেওয়া হবে না। [প্রকাশ্যে] প্রয়োজন নেই বৎস ! যাও প্রহরি, মণিপুররাজকে সসম্মানে এইখানে নিয়ে এস। [প্রহরীর প্রস্থান] বৃষকেতু !

বৃষকেতু। পিতৃব্য !

অর্জ্জুন। আমি আবার বল্‌ছি বৎস ! দৃঢ় হও, মমতায় কর্ত্তব্য ভুলো না। [স্বগত] হৃদয়ে প্রবল ঝড় উঠেছে—ক্ষুদ্র বালককে উৎসাহিত কর্‌তে নিজে পদস্খলিত হ'য়ে পড়্‌ছি—একি দুর্ব্বলতা !

বভ্রুবাহনের প্রবেশ

বভ্রুবাহন। পিতা ! প্রণমি চরণে
সফল জীবন—সফল জনম
বহু পুণ্যে মিলিয়াছে পিতৃ দরশন।
সযত্ন রোপিত আশাতরু
ভাগ্যফলে পুষ্পিত ফলিত আজি,
আবাল্য পোষিত সাধ
পূর্ণ আজি তব আগমনে।
আশিষ দাসেরে,
যেন এই শুভক্ষণ
মধুময় রহে চিরদিন।

পিতা বলি না সম্ভাষ মোরে
পিতৃনামে কলঙ্ক রটায়ে।

বভ্রুবাহন। পিতা—পিতা!
একি বাণী শুনি নিদারুণ
বড় আশে এসেছিনু সেবিতে চরণ,
অপরাধী মাগিতে মার্জ্জনা
সে সাধে সেধো না বাদ
সন্তানের চির-পূতভক্তি-পুষ্পাঞ্জলী
দলিও না—দলিও না চরণের ঘায়
হৃদয়ের চিরপুষ্ট আশা মধুময়
পিতৃসেবা চিরকাম্য সন্তান জীবনে;
ক'রো না—ক'রো না তিক্ত তাহা—
স্নেহময় পিতা হ'য়ে নিষ্ঠুর বচনে।
ভ্রান্তিবশে করিয়াছি দোষ
না চাও ক্ষমিতে যদি
দেহ শাস্তি যথা অভিরুচি।
শুধু বারেকের তরে-
পূর্ণ কর জীবনের সাধ
স্নেহভাষে পুত্র বলি সম্ভাষি আমারে।

অর্জ্জুন। ফাল্গুনীর পুত্র কভু নহে কাপুরুষ,
প্রাণভয়ে উচ্চশির নাহি করে নত।
ক্ষত্রিয় নন্দন—রণ তার চির আকিঞ্চন,
পালিতে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম—
হ'লে প্রয়োজন—

অবহেলে রণে প্রাণ দেয় বিসর্জ্জন।
ধর্ম্ম আচরণে পুত্র পিতা নাহি গণে,
সগর্ব্বে গৌরব ধ্বজা উড়ায় গগণে।
তুই হীন জারজ নন্দন
নাহি লাজ পিতা বলি সম্বোধিতে পরে,
সানন্দে বহিতে শিরে পরের পাদুকা
মান অপমান—
নাহি ভেদাভেদ তোর পাশে ;
এত যদি আকিঞ্চন পিতৃ-সম্ভাষণে
অন্য মাতৃ-জার ত্বরা কর অন্বেষণ।

বভ্রুবাহন। স্তব্ধ হও পাণ্ডুর নন্দন !
হেন বাণী নাহি কর পুন উচ্চারণ—
জীবনের ধ্রুবতারা জননী আমার
স্বর্গাদপি গরীয়সী সে দেবী প্রতিমা
কর যদি তাঁর নিন্দাবাদ
পিতা বলি না করিব ক্ষমা !
হীন বাণী উচ্চারিত যে রসনা হ'তে
সে পাপ রসনা
নখাঘাতে মুহূর্ত্তে ছিঁড়িয়া
বাক্‌শক্তি চিরতরে বিলোপিব তার।
শুন পার্থ ! প্রতিজ্ঞা আমার
যতক্ষণ নিজমুখে না কর স্বীকার,
পিতা বলি না ডাকিব আর,
ধরিয়াছি পাণ্ডবের হয়

স্বেচ্ছায় না দিব ফিরি
সাধ্য হয় উদ্ধার করহ বাজী। [প্রস্থান

অর্জ্জুন। [স্বগত] এইবার
সাধ হয় পুত্র বলি করিতে স্বীকার।
নিয়ে পুত্রযোগ্য ভক্তি উপহার
এসেছিল পিতৃসন্নিধানে
বড় আশে পূজিতে পিতায়—
ভুলে গিয়ে বীরপুত্র বীর আচরণ
তাই ফিরে গেল ব্যর্থ মনোরথে।
এস বীর! বীরযোগ্য সাজে
নিয়ে সাথে বীরপূজা যোগ্য উপচার
অস্ত্রে অস্ত্রে দিতে পরিচয়
স্নেহভক্তি বিনিময়—হৃদয় শোণিতে।

বৃষকেতু। পিতৃব্য!

অর্জ্জুন। জিজ্ঞাসা কর্‌ছো এই কি পুত্রস্নেহ? এর উত্তর আর একদিন দেবো বৎস—উপস্থিত যুদ্ধের আয়োজন কর।

[বৃষকেতুর প্রস্থান

অর্জ্জুন। স্নেহের সঙ্গে কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব, এর জয়ে আনন্দ—না পরাজয়ে আনন্দ! কে তুমি বালিকা?

সুধার প্রবেশ

সুধা। মহামান্য ভারতেশ্বর সহোদর, বীরচূড়ামণি তৃতীয় পাণ্ডব এত বড় লোক হ'য়ে একটা বন্য বেদের মেয়েকে যে মনে ক'রে রাখ্‌বেন, এরূপ আশা করাই অন্যায়—তবে যখন নিজের পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রে

প্রকারান্তরে বড় লোকের নিজস্ব স্বভাবের পরিচয়টা দিচ্ছেন, তখন আর বল্‌তে আপত্তি কি।

অর্জ্জুন। আর বল্‌তে হবে না বালিকা, আমি তোমায় চিনেছি—তুমি আমার জীবনদাত্রী—এক উন্মাদিনীর উদ্যত ছুরিকার শাণিত ফলক হ'তে আমার প্রাণরক্ষা ক'রেছ।

সুধা। আপনি দেবতা—অজ্ঞান বন্য বালিকার প্রগল্‌ভতা মাপ করুন।

অর্জ্জুন। জীবনদাত্রী মা, তোমার অপরাধ—ওঠ মা—মা, এখনই ভয়াবহ রণ কোলাহলে এই শুষ্ক প্রান্তর মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌বে—উষ্ণ রক্তস্রোতে উষর ভূমি কর্দ্দমিত হ'য়ে উঠ্‌বে আহতের আর্ত্তনাদে দিগন্ত কেঁপে উঠ্‌বে—এমন সময় এ ভীষণ স্থানে আপনাকে বিপন্ন কর্‌তে কি উদ্দেশ্যে এসেছ মা?

সুধা। যুদ্ধ! কার সঙ্গে হবে?

অর্জ্জুন। মণিপুররাজ পাণ্ডবের যজ্ঞীয় বাজী ধরেছে, পাণ্ডব নিজের শক্তিতে সে অশ্ব উদ্ধার কর্‌বে, এইজন্য যুদ্ধ।

সুধা। শুনেছি মণিপুররাজ আপনার পুত্র—পুত্রের সঙ্গে!

অর্জ্জুন। হ্যাঁ বালিকা, যা শুনেছ তা যদি সত্য হয়, তাহ'লে পুত্রের সঙ্গেই যুদ্ধ।

সুধা। এ যুদ্ধ কি অনিবার্য্য?

অর্জ্জুন। হ্যাঁ বালিকা, এ যুদ্ধ অনিবার্য্য—বালিকা! তোমার প্রয়োজনের কথা ত কিছু বল্‌লে না?

সুধা। যখন যুদ্ধ অনিবার্য্য—তখন আর বল্‌বো না, যদি দিন পাই এই রণাবসানে আবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বো। [প্রস্থান

অর্জ্জুন। এ বালিকা যেন মূর্ত্তিমতি প্রহেলিকা!

পঞ্চম দৃশ্য

প্রমোদ কক্ষ

দুর্জ্জনসিংহের প্রবেশ

দুর্জ্জনসিংহ। তাই তো, এ যেন সব ভোজবাজী ব'লে মনে হ'চ্ছে। কে যে কি কর্‌ছে তাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—অথচ কি যেন একটা তুমুল ব্যাপার সংঘটনের পূর্ব্ব লক্ষণ ব'লে মনে হচ্ছে। এই শুন্‌লুম বভ্রুবাহন ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে গেছে—অথচ গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেলুম পাণ্ডব-শিবিরে সাজ সাজ রব উঠেছে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। ও দুটোই সত্যি বন্ধু—রাজা ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে গেছ্‌ল, আর পাণ্ডব-শিবিরে "সাজ সাজ" রবও উঠ্‌ছে।

দুর্জ্জনসিংহ। তার মানে?

শ্রীকৃষ্ণ। তার সরলার্থ হ'চ্ছে যুদ্ধ—আরও বিশদবাখ্যা কর্‌তে গেলে বল্‌তে হয় যুদ্ধটা বভ্রুবাহনেরই সঙ্গে। আর একেবারে জলের মত বোঝাতে গেলে এই দাঁড়াবে, বভ্রুবাহন ঘোড়া ফিরে দিতে গিয়ে লাঞ্ছিত অপমানিত হ'য়ে ফিরে এসেছে, প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর, কাজেই যুদ্ধ অনিবার্য্য।

দুর্জ্জনসিংহ। ব্যাস্ নিশ্চিন্ত—এইবার বেদের পালা—অপমানের প্রতিশোধ বন্ধু, পার্‌বে?

শ্রীকৃষ্ণ। কি কর্‌তে হবে?

দুর্জ্জনসিংহ। ঐ জঙ্গল সীমান্তস্থ বেদে পল্লীতে আগুন লাগাতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। আমার যে এখন আগুন লাগাবার সময় হয়নি বন্ধু!

দুর্জ্জনসিংহ। তুমি অপদার্থ।

শ্রীকৃষ্ণ। সেটা আজ বুঝ্‌লে বন্ধু?

[প্রস্থান

দুর্জ্জনসিংহ। এদিকে লোকটা অপদার্থ হ'লেও গুপ্তচরের কার্য্যে বেশ দক্ষতা দেখায়। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য লোকটাকে হাতে রাখ্‌তে হবে—উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে তাকে আবর্জ্জনার মত পরিত্যাগ কর্‌বো—কে আছিস্!

গীতকণ্ঠে জগা পাগলার প্রবেশ

গীত

জগা।—

আছে একটা ছিনে জোঁক।
কামড়ে ক'সে আছ প'ড়ে
মরিয়া সে বেজায় রোক॥
টান্‌বে যত বাড়্‌বে তত
শুন্‌বে না মানা,—
হলুদপোড়া নুনের গুঁড়ো
তাতেও মান্‌বে না,
দেখে ওঝার লাগে দাঁতকপাটি
মাছের মায়ের পুত্রশোক॥
জোঁকের গুণ বড় ভারি
তার কামড় শক্ত খায় না রক্ত এই বাহাদুরী,
বিষটুকু তার বেজায় ঝাঁঝাল
মগজেতে ওঠে ঝোঁক॥

দুর্জ্জনসিংহ। কে আছিস্! এ দুর্ব্বৃত্ত উন্মাদকে বন্দী কর, এ আমায় উন্মাদ না ক'রে ছাড়বে না।

গীত

(তোমার) পাগল হ'তে আর কিবা বাকি।
জ্ঞানটা দিয়ে ধামা চাপা
মনটা বল করলে কি ॥
ছিলে কেমন দুধে ভাতে,
সুখে খেতে কিলোয় ভূতে,
(এখন) হারিয়ে একুল ওকুল দুকুল
আপনারে দিচ্ছ ফাঁকি ॥

[প্রস্থান

দুর্জ্জনসিংহ। তবে রে দুর্ব্বৃত্ত! [আক্রমণ এবং সহসা ফিরিয়া]
একি উন্মত্ত হ'য়েছি আমি!
ক্রোধে অন্ধ—
ধাই তাই উন্মাদ-পশ্চাতে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ শান্তিকে লইয়া দুইজন প্রহরীর প্রবেশ

দুর্জ্জনসিংহ। একি! কোন অপরাধে
শৃঙ্খলিত করেছ বালকে?

১ম রক্ষী। প্রভু! এ বেটা বেদের চর, উদ্যানের প্রান্তভাগে বটবৃক্ষ তলে দুজন বেদের সঙ্গে পরামর্শ আঁটছিল, আমরা দেখ্‌তে পেয়ে প্রভুর কাছে ধরে এনেছি।

দুর্জ্জনসিংহ। এই বিশ্বাসের ফল! বিশ্বাসী কি, বিশ্বাসের অস্তিত্ব বুঝি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। বিশেষ তোমার আমার কাছে বন্ধু! এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটা যদি একটা প্রকাণ্ড জাল দিয়ে ছেঁকে তোলা হয়, বিশ্বাসী একটাও জালে পড়্‌বে কিনা সন্দেহ। আর আমরা নিজেরাই অবিশ্বাসী কিনা, কাজেই চট্‌ ক'রে কাকেও বিশ্বাস কর্‌তে প্রবৃত্তি হয় না। এই আমার কথাই ধর না কেন, ছেলে বেলায় পরের বাড়ী মানুষ হয়েছি, কিন্তু যেই কাঁটা পালক ওঠা অম্‌নি ফুড়ুৎ—চেহারাখানা দেখছো বরাবরই মন্দ নয়, যে দেখে সেই ভালবেসে ফেলে—তা ছোঁড়াই বল, ছুঁড়িই বল, আর বুড়োই বল, আর বুড়িই বল, কিন্তু সত্য কথা বল্‌তে কি বন্ধু—কেউ আট্‌কাতে পার্‌লে না—বাগ পেয়েছি কি অম্‌নি চোঁচা চম্পট! এখানে এসে একেবারে মাণিকজোড় মিলেছি।

দুর্জ্জনসিংহ। সত্য ব'লেছ বন্ধু, এ সংসারে সবাই বিশ্বাসঘাতক। হ্যাঁ, উপস্থিত এই বিশ্বাসঘাতককে অন্ধকার কক্ষে আবদ্ধ ক'রে রাখ—তারপর প্রাণদণ্ডই বিশ্বাসঘাতকের যোগ্য দণ্ড। কি বল বন্ধু?

শ্রীকৃষ্ণ। বিশ্বাসঘাতকের ঐ রকম একটা বেখাপ্পা দণ্ডই চাই। তবে আমাদের কথা বল, আমাদের কেউ বাগে পায় না—তাই দণ্ড সিকেয় তোলা আছে।

দুর্জ্জনসিংহ। দাঁড়িয়ে রইলি যে—যা নিয়ে যা।

শান্তি। প্রভু, আমি নিরপরাধী।

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু দণ্ডিত—তোমায় যেতেই হবে।

[রক্ষীদ্বয়সহ শান্তির প্রস্থান

দুর্জ্জনসিংহ। চিন্তা—শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, আহারে, বিহারে—শুধু চিন্তা! দারুণ দুশ্চিন্তা আমায় একেবারে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে বন্ধু!

শ্রীকৃষ্ণ। আমায় আবার একেবারে দেশত্যাগী ক'রেছে।

দস্যুসর্দ্দারের প্রবেশ

দস্যুসর্দ্দার। প্রভু, আমায় তলব করেছেন ?

দুর্জ্জনসিংহ। হ্যাঁ—বিশেষ প্রয়োজনে, যদি পারো সর্দ্দার—আশাতীত পুরস্কার পাবে।

দস্যুসর্দ্দার। আদেশ করুন !

দুর্জ্জনসিংহ। ঐ বেদেপল্লীতে আগুন লাগাতে হবে, আর সেই বেদের মেয়েটাকে যেখানে যে অবস্থায় পাবে আমার কাছে ধ'রে আন্‌তে হবে—কেমন পার্‌বে ?

দস্যুসর্দ্দার। এ তো খুব সাদা কাজ প্রভু, এ আর পার্‌বো না !

দুর্জ্জনসিংহ। উত্তম, তবে যাও।

[দস্যুসর্দ্দারের প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। ছুঁড়িটাকে নিয়ে কি কর্‌বে বন্ধু ?

দুর্জ্জনসিংহ। ওর সৌভাগ্যের শেষ কর্‌বো—ছুঁড়ি বেদের মেয়ে হ'লেও দিব্যি দেখ্‌তে—নয় বন্ধু ? [স্বগত] তার উপর আবার সঞ্জীবনী মণি !

শ্রীকৃষ্ণ। [স্বগত] এত দূর ! তোমার পাপ এইবার চরমসীমায় পৌঁচেছে, লালসায় অন্ধ হ'য়ে কি কর্‌তে যাচ্ছ তা বুঝ্‌তে পাচ্ছো না ; যখন চোখ ফুটবে তখন বুঝ্‌বে—তোমার লালসার ইন্ধন এই বেদের মেয়েটা—আর ঐ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ঐ ক্ষুদ্র শিশু তোমার কে।

দুর্জ্জনসিংহ। বন্ধু কি ভাব্‌ছো ? এস, হাতে অনেক কাজ।

শ্রীকৃষ্ণ। বলেছি তো বন্ধু, ঐ চিন্তাই আমায় দেশত্যাগী করেছে, চল।

[উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

গঙ্গাতীর

তরঙ্গবালাগণের গীত

গীত

তরঙ্গবালাগণ।—

মোরা তরঙ্গ কাটি রঙ্গে রঙ্গে
নেচে নেচে চলিয়া যাই।
পরের ব্যথায় হৃদয় গলে
আপন-হারা ছুটে বেড়াই॥
কুল কুল কুল তুলিয়ে তান,
খেলি গলাগলি—গাহি গো গান,
হাসির লহরে মাতাই ভুবন মুক্ত হৃদয় ফুল্লপ্রাণ,
মোরা হাসি খেলি নাচি গাই
মোহিত চিত দামিনী-দমকে,
মত্ত পবন মাতায়ে পুলকে,
ঘন গরজন কাঁপায় ভুবন উল্লাসে মোরা ভাসি সুখে
আবেশে বিভোরা আপনা বিলাই॥

[গীতান্তে প্রস্থান

বভ্রুবাহনের প্রবেশ

বভ্রুবাহন। ধিক মোরে
শতধিক ঘৃণিত জীবনে।
ছিল সাধ পিতৃ দরশন
ভক্তি অর্ঘ্যে পূজিতে চরণ,

জন্মাবধি বঞ্চিত যে সুখে—
ভাগ্যফলে মিলিল সুযোগ,
বিধি বিড়ম্বনা ঘটিল লাঞ্ছনা
বিষ-দগ্ধ শেল সম
নিদারুণ বাক্যবাণ বিঁধিল মরমে।
এও হ'তে মরণ ছিল ভাল।
স্বর্গাদপি গরীয়সি জননী আমার
তাঁর নিন্দাবাণী
পুত্র হ'য়ে শুনিনু শ্রবণে
অপদার্থ কাপুরুষ সম।
যেই ক্ষণে নিদারুণ ঘৃণিত বচন
উচ্চারিল পাণ্ডুর নন্দন
উঠিল না প্রলয়ের ধূম আবরিয়া দিশি!
রুদ্ধশ্বাস হ'ল প্রভঞ্জন!
খসিল না ভীম বজ্র
কালানল ছড়ায়ে চৌদিকে!
সপ্তসিন্ধু রহিল নিথর!
বীর-করে খরধার উন্মুক্ত কৃপাণ—
নিমিষে ঝলকি—
কাটি শির না পড়িল ভূমে
মাতৃ নিন্দকের!
নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ আমি রহিনু দাঁড়ায়ে!
ধিক্ মোরে—
শতধিক বীরত্বে আমার।

রোষে ক্ষোভে অভিমানে
আত্মহারা জ্ঞানহারা উন্মাদের প্রায়
এনু ছুটে—পণে বদ্ধ আমি
অস্ত্রে দিব আত্ম-পরিচয়।
কিন্তু হায়—
দোলে প্রাণ সন্দেহ দোলায়
নাহি জানি—
কি কহিবে জননী আমার!
ক্ষত্রিয় নন্দন—
পণভঙ্গ কেমনে করিব?
অন্যদিকে মাতার আদেশ!
জীবনের ধ্রুবতারা জননী আমার
জীবনে যা করিনি কখন—
তাঁর আজ্ঞা করিব হেলন?
অসম্ভব—অসম্ভব—পারিব না কভু।
সম্মুখে আঁধাররাশি ঘেরি লক্ষ্য পথ
তমোময় পশ্চাৎ আমার!
লক্ষ্যহীন, গতিহীন—ভ্রান্ত পথহারা
আমি ভাগ্যহীন*
অনন্ত বিস্তৃত এই তিমিরের মাঝে
কে আছে কোথায়
ব'লে দাও কোন্ পথে যাব?
পথহারা বিপন্ন পথিকে
কে দেখাবে পথ—

উলূপীর প্রবেশ

উলূপী। বিপন্ন পথিক! পথ তোমার সম্মুখে। ক্ষত্রিয়-সন্তান, তোমার কর্ত্তব্য পথ পণরক্ষা—মাতৃ-ভক্ত বালক, সন্তানের ধর্ম্ম—মাতার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ—আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আদেশ পালন।

বভ্রুবাহন। মা—মা—এসে'ছস্? পথহারা হতভাগ্য সন্তানকে পথ ব'লে দিতে এসেছিস্? ব'লে দে মা—ব'লে দে আমার কর্ত্তব্য কি! একদিকে ক্ষত্রিয় সন্তানের পণরক্ষা—অন্যদিকে মাতৃ-আজ্ঞা! কর্ত্তব্যের ওজন বুঝে ব'লে দে মা, কোন্ পথে যাব?

উলূপী। ব'লেছি ত বৎস! তোমার কর্ত্তব্য পথ তোমার সম্মুখে—তোমার জননীর আদেশ পালনই তোমার কর্ত্তব্য—তোমার পণরক্ষাই তোমার কর্ত্তব্য।

বভ্রুবাহন। এ কি কথা বল্ছো মা! জননীর অভিপ্রায় যুদ্ধ বহিত করা।

উলূপী। তা নয় বৎস! তোমার জননীর আদেশ, তুমি তোমার পিতার সঙ্গে পরিচিত হও—যদি সম্ভব হয় বিনাযুদ্ধে। কিন্তু তা হবে না—এখন তুমি-ই মনে বিচার ক'রে দেখ তোমার কর্ত্তব্য কি?

বভ্রুবাহন। আর বল্‌তে হবে না মা! আমি বুঝেছি আমার কর্ত্তব্য কি—কর্ত্তব্যের একই গণ্ডীর মধ্যে আছে আমার পণরক্ষা—আর মাতৃ-আজ্ঞা পালন।

উলূপী। তবে প্রস্তুত হও বৎস! আশীর্ব্বাদ করি জয়যুক্ত হও।

[প্রস্থান

বভ্রুবাহন। মাতৃ-আজ্ঞা পালন—পণরক্ষা—আর সঙ্গে সঙ্গে জননীর অপমানের প্রতিশোধ। [গমনোদ্যত]

অগ্রে সুধা, তৎপশ্চাৎ দুর্জ্জনসিংহের প্রবেশ
ও অন্তরালে অবস্থান

বভ্রুবাহন। তুই আবার এসময়ে কি মনে ক'রে বেদিনী ? অনুমতি পেয়েছিস্ ?

সুধা। আমি সেখানে যাই নি।

বভ্রুবাহন। যাস্ নি, তবে কি মনে ক'রে এলি ? মায়ের আদেশ শুনেছিস্ ত ?

সুধা। শুনেছি।

বভ্রুবাহন! তবে যাস্ নি কেন ? থাক্, না গিয়ে ভালই করেছিস্—তোর সঙ্গে বোধ হয় আর আমার দেখা হবে না—আর যদি দেখা হয় তখন আর অনুমতি দেবার কেউ থাক্‌বে না ; কাজে তোর আমার মিলন অসম্ভব।

সুধা। মিলন সম্ভব কি অসম্ভব তা জানি না—তবে দেখা নিশ্চয়ই হবে, আমি সে উপায় করেছি। এই নাও রাজা! জঙ্গলী বেদের মেয়ের এই উপহারটী নিয়ে তাকে ধন্য কর। [মণি প্রদান]

বভ্রুবাহন। একি বেদিনী ?

দুর্জ্জনসিংহ। [স্বগত] আর নয় বাবা, এর বিহিত কর্‌তেই হবে—যেন তেন প্রকারেণ।

[প্রস্থান

সুধা। যে দিয়েছে সে বলেছে এ সঞ্জীবনী মণি—এ মণি থাক্‌লে মৃত্যুভয় থাকে না। সে যাকে দিতে বলেছিল তাকে দিইনি, আমার মন বল্‌লে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ—তার চেয়ে আপনার লোক আছে, তাই তোমাকে দিচ্ছি রাজা!

বভ্রুবাহন। দাতা এ মণি কাকে দিতে বলেছিল বেদিনী ?

সুধা। আমার ছোট ভাই শান্তিকে।

বভ্রুবাহন। আমায় এত ভালবাসিস্ বেদিনী? প্রতিদান পাবি কি না জানিস্ না; তবুও এত ভালবাসিস্? কনিষ্ঠ সোদরকে বঞ্চিত ক'রে আমার প্রাণরক্ষা কর্‌তে মণি আমায় দিতে এসেছিস্? না বেদিনী, এ মণি আমি নেবো না—দাতা যাকে দিয়েছেন, এ মণি তার।

সুধা। [নতজানু হইয়া] রাজা, দীন বেদিনীর দান ব'লে কি গ্রহণ কর্‌তে কুণ্ঠিত হচ্ছো।

চিত্রাঙ্গদা ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী দুর্জ্জনসিংহের প্রবেশ

দুর্জ্জনসিংহ। দান করা জিনিষ বড়, না দাতা বড়—স্বামী দাতা আর পুত্র দান করা জিনিষ বইত নয়! সতীর সর্ব্বস্ব স্বামীর সঙ্গে পুত্রের তুলনা কখনও হয় না মা! যেমন ক'রে পার মণি হস্তগত ক'রে স্বামীর জীবন রক্ষা কর—আমি ত সবই তোমায় বলেছি মা!

চিত্রাঙ্গদা। বভ্রুবাহন। যদি পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে চাও মণি আমায় দাও।

বভ্রুবাহন। এও কি তোমার আজ্ঞা মা?

চিত্রাঙ্গদা। হ্যাঁ, আমার আজ্ঞা।

বভ্রুবাহন। এই নাও মা, তোমার আদেশ অবনত মস্তকে পালন কর্‌ছি [মণি প্রদান] বভ্রুবাহন মর্‌তে পার্‌বে, কিন্তু মাতৃদ্রোহী হ'তে পার্‌বে না।

চিত্রাঙ্গদা। এস ব্রাহ্মণ!

দুর্জ্জনসিংহ। মণি আমায় দাও, আমি তোমার স্বামীকে দিয়ে আস্‌ব। তুমি রমণী, এই যুদ্ধ বিগ্রহের হাঙ্গামা—তোমার যাওয়া কি ভাল দেখায়?

চিত্রাঙ্গদা। পতির জন্য সতী মরণের পথে যেতেও এতটুকু দ্বিধা করে না, এত বৃদ্ধ হ'য়েও কি তোমার সে জ্ঞান হয়নি ব্রাহ্মণ? [প্রস্থান

দুর্জ্জনসিংহ। [স্বগত] মাগীর পেছু নিতে হবে।

[প্রস্থান

বভ্রুবাহন। [স্বগত] স্বামীর জীবনরক্ষা কর্‌তে এতটা আত্মবিস্মৃতি হ'লে মা—যে, সন্তানকে একবার আশীর্ব্বাদ কর্‌তেও তোমার হাত উঠ্‌লো না। তাই যাও মা—ঐ মণি নিয়ে যাও, ও মণির আমার প্রয়োজন নেই। নারায়ণ করুন আমি অমূল্য মণি মাতৃভক্তি হ'তে বঞ্চিত না হই—পবিত্র মাতৃনাম স্মরণ ক'রে সমরাঙ্গনে ঝাঁপ দেবো—যদি মরি সেও আমার গৌরব। বেদিনী! এইবার সব বাঁধন কেটেছে—তুই আবার কি নূতন বাঁধনে বাঁধ্‌লি বেদিনী? তোর এত সাধের, এত যত্নের অমূল্য উপহার অমি স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দিলুম ব'লে কি অভিমান কচ্ছিস্? অভিমান পরিত্যাগ কর—মনে কর, যে অমূল্য মণি আমায় প্রেম উপহার দিচ্ছিলি, সেই রত্ন আমার জীবনের আরাধ্যাদেবী জননীর চরণে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে নিজে কৃতার্থ হয়েছিস্—আমাকেও কৃতার্থ করেছিস্। আয় বেদিনী আয়—মরণের তীরে দাঁড়িয়ে তোর অগাধ ভালবাসার প্রতিদান দেবার সামর্থ আমার নেই। এতদিন তোকে যে ঘৃণার চক্ষে দেখে এসেছি—সে চোখ হারিয়ে আজ নূতন চোখ পেয়েছি। আয় বেদিনী! আজ জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে সেই নূতন চোখে—নূতন ভাবে তোকে দেখি আয়। [সুধাকে আলিঙ্গন, নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি] ঐ তূর্য্যধ্বনি, সুধা—সুধা! প্রিয়তমে! আমাদের শুভ-মিলন বুঝি এই প্রথম—আর এই শেষ!

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদ্যানবাটিকার একান্তবর্ত্তী অশ্বশালা

ঘেস্ড়া ও ঘেস্ড়াণীর প্রবেশ

ঘেস্ড়াণী। হুঁসিয়ার মিন্সে—মহারাজের হুকুম শুনেছিস্ ত ?

ঘেস্ড়া। খুব শুনেছি, চোরের বেজায় উপদ্রব—ঘোড়া সাম্লাতে হবে, এই ত ?

গীত

ঘেস্ড়া।— আমি সদাই হুঁসিয়ার।
ঘোড়ার চেয়ে দরদ যাতে
তায় করি না চোখের আড়॥

ঘেস্ড়াণী।— শুক্‌নো দরদ রাখ্‌গে তুলে,
যম কি তোরে গেছে ভুলে,
কাম্ খারাবি কর্‌বি যদি দেখ্‌বি ঝাড়ুর কি বাহার॥

ঘেস্ড়া।— তোর মিঠে হাতের ঝাড়ুর ঘা আছে গা সওয়া,
শুধু আড়-নয়নে চাউনিটুকু ভোলায় নাওয়া খাওয়া,

ঘেস্ড়াণী।— আবার পরিপাটি কানমলাটি স্বর্গে নে যাওয়া—
কাজের কাজী না হ'লে কি তুই হতিস্ আমার,

উভয়ে।— তোর পিরীতে মরে আছি তুই যে আমার গলার হার॥

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রান্তরের একাংশস্থিত বৃক্ষতল

গীতকণ্ঠে কতিপয় চোরের প্রবেশ

গীত

আমার ক'টি সোনার চাঁদ
পাকা সিঁদেল চোর !
দিনের বেলায় কোটর পেঁচা
বাণিজ্যটা রাত্রিভোর।
বেড়াই যেন ভিজে বেড়াল
আনাচে কানাচে,
কার কথা মাল গচ্ছিত আছে
বুঝে নি আঁচে,
দিয়ে চক্ষুদান হই অন্তর্দ্ধান
(গেরস্তর) কাটতে কাটতে ঘুমের ঘোর ॥
আমাদের আছে কুলুজি,
মোদের মাতৃকুল সূর্য্যবংশ
পিতৃকুল মুচি
সরস্বতী হার মেনে যায়
এম্‌নি মোদের বুদ্ধির জোর ॥

আনন্দরামের প্রবেশ

আনন্দরাম। এই যে, চাঁদেরা, সোনারা, মাণিকরা ! তোমরা এখানে রয়েছ যাদু ?

১ম চোর। কি বাবা বুড়ো ইয়ার, কাকে খুঁজ্‌ছো?

আনন্দরাম। তোমাদের মত ছোক্‌রা ইয়ারদের খুঁজ্‌ছি চাঁদ!

১ম চোর। কি! আমাদের সঙ্গে রসিকতা? জান আমরা কে?

আনন্দরাম। মনে কিছু ক'রো না যাদু—ঐ রোগটা আমার বরাবরই আছে, এককথায় বল্‌তে গেলে—আমি পুরামাত্রায় ঐ রসেরই উপাসনা ক'রে এসেছি। হঠাৎ এই বুড়ো বয়সে রসের গোড়ায় পিঁপড়ে ধরেছে, তাই তোমাদের মত শুষ্ক তরুর কাছে ছুটে এসেছি। এখন একটা উপায় কর সোনার চাঁদ!

২য় চোর। বুড়ো পাগল না কি? জান আমরা কে?

আনন্দরাম। খুব জানি, তোমাদের পরিচয় তোমাদের মুখে চোখে লেখা রয়েছে। না জান্‌লেও তোমাদের ঐ চন্দ্রবদন দেখ্‌লেই চট্‌ ক'রে মালুম হ'য়ে যায়।

২য় চোর। বল দেখি আমরা কে?

আনন্দরাম। আগে অভয় না দিলে অতবড় একটা কথা বল্‌তে যে সাহস হ'চ্ছে না মাণিক!

১ম চোর। বল অভয় দিলুম।

আনন্দরাম। তবে বলি, আচ্ছা বাপধন! তোমরা ত সিঁদ কেটে অনেক রকম বামাল পাচার কর্‌তে পার। আচ্ছা, ঘোড়া চুরি কর্‌তে পার কি?

১ম চোর। কি, এতদূর স্পর্দ্ধা—আমাদের চোর অপবাদ দাও!

আনন্দরাম। আহা-হা—চটো কেন চাঁদ! এই যে বল্‌লে অভয় দিলাম।

১ম চোর। ও—অভয় দিয়েছি—আচ্ছা—

আনন্দরাম। তোমাদের কোন ভয় নেই, আমি তোমাদের ধরিয়ে

দেবো না ; আজকের এই ঘোড়া চুরির বাণিজ্যে আমিও তোমাদের মাসতুতো ভাই। এখন খাঁটি কথা বল, দেখি, পারবে ? পার তো এই হার ছড়াটি পুরস্কার! ভূতপূর্ব্ব মহারাজ এ হার আমায় দিয়েছিলেন, এর ঢের দাম।

১ম চোর। তা' যেন করলুম, কিন্তু ঘোড়ার খোরাকী দেবে কে ?

আনন্দরাম। আহা-হা, আবার খোরাকীর কথা তুলছো কেন ? তোমরা শুধু চুরি ক'রে ঘোড়াটা আমার হাতে দেবে—ব্যস্, তোমাদের ছুটি—শুভকর্ম্ম সেরে হার ছড়াটি নিয়ে যে যার পথ দেখে নেবে। আমার প্রয়োজন শুধু ঐ ঘোড়াটা।

১ম চোর। ঘোড়া নিয়ে কি করবে ঠাকুর ?

আনন্দরাম। ঘোড়াটা নিয়ে যার ঘোড়া তাকে ফিরিয়ে দেবো।

১ম চোর। তাতে তোমার লাভ কি ঠাকুর ?

আনন্দরাম। কি জান, আমার ঐ একটা ঘোড়ারোগ—ঘোড়া চুরিও করা চাই—আবার ফিরিয়ে দেওয়াও চাই। এখন এস, আস্তাবলটা তোমাদের দেখিয়ে দিই—যতটা সোজা কাজ মনে করছো ততটা নয়। রাজার আস্তাবল থেকে চুরি, বুঝেছ ?

১ম চোর। রাজার আস্তাবলে ত অনেক ঘোড়া—তার মধ্যে একটা চুরি করা তত শক্ত নয়।

আনন্দরাম। যে সে ঘোড়া নয় সোনারচাঁদ, আমি যে ঘোড়াটা দেখিয়ে দেবো সেই ঘোড়াটা। লক্ষণ ব'লে দিলে তোমরা চিনতে পারবে —দিব্যি সাদা ধব্‌ধবে রং, ইয়া বালামুচি, লোটান কান, কপালে জয়পত্র, লাখ ঘোড়ার মধ্যে থাকলেও সাধারণের দৃষ্টি তারই উপর পড়বে। কেমন, পারবে যাদু !

১ম চোর। তা খুব পারবো, আচ্ছা ঠাকুর—সত্যি বল ত ঘোড়াটা পাণ্ডবের কিনা, আর ঐ ঘোড়াটা নিয়েই এই যুদ্ধের আয়োজন কিনা?

আনন্দরাম। বাঃ সোনার চাঁদ একেবারে ঠিক ধরেছ! তাঁ চল, কাজ হাঁসিল করবে চল।

১ম চোর। আচ্ছা ঠাকুর তাতে তোমার লাভ?

আনন্দরাম। লাভ এমন কি হবে বল—তবে আমার ইচ্ছা যখন ঐ ঘোড়া নিয়েই যুদ্ধ, তখন ঘোড়াটা ফিরে দিলে যুদ্ধটা বন্ধ হ'তে পারে। জান ত 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু-খাগড়ার প্রাণ যায়'—রাজারা যুদ্ধ করবে—মাঝ থেকে আমাদের পথে বস্‌তে হবে। তাই নিজের স্বার্থের জন্য এতটা চেষ্টা করছি। এখন এস, ওদিকে রাত কাবার হ'য়ে আসছে।

১ম চোর। চল দেখি, যদি কিছু করতে পারি;

[সকলের প্রস্থানোদ্যোগ]

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। কি ঠাকুর! বুড়ো বয়সে আবার ঐ বিদ্যে ধরেছ কদ্দিন?

আনন্দরাম। [স্বগত] আ-মলো', এ জ্যাঠা ছোঁড়া আবার কোত্থেকে এল। [প্রকাশ্যে] কি বিদ্যে ধরেছি—কি বিদ্যে ধরেছি হে?

শ্রীকৃষ্ণ। এ বড় বিদ্যে—চুরি বিদ্যে।

আনন্দরাম। কি, আমায় চোর বলা—তুই চোর!

শ্রীকৃষ্ণ। [স্বগত] সেটা কি আর মিথ্যে কথা! নইলে এই তৃতীয় প্রহর রাত্রে এই নির্জ্জন প্রান্তরে চোরের সঙ্গে কি মতলব আঁটছিলে ঠাকুর? মনে করেছ বুঝি আমি কিছু শুনিনি? ঐ অশ্বত্থবৃক্ষের আড়ালে দাঁড়িয়ে তোমাদের অশ্বাপহরণের সমস্ত কথাই শুনেছি।

১ম চোর। [জনান্তিকে দ্বিতীয়ের প্রতি] ভায়া! গতিক বড় ভাল নয়, রাজা জান্‌তে পারলে প্রতুল আর কি!

২য় চোর। [জনান্তিকে প্রথমের প্রতি] কাজ নেই ভায়া, মুক্তাহারে—আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম।

[চোরগণের প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। কি ঠাকুর! কি ভাব্‌ছো—সঙ্গীরা যে সট্‌কাল!

আনন্দরাম। অধঃপাতে যাও।

[প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। যাও রাজভক্ত সরল উদার ব্রাহ্মণ; স্বেচ্ছায় তোমার কার্য্যে বাধা দিয়েছি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে—আর সেই জন্যই আজ অভিশপ্ত। এ তোমার অভিশাপ নয় ব্রাহ্মণ, সুদূর ভবিষ্যদ্বাণী। মহাসমুদ্রের প্রত্যেক বারিবিন্দু যেমন তার প্রাণ—তার সত্তা—তেমনি আমার অস্তিত্ব এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জীবসঙ্ঘে—আমার অধঃপতনে তাদের অধঃপতন। এই দ্বাপর অবসানে কলির উৎপত্তি—যখন ব্যাভিচারের স্রোতে সংসারের ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ভেসে যাবে—তখন আবার আমার কার্য্য, আর আমার অধঃপতন তখন পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম, ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

পাণ্ডব শিবির

অর্জ্জুন

অর্জ্জন। প্রাতেই যুদ্ধ। এ যুদে ভুবন-বিজয়ী পার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী কে? তারই ঔরসজাত একটা বালক। বীরকুলমণি গাণ্ডীবধন্বার পক্ষে এর চেয়ে লজ্জাকর বিষয় আর কি হ'তে পারে? না, এ যুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ কর্‌বো না। বৃষকেতুও বালক, বালকই বালকের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হবে। বৃষকেতুকেই সেনাপতি পদে বরণ করবো—তারপর প্রয়োজন হয়—না সে প্রয়োজন হবে না। পাণ্ডবের বিপুলবাহিনী বৃষকেতুর নেতৃত্বে চালিত হ'লেও তারা ভুবন জয় কর্‌তে পারে—তুচ্ছ মণিপুর রাজ, আর তার অশিক্ষিত সেনাদল। এই যে বৃষকেতু—বৎস! সমস্ত প্রস্তুত?

বৃষকেতুর প্রবেশ

বৃষকেতু। হ্যাঁ। পিতৃব্য, পাণ্ডব সেনাদল সুসজ্জিত হ'য়ে আপনার আদেশ অপেক্ষা কর্‌ছে।

অর্জ্জুন। আমার আদেশের প্রতীক্ষা কর্‌তে হবে না বৎস! তাদের জানিয়ে দাও, এ যুদ্ধের সেনাপতি আমি নই—তুমি। যাও বৃষকেতু! প্রয়োজন মত সেনাসন্নিবেশ কর। মনে থাকে যেন বৎস, পাণ্ডবের অক্ষুণ্ণ কীর্ত্তিস্তম্ভের শিখরদেশে উড্ডীয়মান পতাকা যেন তোমার কাপুরুষতায় ভেঙে না পড়ে। মনে থাকে যেন বৎস, ধর্ম্মরাজের মহাযজ্ঞ সম্পাদন

এখন তোমার বাহুবলের উপর নির্ভর করছে— তুচ্ছ মমতার আকর্ষণে যেন কর্ত্তব্য হারিও না, যাও !

বৃষকেতু। আশীর্ব্বাদ করুন পিতৃব্য ! যেন আপনার মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারি।

অর্জ্জুন। জয়স্তু।

বৃষকেতু। [স্বগত] নারায়ণ! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্—এ ভীষণ পরীক্ষার্ণব পার হ'তে হৃদয়ে বল দাও প্রভু ! [প্রস্থান

অর্জ্জুন। কোমল হৃদয় বৃষকেতুর উপর এমন একটা দায়িত্বভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌লে চল্‌বে না, কি জানি অদূরদর্শী বালক যদি স্নেহের দৌর্ব্বল্যে কর্ত্তব্যপথ হ'তে বিচলিত হয়। কে—রমণী? এ স্তব্ধ তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথে কে তুমি রমণী ?

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। চিন্‌তে পার্‌লে না পাণ্ডববীর ! নিষ্ঠুর পুরুষ, একদিন যে সরলপ্রাণা রমণীকে মৌখিক প্রণয়ের ভাণে ভুলিয়ে আশার আকাশ-কুসুম হাতে তুলে দিতে উদ্যত হয়েছিলে—যাকে একদিন জীবনের ধ্রুবতারা জ্ঞান কর্‌তে—মুহূর্ত্তের অদর্শনে ব্যাকুল আগ্রহে যার আশাপথ চেয়ে থাক্‌তে। তারপর নিষ্ঠুর, সেই অবলা সরলাকে জন্মের মত পরিত্যাগ ক'রে জগতে নিষ্ঠুরতার একটা স্থায়ী আদর্শ রেখে গেলে—আমি সেই পদ-দলিতা—চির-পরিত্যক্তা অভাগিনী। চিন্‌তে পেরেছ কি পাণ্ডববীর ?

অর্জ্জুন। চিত্রা ! চিত্রা ! তুমি ? এই গভীর রজনীতে একাকিনী শত্রুশিবিরে কি উদ্দেশ্যে এসেছ মণিপুর-রাজমাতা ?

চিত্রাঙ্গদা। মণিপুর রাজমাতা ! নিষ্ঠুর পুরুষ—এই কি সম্ভাষণ ! যার অদর্শনে মরুতুল্য শ্মশান দেহখানা নিয়ে কত দীর্ঘ দিবস—কত

সুপ্তিহীন রজনী, শুধু আমার আকাশ কুসুম কল্পনা ক'রে অতিবাহিত ক'রেছি—কত বিনিদ্র রজনীতে উষ্ণ অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত করেছি—যার পবিত্র স্মৃতিখানি বুকে ধ'রে এই নিরাশার দগ্ধ হৃদয়ে প্রাণটাকে আঁকড়ে ধ'রে রেখেছি—আজ সেই আকাঙ্ক্ষার-নিধি—পুণ্যময় স্মৃতির জীবন্ত মূর্ত্তি আমার হৃদয় দেবতার মুখে এই কথা! এমন প্রাণহীন শুষ্ক সম্ভাষণ! বল—বল প্রাণেশ্বর! তুমি কি সেই?

অর্জ্জুন। হ্যাঁ প্রিয়তমে! আমি তোমারই প্রেমের দ্বারে ভিক্ষুক সেই ফাল্গুনী। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা—

চিত্রাঙ্গদা। একি, থাম্‌লে কেন? কি বল্‌তে যাচ্ছিলে বল—ডাক প্রাণেশ্বর! আবার ঐ প্রেম-গদগদস্বরে চিত্রা ব'লে ডাক। বহুদিন—বহুদিন—ও মধুমাখা প্রেম-সম্ভাষণ শুনিনি, ডাক—আবার ডাক।

অর্জ্জুন। প্রেমময়ি! আজ যে আমার সে অধিকার নেই চিত্রা—প্রভাতেই যুদ্ধ। এই মণিপুররাজ্যের মাটীতে যে মূর্ত্তিতে প্রথমে এসে পা দিয়েছিলুম, আর আজ কর্ত্তব্যস্রোত আমায় যে অন্য মূর্ত্তিতে এখানে নিয়ে এসেছে চিত্রা! এখন মণিপুরের পিপীলিকা পর্য্যন্ত আমার শত্রু, তোমার পুত্র আমার প্রতিদ্বন্দ্বী—আর মণিপুর রাজমাতা তুমিও তাই।

চিত্রাঙ্গদা। ভুল—ভুল ধারণা পাণ্ডববীর! ললিতলতা যে সহকারকে একবার বাহুবন্ধনে বেষ্টন করে—সে কি জীবন থাকতে তার শত্রু হ'তে পারে? সতী কি কখন তার জীবনের একমাত্র আরাধ্য পতি দেবতার প্রতিকূলাচরণ করতে পারে? না প্রভু, তা কখনও সম্ভব নয়—এমন কি তার একমাত্র নয়নানন্দ পুত্রের জন্যও নয়। নইলে এমন ঘোরা তিমিরা রজনীর তৃতীয় প্রহরে এমনভাবে তোমার কাছে ছুটে আস্‌তুম না। পুত্রস্নেহ যদি পতিপ্রাণা সতীর পতিভক্তিতে ছাপিয়ে উঠ্‌তো—তাহ'লে সে প্রয়োজন হতো না প্রভু!

অর্জ্জুন। তাহ'লে তোমার আসার উদ্দেশ্য বুঝেছি চিত্রা, পতিভক্তির অভিনয় ক'রে পতিপাশে এসেছ পুত্রের প্রাণভিক্ষা করতে।

চিত্রাঙ্গদা। না প্রভু—তা নয়, আমি এসেছি কেন শুনবে? শোন, আমি এসেছি পুত্রকে বলিদান দিয়ে পতির প্রাণরক্ষা করতে। প্রভু! এই সঞ্জীবনী মণি গ্রহণ ক'রে দাসীকে কৃতার্থ কর।

অর্জ্জুন। চিত্রা! চিত্রা! তুমি দেবী—না রাক্ষসী? যে পুত্রকে দশ মাস দশদিন গর্ভে ধারণ করেছিলে, অনশনে অর্দ্ধাসনে থেকে বক্ষরক্ত দিয়ে যাকে লালন পালন করেছ, যার হাসি দেখে হেসেছ, ক্রন্দনে কেঁদেছ, বুকভরা স্নেহ-রসসিঞ্চনে যে কুসুম-সুকুমার ননীর পুতলীকে এতটুকু থেকে এত বড়টা করেছ, যার বিষণ্ণ মুখ দেখ্‌লে তোমার স্নেহ-প্রস্রবণ মাতৃহৃদয় পলকে প্রলয় জ্ঞান করতো—আজ তুমি সেই পুত্রবৎসলা জননী হ'য়ে পুত্রকে স্বেচ্ছায় কালের মুখে তুলে দিতে অগ্রসর হয়েছ? রাক্ষসি! এই কি মাতৃত্বের পরিচয়?

চিত্রাঙ্গদা। আমায় রাক্ষসী বল—পিশাচী বল—কিছু যায় আসে না প্রভু! আমি সতী—পতির প্রাণরক্ষাই আমার ধর্ম্ম। স্বামী তুমি, ধর্ম্ম তুমি, ইহকাল পরকাল তুমি—দোহাই প্রভু! আমায় সতীধর্ম্ম পালন করতে দাও।

অর্জ্জুন। রমণী! তুমি কি বলছো, পুত্রের জীবনের বিনিময়ে স্বামীর প্রাণরক্ষা করতে চাও—এই কি রমণীর কর্ত্তব্য! এই কি মাতৃত্বের নিদর্শন? জাননা কি রমণী! তোমার এই নিষ্ঠুর আচরণ এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত সন্তানদের প্রাণে একটা বিরাট আতঙ্কের সৃষ্টি করবে? সন্তান মাতৃমূর্ত্তির কল্পনা করতে শিউরে উঠ্‌বে।

চিত্রাঙ্গদা। কিন্তু প্রভু, আমি যে ভাব্‌তে পারি না, দাতার চেয়ে দান করা ধন বড়—না স্বামীর চেয়ে স্বামীর দান পুত্র বড়!

অর্জ্জুন। [স্বগত] পতিপ্রাণা চিত্রাঙ্গদা, সত্যই তুমি দেবী! কিন্তু আমি প্রাণান্তেও তোমার এ অমূল্য উপহার গ্রহণ করতে পারবো না। একটা বালকের ভয়ে ভীত হ'য়ে কাপুরুষের মত একটা রমণীর সাহায্যে আত্মরক্ষা করতে হবে? তার চেয়ে ভুবনবিজয়ী গাণ্ডীবধন্বা বিজয়ের মৃত্যুই শ্রেয়। [প্রকাশ্যে] পতিপ্রাণা চিত্রাঙ্গদা, বর্ত্তমানে তুমি আমার শত্রুপক্ষীয়, তথাপি তোমার সৌজন্য ও পতিভক্তিতে আমি মুগ্ধ; কিন্তু তোমার এ অমূল্য উপহার আমি গ্রহণ করতে অক্ষম। যাও চিত্রাঙ্গদা, উষা সমাগত প্রায়—এ অমূল্য মণি তোমার পুত্রকে দিয়ে তার প্রাণরক্ষা কর।

চিত্রাঙ্গদা। [স্বগত] নিলে না—পতিকাঙ্গালিনীর এত আশা—এত উদ্যম সমস্ত ব্যর্থ ক'রে দিলে। আর কি বলবো—আর কি করবো—ঈশ্বর এইবার তোমার কার্য্য—আমার স্বামীকে রক্ষা কর।

[প্রস্থান

অর্জ্জুন। যাও অভিমানিনী, আশীর্ব্বাদ করি তোমার এ অপার্থিব পতিভক্তি অচলা হোক্।

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

পথ

গীতকণ্ঠে মণিপুর সৈন্যগণের প্রবেশ

(চল) বীরকরে অসি, ঝলসিয়া দিশি,
সময় সাজে সাজি।
অতুল বিভব বীরের গৌরব
অর্জ্জিতে হবে আজি॥
রাখিতে দেশের রাজার মান,
দিতে হবে রক্ত আপন প্রাণ,
উড়ায়ে বিমানে কীর্ত্তি পতাকা
অভিনব শোভায় রাজি॥
বীরের সাধনা জিনিতে সমর,
কামনা মরিয়া হইতে অমর,
অরাতি নিধনে উল্লাস প্রাণে
রক্ত বিনিময়ে বাজী॥

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

রণস্থল।

বৃষকেতু ও সৈন্যগণ

বৃষকেতু ! হের দূরে—কাতারে কাতারে
ধেয়ে আসে অরাতির চমূ—
পুরোভাগে মণিপুর রাজ
তরুণ যুবক দেবকান্তি,
উন্মুক্ত কৃপাণ করে—
বীরদাপে বীরেন্দ্রকেশরী
হের আসে ঐ যুথ আরোহণে।
অগ্রসর হও সৈন্যগণ—
মৃত্যুপণে জিনিতে সমর।

সৈন্যগণ। জয় বীরকেশরী পার্থের জয়।

[সকলের প্রস্থান

যুদ্ধ করিতে করিতে বৃষকেতু ও বভ্রুবাহনের প্রবেশ

বভ্রুবাহন। ধরহ বচন রাধেয় নন্দন
কেন অকারণ
আকিঞ্চন মৃত্যুরে বরিতে ?
কোমল কোরকসম কিশোর বয়স

এখনও অপূর্ণ তব সংসারের সাধ—
যাও ফিরে শিবিরে আপন
পাঠাও পিতৃব্যে
ভুবনবিজয়ী বীর গাণ্ডীবি অর্জ্জুনে।
মমতায় প্রাণ কাঁপে মোর
আঘাতিতে ওই কুসুম কোমল কায়।

বৃষকেতু। বৃথা গর্ব্ব মণিপুরপতি!
ভ্রম তব ঘুচাব অচিরে;
ছিন্নশির যবে তব লুটাবে ধরায়,
আর্ত্তরোলে কাঁপিবে ভুবন,
উন্মাদিনী জননী তোমার
আকুলা পড়িবে ভূমে হা পুত্র বলিয়ে!
জানিবে জগৎ তবে
হীনবল নহে কভু বীর কর্ণসুত।

বভ্রুবাহন। বৃথা বাক্যছটা তব নব সেনাপতি
উন্মাদ কল্পনা তব!
বামন হইয়ে প্রয়াসিছ চন্দ্রমা ধারণে—
পঙ্গু হ'য়ে লঙ্ঘিবারে গিরি!
পাণ্ডবকুলের দীপ তুমি বৃষকেতু
পিণ্ডস্থল পিতৃপুরুষের,
উচিত নহেক তব
আলিঙ্গিতে নিশ্চিন্ত মরণে।
যাও ফিরে ত্যজি রণস্থল
পাঠাও পিতৃব্যে—

এই রণে
অশ্বরক্ষী যিনি সেনাপতি।

বৃষকেতু। বৃথা বাক্যে কিবা প্রয়োজন
ধর অস্ত্র আত্মরক্ষা কর—
অস্ত্রমুখে বীরত্বের দেহ পরিচয়।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

বেগে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী দুর্জ্জনসিংহের প্রবেশ

দুর্জ্জনসিংহ। মূর্খ অর্জ্জুন, নিজে কাপুরুষের মত শিবিরে ব'সে যুদ্ধের গতি নিরীক্ষণ কর্‌ছে—আর বালক বৃষকেতুর উপর দিয়েছেন এই বিপুল সৈন্য চালানর ভার! বৃষকেতুর ক্ষুদ্রশক্তি বভ্রুবাহনের দুর্দ্দমনীয় শক্তির সম্মুখে কতক্ষণ। ঐ বীর বভ্রুবাহনের শাণিত কৃপাণ সূর্য্যকিরণে মুহূর্ত্তে ঝলসিত হ'য়ে উঠ্‌লো—সঙ্গে সঙ্গে ঐ পাণ্ডবসৈন্য আর্ত্তনাদ ক'রে রক্তাক্ত কলেবরে ভূপতিত হ'ল! ঐ তার উদ্যত কৃপাণের মুখে বালক বৃষকেতু—কি ক্ষিপ্রতায় সে ভীষণ আঘাত প্রতিহত কর্‌লে! ঐ আবার —সাবাস—সাবাস কর্ণপুত্র! না, আর পার্‌লে না—বৃষকেতু বিপন্ন—যাই—অচিরেই পাণ্ডবশিবিরে সংবাদ দিতে হবে।

[বেগে প্রস্থানোদ্যোগ

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। তাই তো—অমন প্রচণ্ডবেগে কোথায় চ'লেছ বন্ধু—হোঁচোট খাবে যে!

দুর্জ্জনসিংহ। আঃ, কর কি! দেখ্‌ছো না—পাণ্ডবদের যে বিপদ!

শ্রীকৃষ্ণ। তাতে তোমার কি?

দুর্জ্জনসিংহ। বেশ লোক ত! আমার কি! আরে পাণ্ডবদের যে বিপদ। নাও, হাত ছাড়।

শ্রীকৃষ্ণ। [দুর্জ্জনসিংহের কটীদেশ জড়াইয়া ধরিয়া] তাই তো! তা'হ'লে কি করা যায় বন্ধু—পাণ্ডবদের যে বিপদ।

দুর্জ্জনসিংহ। আহা ছাড়—কি রকম লোক তুমি! বিপদ বোঝ না?

শ্রীকৃষ্ণ। বুঝেছি বৈকি বন্ধু—পাণ্ডবদের যে বিপদ!

কতিপয় বেদিয়ার প্রবেশ এবং শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে
দুর্জ্জনসিংহকে বন্দীকরণ

১ম বেদিয়া। এইবার বুড়ো—তোকে পেয়েছি। বল বুড়ো, আমাদের শান্তি কোথায়?

দুর্জ্জনসিংহ। [স্বগত] একি বিভ্রাট! [প্রকাশ্যে বিকৃতি স্বরে] আমায় ধর্‌ছো কেন তোমরা, আমি বুড়ো মানুষ—রাজাটা কচি ছেলে যুদ্ধ কর্‌তে এসেছে শুনে থাক্‌তে পারিনি, তাই ছুটে এসেছি তাকে ফেরাতে—আমার উপর জুলুম কেন বাবা?

১ম বেদিয়া। মিথ্যা কথা—বল্ বুড়ো! আমাদের শান্তি কোথায়, নইলে এখনি তোর দাড়ী ছিঁড়ে দেবো।

দুর্জ্জনসিংহ। শান্তি কে বাবা?

১ম বেদিয়া। দেখাচ্ছি [টানিবামাত্র দুর্জ্জনসিংহের কৃত্রিম শ্মশ্রু ও পরচুলা খুলিয়া গেল] একি! এ যে সেই কুত্তাটা—বুড়ো সেজে আমাদের ঠকাতে এসেছে। আজ কুত্তাকে শেষ ক'রে দেবো।

দুর্জ্জনসিংহ। দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছো কি বন্ধু! বাঁচাও, আজীবন তোমার ক্রীতদাস হ'য়ে থাক্‌বো।

২য় বেদিয়া। তুই এ কুত্তার বন্ধু? তবে তোকেও ছাড়্‌বো না। [শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধরণোদ্যোগ]

শ্রীকৃষ্ণ। বন্ধু। এইবার তোমার মস্তরই আওড়াতে হ'ল যঃ পলায়তি সঃ জীবতি। [প্রস্থান

দুর্জ্জনসিংহ। দোহাই তোমাদের, আমায় ছেড়ে দাও।

১ম বেদিয়া। এই যে দিচ্ছি। [দুর্জ্জনসিংহের কণ্ঠদেশ ধারণ]

সুধার প্রবেশ

সুধা। তোমরা কর্‌ছো কি! তোমাদের বিপন্ন রাজাকে সাহায্য না ক'রে একটা বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্ত ভেদ কর্‌তে তোমাদের অমূল্য সময় নষ্ট কর্‌ছো? অসংখ্য শত্রুসৈন্যের ব্যূহমধ্যে প'ড়ে তোমাদের রাজা একাকী ভগ্ন অস্ত্র নিয়ে প্রাণপণে আত্মরক্ষা কর্‌ছে—মুহূর্ত্তের বিলম্বে হয়তো সে নিরস্ত্র মহারথী অন্যায় সমরে ধরাশায়ী হবে। যদি মানুষ হও, অবিলম্বে তোমাদের রাজাকে রক্ষা কর।

১ম বেদিয়া। চল ভাই আর দেরী করা হবে না। যা কুত্তা, আজকের মত বেঁচে গেলি—কিন্তু বহিন, শান্তি ভায়ের উদ্ধারের কি হবে?

দুর্জ্জনসিংহ। [স্বগত] আচ্ছা দেখাচ্ছি।

[প্রস্থান

সুধা। সে ভার আমার। এস, চ'লে এস।

[সকলের প্রস্থান

ভগ্ন অসি হস্তে বভ্রুবাহনের প্রবেশ

বভ্রুবাহন। একখানা অস্ত্র—একখানা অস্ত্র! কে আমায় একখানা অস্ত্র দেবে? এই ভগ্ন অস্ত্র নিয়ে পাণ্ডবের বিপুল বাহিনীর সঙ্গে কতক্ষণ যুদ্ধ কর্‌বো? একখানা অস্ত্রের অভাবে এরা আমায় পশুর মত হত্যা

করবে। যদি বীরকেশরী গাণ্ডীবির হস্তে মৃত্যু হতো, তাহ'লে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করতুম! কিন্তু এ মৃত্যু তো বীরের বাঞ্ছিত নয়—এ যে গৌরবের উর্দ্ধতম শিখর হ'তে অপকীর্ত্তির অধস্তম স্তরে পতন। দয়াময়, নারায়ণ! এই কি আমার প্রাক্তন।

বৃষকেতু ও পাণ্ডব সৈন্যগণের প্রবেশ

বৃষকেতু। আক্রমণ কর—আক্রমণ কর! [সকলে বভ্রুবাহনকে আক্রমণ করিল]

বভ্রুবাহন। দানবীর কর্ণপুত্র—ধর্ম্মপ্রাণ পাণ্ডববংশধর! এই কি রণ-নীতি? তুমিই না একদিন বুভুক্ষু ব্রাহ্মণের ক্ষুন্নিবারণ করতে আত্মদেহ দান করেছিলে? আজ বুঝি তাই একটা বিপুল বাহিনীর নেতা হ'য়ে একজন নিরস্ত্রকে আক্রমণ ক'রে তার চেয়ে মহত্ব হৃদয়ের পরিচয় দিতে এসেছো? তথাপি জেনো পাণ্ডবসেনাপতি! অস্ত্র ভগ্ন হ'লেও বভ্রুবাহনের শক্তি এখনও ভেঙ্গে পড়েনি।

[যুদ্ধ করিতে করিতে বভ্রুবাহনের ভগ্ন অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল
তথাপি সে রিক্তহস্তে প্রাণপণে বাধা
দিতে লাগিল]

বেদিয়াগণের প্রবেশ এবং পাণ্ডবসৈন্যদলকে
আক্রমণ—যুদ্ধ করিতে করিতে পাণ্ডব-
সৈন্যগণসহ বৃষকেতুর
প্রস্থান

বভ্রুবাহন। এখনও আশা আছে! যখন এই নিরস্ত্রকে সাহায্য করতে অসভ্য বেদেরা ছুটে এসেছে, তখন আশা আছে। শুধু একখানা

অস্ত্র! কে কোথায় আত্মীয় আছ—বন্ধু আছ—এসো ছুটে এসো—তোমাদের নিরস্ত্র রাজাকে একখানা অস্ত্র ভিক্ষা দাও! কেউ নেই—দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রান্ত পাণ্ডবের বিরুদ্ধে একটী অঙ্গুলী উত্তোলন করে এমন শক্তিমান বুঝি কেউ নেই?

উলুপীর প্রবেশ

উলুপী। কেন থাকবে না বৎস! তোমার পাগ্‌লী মা আছে। এই নাও বীর অস্ত্র—পাণ্ডব নিধনে অগ্রসর হও।

[অস্ত্র প্রদান ও প্রস্থান

বভ্রুবাহন। চ'লে গেল মা—মৃত্যুর কবল হ'তে মুক্ত ক'রে নূতন জীবন দিয়ে চ'লে গেল? যাও মা! উদ্দেশে তোমাকে একটা প্রণাম করি—তারপর যদি তোমাব এ অস্ত্রের মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারি তারপরের কর্ত্তব্য তারপর—

[গমনোদ্যোগ]

বৃষকেতুর প্রবেশ

বৃষকেতু। কোথা যাও মণিপুররাজ!
অসভ্য অরণ্যজাতি যুঝে তোমা লাগি
দেয় প্রাণ অকাতরে সমর অঙ্গনে,
তুমি হেথা ভজিয়ান রণে কাপুরুষ,
র'য়েছ স্থাণুর মত নিশ্চেষ্ট দাঁড়ায়ে?
এত যদি মমতা প্রাণের
কেন তবে ধরেছিলে বাজী?
যাও ফিরি কাপুরুষ ত্যজি রণস্থল
মাগি পরাজয়—

দন্তে তৃণ করি
দেহ ফিরি হয় অর্জ্জুনেরে।

বভ্রুবাহন। জানি তব পরাক্রম রাধেয় নন্দন !
বাথানিয়া কিবা ফলোদয়,
ধর অস্ত্র—রক্ষ আপনারে।

[উভয়ের যুদ্ধ ও আহত হইয়া বৃষকেতুর পতন]

বৃষকেতু। কার্য্য শেষ। পিতৃব্য ! আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। মমতায় মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয় স্পন্দিত হয়নি—বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়নি—প্রাণপণে যুদ্ধ করেছি। বভ্রুবাহন! ভাই! আমায় মার্জ্জনা কর! কর্ত্তব্যের কষাঘাতে ক্ষতবিক্ষত প্রাণটাকে মমতার নিবিড় মধুর আলিঙ্গন হ'তে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে ভাই হ'য়ে ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছি, আমায় মার্জ্জনা কর ভাই—

বভ্রুবাহন। ভাই—ভাই বৃষকেতু! আমার বক্ষে এসো !

[উভয়ে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হইল]

অবিরত রক্তমোক্ষণে অবসন্ন দেহভার আমার বক্ষে ন্যস্ত ক'রে আমার স্কন্ধে ভর দাও ভাই! আমি তোমায় শিবিরে রেখে আসি।

[তথাকরণ ও উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রমোদ কক্ষ

চিন্তানিবিষ্ট দুর্জ্জনসিংহ

গীত

নর্ত্তকীগণ।—

আয় লো সই দিই গো সাঁতার
প্রেমের দরিয়ায়।
তরঙ্গে গা ঢেলে দে' ভাসিয়ে দোব
আপনায়॥
পুরুষের নয় লো তেমন প্রাণ,
লাজের বাঁধে পড়্‌বে বাঁধা
দায় হবে লো রাখা মান,
অকূলে ভেসে গেলে
সাম্‌লানো যে হবে দায়॥

দুর্জ্জনসিংহ। [সুরাপান করতঃ] নাঃ, এও অসহ্য! হৃদয়ের অসহনীয় যন্ত্রণার সম্মুখে চিরশান্তির প্রমোদ-উল্লাসও অসহ্য! যাও তোমরা,

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

প্রতিশোধ চাই! বারবার অসভ্য জানোয়ারগুলোর হাতে অপমানিত—লাঞ্ছিত হচ্ছি, এর যোগ্য প্রতিশোধ চাই। বভ্রুবাহনের জন্য নিশ্চিন্ত, তার দিন ঘুনিয়ে এসেছে। রাজমাতার কাছ থেকে মণি হস্তগত করেছি—তার উপর আবার স্বয়ং গাণ্ডীবি অস্ত্রধারণ করবে। কে?—

দস্যু সর্দ্দারের প্রবেশ

দুর্জ্জনসিংহ। কি সংবাদ ?

সর্দ্দার। সেই বেদের মেয়েটা ধরা পড়েছে। আমার সঙ্গীদের জিম্মায় রেখে প্রভুকে সংবাদ দিতে এসেছি।

দুর্জ্জনসিংহ। ধরা পড়েছে? সাবাস্ সর্দ্দার! অবিলম্বে তাকে এইখানে নিয়ে এস।

সর্দ্দার। এইখানে ?

দুর্জ্জনসিংহ। হ্যাঁ, এইখানে—এই প্রমোদ উদ্যানে। আর বেদে-পল্লীতে আগুন লাগাবার কি উপায় করেছ ?

সর্দ্দার। আমার অনুচরেরা বোধ হয় এতক্ষণে সে কার্য্য শেষ ক'রে ফিরেছে।

দুর্জ্জনসিংহ। সাবাস্ সর্দ্দার! যদি মণিপুর সিংহাসন আমার হয়—সেনাপতিত্ব তোমার। নিয়ে এসো সেই বেদেনীকে, এখনই—এই মুহূর্ত্তে। না, দাঁড়াও—আগে ছোঁড়াটাকে নিয়ে এসো।

[দস্যুসর্দ্দারের প্রস্থান

দুর্জ্জনসিংহ। একদিকে ভ্রাতার মৃত্যু—অন্যদিকে আমার তৃপ্তির সঙ্গে তার জীবনব্যাপি অশান্তি! একদিকে ঘোর অতৃপ্তি—অন্যদিকে শোকের তুমুল তুফান! দেখি বেদেনী কি চায় ?

অগ্রে দস্যুসর্দ্দার তৎপশ্চাতে গীতকণ্ঠে শান্তির প্রবেশ

গীত

শান্তি।—

বুঝি সকলি ফুরায়ে যায়।
আমার বিষাদ বেদনা সাধনা কামনা
সকলি সপিনু তোমার পায়॥

মুকুল জীবনে ফুরাইল সাধ,
নিয়তির খেলা হ'ল পরমাদ,
ওহে পারের কাণ্ডারী দিয়ে চরণ তরী
অকুল পাথারে রাখ অভাগায় ॥

দুর্জ্জনসিংহ। এই যে বিশ্বাসঘাতক—এইখানে থাক্। যাও সর্দ্দার সেই বেদেনীকে নিয়ে এসো!

[সর্দ্দারের প্রস্থান।

জান কি শাস্তি, তোমায় এখানে আনা হয়েছে কেন?

শাস্তি। কেমন ক'রে জান্‌বো। তবে অনুমান হয়, আমায় বিনাদোষে দণ্ড দিতে আপনি কৃতসঙ্কল্প।

দুর্জ্জনসিংহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—অবিকল! তবে বিনাদোষে নয়, তুমি বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারী—তোমার অপরাধ গুরুতর, আর সেই অপরাধের দণ্ড—মৃত্যু!

শাস্তি। মৃত্যু! আমায় মৃত্যুদণ্ড দেবেন? শুনেছি বাঁচা মরা তো মানুষের হাত নয়—আপনি কেমন করে আমায় মৃত্যু দেবেন?

দুর্জ্জনসিংহ। তা না হ'লেও তোমার মৃত্যু আমার হাতে, আর দেখ্‌তে পাবে সে মৃত্যু কেমন ভাবে দিই।

দস্যুসর্দ্দার ও সুধার প্রবেশ

সুধা। কার আদেশে তুমি আমায় বন্দী কর্‌লে দস্যু?

দুর্জ্জনসিংহ। আমারই আদেশে সুন্দরী! আমিই তোমার অনিন্দ্য-সুন্দর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তোমায় ছলে বলে কৌশলে যেমন ক'রে হোক্ অবরুদ্ধ কর্‌তে আদেশ দিয়েছিলুম। সর্দ্দার আমার প্রাণের বন্ধু, তাই

দস্যু সর্দ্দার। ...তদের কড়ায় ...বার জন্যে আমি ঐ ছোঁড়াটাকে রাখছিলুম।

জয়মালা ৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য—১৬১ পৃষ্ঠা।

বিনা বাক্যবয়ে আমার আদেশ পালন করেছে। শুধু যে তুমি বন্দিনী তা নয় সুন্দরী, তোমার বিশ্বাসঘাতক সহোদরও আজ বন্দী—মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

সুধা। য়্যাঁ! শান্তি! শান্তি! তুই এখানে? ভাই—একি শুন্‌ছি?

শান্তি। ভয় কি দিদি, আমাদের বুড়ো দেবতার কথা কি ভুলে গেলে? মানুষ কি ইচ্ছা কর্‌লে মানুষের মৃত্যু দিতে পারে?

সুধা। মানুষ কোথায় শান্তি? এ যে রাক্ষস!

শান্তি। রাক্ষসই হোক্—আর পিশাচই হোক্, ভগবান ত নয়।

দুর্জ্জনসিংহ। তা না হ'লেও স্থির জেনো বালক! সে অধিকার আমার আছে। তোমায় অস্ত্রাঘাতে হত্যা কর্‌বো না—তপ্ত তৈলকটাহে তোমায় জীবন্ত নিক্ষেপ কর্‌বো। সর্দ্দার, অবিলম্বে তৈলকটাহ আনয়ন কর।

[সর্দ্দারের প্রস্থান

মৃত্যুর পূর্ব্বে শুনে রাখ্‌ বিশ্বাসঘাতক, তোদের পরমহিতৈষী বেদেদের আমি কি সর্ব্বনাশ করেছি—বার বার অপমানিত—লাঞ্ছিত হ'য়ে আমি তার যোগ্য প্রতিশোধ নিয়েছি—তাদের সপুত্র পরিবারে জীবন্ত দগ্ধ কর্‌তে ঐ বেদপল্লীতে আমি আগুন লাগিয়েছি।

সুধা। য়্যাঁ! বল কি শান্তি! ঈশ্বরের করুণার উপর তোর রক্ষার ভার নির্ভর ক'রে আমি চল্‌লাম ভাই—দেখি যদি সে হতভাগ্যদের রক্ষার কোন উপায় কর্‌তে পারি।

[গমনোদ্যোগ, দুর্জ্জনসিংহের বাধা প্রদান]

দুর্জ্জনসিংহ। কোথা যাও সুন্দরী! ক্ষুধিত কেশরীর বিবরে এসে পা দিয়েছ—এখন আর তোমার সে স্বাধীনতা নেই।

সুধা। সরে যাও—সরে যাও, আমায় স্পর্শ ক'রো না।

দুর্জ্জনসিংহ। সে কি কথা সুন্দরী, শিকার হাতে পেয়ে কি কেউ ছেড়ে দেয়? এস, যদি ভাল চাও—আমার পাশে এসে ব'স।

দস্যুসর্দ্দারের প্রবেশ এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের উপর তৈলপূর্ণ কটাহ স্থাপন

এখনও দাঁড়িয়ে রইলে কেন সুধা? এস—যদি স্ব-ইচ্ছায় না এস, আমি বলপ্রকাশেও কুণ্ঠিত হবো না। হ্যাঁ, আর একটা কথা—তোমার ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড তুমি ইচ্ছা করলে রহিত করতে পার—শুধু তোমার ঐ রূপের বিনিময়ে। তুমি যদি স্বেচ্ছায় আমার প্রমোদসঙ্গিনী হও, তোমার ভাইকে মুক্তি দেবো—আর যদি অসম্মত হও, তোমারই চক্ষের সম্মুখে তোমার ভাইকে ঐ উত্তপ্ত তৈলকটাহে নিক্ষেপ করবো। বেছে নাও সুধা, কি চাও—স্নেহের সহোদরের মুক্তি চাও—না মৃত্যু চাও?

সুধা। কি বললি পিশাচ! সতী রমণী তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সতীধর্ম্মের বিনিময়ে তার ভাইকে রক্ষা করবে? তা হয় না পিশাচ—নশ্বর একটা জীবনের জন্য ধর্ম্মত্যাগ করবো না—না, প্রাণান্তেও না। মাথার উপর সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আছেন তিনিই অগতির গতি—বিপন্নের আশ্রয়, দীনের বন্ধু, তিনিই আমার ভাইকে রক্ষা করবেন।

দুর্জ্জনসিংহ। বটে, তবে দেখ্! সর্দ্দার, বালককে তৈলকটাহে নিক্ষেপ কর—আয় বেদেনী, আমার পাশে বসবি আয়।

[সর্দ্দার শান্তিকে বাঁধিতে লাগিল, দুর্জ্জনসিংহ সুধার হস্ত ধারণ করিতে উদ্যোগ, সুধার ইতস্তত: পরিক্রমণ]

সিংহের গহ্বরে এসে পড়েছিস্ পালাবি কোথায়? [সুধাকে আকর্ষণ]

সুধা। নারায়ণ! রক্ষা কর, পিশাচের হস্তে ধর্ম্ম যায়—সর্ব্বস্ব যায়

—মা সতীরাণী আদ্যাশক্তি ! সতীর ধর্ম্মরক্ষা কর্‌তে কি তুইও শক্তিহীনা হয়েছিস্ ? দয়া কর্ মা—দয়া কর, এই দুর্ব্বৃত্ত পিশাচকে জরাগ্রস্ত ক'রে তার পাশবশক্তির লোপ কর মা ! [সুধা সজোরে আপনাকে মুক্ত করিল নত্ত দুর্জ্জনসিংহ শোফায় ঢলিয়া পড়িল]

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। তার কি আর অন্যথা হয় বেটী—সতীর ধর্ম্মরক্ষা কর্‌তে মা সতীরাণী আজ তোর রসনায় আবির্ভূতা, তাই তোর কাতর আর্ত্তনাদের সঙ্গে এই অভিশাপবাণী তোর অজ্ঞাতে তোর মুখে উচ্চারিত হ'য়েছে। ঐ দেখ, বীভৎস-মূর্ত্তি জরা কামান্ধ পিশাচকে আক্রমণ কর্‌তে ধেয়ে আস্‌ছে—আর ভয় নেই। তোর স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে—তোর কি এমন ভাবে নিশ্চিন্ত থাকা সাজে ? আয়—আমার সঙ্গে আয়।

[সুধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান

দুর্জ্জনসিংহ। একি অলক্ষণ !
কেন ঘন হৃদয় স্পন্দন !
শিবা বায়সের রব পশিছে শ্রবণে
পেচকের তীব্র আর্ত্তনাদ !
ধরিত্রী যাইছে সরি চরণ হইতে।
একি ধরিত্রী কম্পন !
কেন কেন শিহরণ !
ভার হয়ে আসে দেহ—
অবশ চরণ—ভুজযুগ হ'তেছে অবশ !
দৃষ্টি ক্ষণতর—ঘূর্ণমান দশদিশি !
শ্বাস রুদ্ধ প্রায়, ঘন ঘন দেহের কম্পন !

শক্তিহীন হ'য়ে আসে দেহ। .
অবসাদ আসে ধীরে ধীরে—
ওই বুঝি ধমনী ভিতরে
লুপ্ত হ'ল শোণিত প্রবাহ !
ক্ষীণতর হৃদয়ের বেগ !
ঘূর্ণ্যমান শির
দাঁড়াতে অক্ষম আমি।
একি—তথাপি কম্পন !
নাহি শক্তি উত্তোলিতে বাহু—
নাহি মোর উত্থান শকতি !
রাক্ষসী বেদিনী !
সর্ব্বনাশী কি করিলি তুই ?
যাদুমন্ত্রে শক্তিলোপ করিলি আমার !
প্রতিশোধ—প্রতিশোধ চাই,
সর্দ্দার !
শৃঙ্খলিত কর বেদিনীরে।
প্রতিশোধ চাই—

শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। তার আর কথা আছে বন্ধু ! প্রতিশোধ নিতেই হবে—কিন্তু বন্ধু, বেদিনী যে পগার পার।

দুর্জ্জনসিংহ। য়্যাঁ ! বল কি বন্ধু ! বেদিনী পলাইতা ? সর্দ্দার—সর্দ্দার তবে তুমি কি কর্‌ছিলে ?

দস্যুসর্দ্দার। তেলের কড়ায় ফেল্‌বার জন্যে আমি ঐ ছোঁড়াটাকে বাঁধ্‌ছিলুম।

দুর্জ্জনসিংহ। অপদার্থ তুমি, প্রতিশোধ নেওয়া হলো না—প্রতিশোধ নেওয়া হলো না। বালককে তৈলকটাহে নিক্ষেপ কর, আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করো না।

শ্রীকৃষ্ণ। তা তো ফেল্‌তেই হবে বন্ধু! তবে আমার একটা কথা শুন্‌বে বন্ধু?

দুর্জ্জনসিংহ। আগে এই দুষ্ট বালককে তৈলকটাহে নিক্ষেপ করুক—তারপর শুন্‌বো বন্ধু!

শ্রীকৃষ্ণ। আমি তো আর তাতে বাধা দিচ্ছি না বন্ধু, বরং ঐ বালককে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ্‌ কর্‌তে তোমায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে বল্‌ছি।

দুর্জ্জনসিংহ। তুমি তা বল্‌বার পূর্ব্বে আমি বালককে হত্যা কর্‌তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছি।

শ্রীকৃষ্ণ। তাহ'লে প্রতিজ্ঞা ক'রেছ? শেষটায় পেছুবে না ত?

দুর্জ্জনসিংহ। আমার প্রতিজ্ঞা চিরদিনই অচল—অটল।

শ্রীকৃষ্ণ। বেশ, তাহ'লে আমার কথাটা শেষ হ'লেই বালককে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ কর্‌বে, কেমন?

দুর্জ্জনসিংহ। নিশ্চয়ই—

শ্রীকৃষ্ণ। তাহ'লে একটা গল্প বলি শোন বন্ধু!

দুর্জ্জনসিংহ। উপকথা শোন্‌বার আমার অবসর নেই বন্ধু! যা বল্‌বার আছে সংক্ষেপে বল।

শ্রীকৃষ্ণ। সংক্ষেপেই বল্‌ছি বন্ধু—এক সাধ্বী একদিন দস্যু হস্ত হ'তে তাঁর স্বামীকে রক্ষা কর্‌তে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছিল—সেই রমাদেবীকে তোমার মনে পড়ে বন্ধু?

দুর্জ্জনসিংহ। কি বল্লে, রমা! আমার জীবনসঙ্গিনী পতিপরায়ণা পত্নী রমা! তার কথা কেন তুল্ছো বন্ধু, অতীতের সে চিরপবিত্র স্মৃতি। সে মধুময় স্মৃতি ভোলবার নয়—জীবনের পরপারে গিয়েও নয়। শুধু রমার স্মৃতি নয় বন্ধু! সেই দেবী প্রতিমার পবিত্র স্মৃতির সঙ্গে আরও দু'টি স্বর্গীয় মধুময় স্মৃতি জড়ানো। তারা স্বর্গে—আর আমি হতভাগ্য হৃদয়ে জীবনব্যাপী বিষাদের তুষানল জ্বেলে পুনর্ম্মিলনের আশায় মৃত্যুর আশাপথ চেয়ে ব'সে আছি।

শ্রীকৃষ্ণ। তা না হয় আছ, কিন্তু সেই দেবশিশু দু'টি যে স্বর্গে—এ কথা তোমায় কে বল্লে?

দুর্জ্জনসিংহ। দুর্দ্দান্ত দস্যুর অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত দেহে কখন যে আমি জ্ঞানহারা হয়েছিলুম মনে পড়ে না। চেতনা লাভ ক'রে দেখ্লুম, পার্শ্বে হতভাগিনী রমার মৃতদেহ—আর তার বক্ষে দুটী বালকবালিকার বিকৃতি ছিন্নমুণ্ড। সে দৃশ্য কি ভীষণ! কি করুণ! কি মর্ম্মন্তুদ! বন্ধু! আমি আবার চেতনা হারালুম!

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি প্রতারিত হয়েছিলে বন্ধু, নরঘাতী দস্যু বালক-বালিকা দু'টিকে অপহরণ ক'রে তোমায় প্রতারিত কর্তে দু'টী মৃত শিশুর বিকৃতিমুণ্ড রমার বক্ষে রেখেছিল।

দুর্জ্জনসিংহ। য়্যাঁ! তবে কি তারা জীবিত? বন্ধু! বন্ধু! বল—বল তারা কোথায়?

দস্যুসর্দ্দার। [স্বগত] একি! লোকটা কে! সব ঠিক্ ঠাক্ বল্ছে! যদি আমায় চিনে ফেলে! তাহ'লে ত সর্ব্বনাশ—প্রাণ নিয়ে টানাটানি! মাথায় থাক্ বাবা সেনাপতির পদ—প্রাণে বাঁচলে সব হবে।

[অন্যের অলক্ষ্যে প্রস্থান।

অগ্নি।···তোমাদের নয়নের প্রত্যেক বারিবিন্দু অজগর মূর্ত্তিতে আমায় পাশবদ্ধ ক'রে আমায় দংশন করছে। রক্ষা কর মা—রক্ষা কর!

[জয়মাল্য ৪র্থ অঙ্ক, ৭ম দৃশ্য—১৪৬ পৃষ্ঠা।

সিংহ। চুপ ক'রে রৈলে কেন বন্ধু! বল, তোমার পায়ে ধরি বন্ধু! বল তারা কোথায়? যখন এতটা সংবাদ রাখ, তখন তুমি নিশ্চয়ই জান তারা কোথায়! বল বন্ধু, দয়া কর—পরাশ্রিত হতভাগ্যকে দয়া কর বন্ধু—আমি আজীবন ক্রীতদাস হ'য়ে থাক্‌বো।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্যস্ত হ'য়ো না, বল দেখি বন্ধু—রমার মুখখানা মনে পড়ে কি? সে মুখের প্রতিচ্ছবি আর কোথাও দেখ্‌ছো কি?

দুর্জ্জনসিংহ। তাই কি! তাই কি! হ্যাঁ, তাই ত বটে! সে মুখই ত বটে! ভগবতী বসুন্ধরা দ্বিধা হও! বিশ্বধ্বংসী প্রভঞ্জন—প্রলয়ের মূর্ত্তি ধ'রে পৃথিবীখানাকে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দাও। আকাশ! তোমার বক্ষে কি একখানা বজ্র নেই—যার বিশ্বধ্বংসী কালানলে ধরিত্রী ভস্মীভূত হ'য়ে যায়? উন্মত্ত সাগর! প্রলয় তুফানে বাড়াবাগ্নি জ্বেলে এই নরাধম পিশাচকে পুড়িয়ে মার—আর তার প্রতিহিংসাকে পুড়িয়ে মার! উঃ, কি ক'রে'ছি—কি ক'রেছি! আর, যা পিশাচে পারে না, নরকের প্রেত যে কথা ভাব্‌তে ঘৃণায় আতঙ্কে শিউরে ওঠে—আমি পিশাচের অধম তাই—তাই—না—না—আর ভাবতে পারি না—আত্মহত্যায় মহাপাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো। এই হাতখানা—কামান্ধ কুক্কুরের হাতখানা—ইচ্ছা হ'চ্ছে কাম্‌ড়ে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলি! এই লুব্ধ দৃষ্টিপূর্ণ চোখ দু'টো নখে উপ্‌ড়ে ফেলি; কিন্তু এতটুকু শক্তি নেই। হ্যাঁ, আছে বৈকি—এই পাথরে মাথাটাকে দু'খানা ক'রে ফেল্‌বার শক্তি আছে—তাই করি, দেখি, তাতে যদি মহাপাপের এতটুকুও প্রায়শ্চিত্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ। [বাধা প্রধান করত] কর্‌ছো কি বন্ধু! আমার গল্প ত শেষ হ'য়ে গেল, এইবার তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর—বালককে তৈলকটাহে নিক্ষেপ কর্‌তে তোমার বন্ধুপ্রবরকে আদেশ দাও—

দুর্জ্জনসিংহ। আমায় মার্জ্জনা কর বন্ধু! মহাপাপী আমি—মার্জ্জনা

চাইবারও আমার অধিকার নেই! শান্তি! বাপ্ আমার! বুকের নিধি—বুকে আয়! সর্দ্দার! সর্দ্দার! শান্তির বাঁধন খুলে দাও।

শ্রীকৃষ্ণ। সর্দ্দার কৈ বন্ধু—সে ত সটকেছে।

দুর্জ্জনসিংহ। সে পালালো কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার উপকারী বন্ধু কিনা—পাছে তুমি রমার হত্যাকারী ব'লে চিনে ফেল। আয় শান্তি, তোর বাঁধন আমি খুলে দিই—তোরা বেদে নোস্, ইনিই তোদের পিতা।

[তথাকরণ ও প্রস্থান

শান্তি। আমার কাঁধে ভর দাও বাবা, চল কুটীরে নিয়ে যাই।

দুর্জ্জনসিংহ। না শান্তি, তা হবে না—এখন যে আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার সময় এসেছে। চল, আমায় রণক্ষেত্রে নিয়ে চল—আমার মার কাছে, তোমার দিদির কাছে নিয়ে চল—মণিপুররাজের কাছে নিয়ে চল। আমায় মার্জ্জনা চাইতে হবে—সকলের কাছে মার্জ্জনা চাইতে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

অরণ্যের একাংশ

অরণ্যজন্তুর শাবক ক্রোড়ে গীতকণ্ঠে বেদিনীগণের প্রবেশ

গীত

কি হবে গো কোথা যাব গো

দুষমন এসেছে।

পাতার কুঁড়ে গেল পুড়ে

মিন্সেরা লড়ায়ে গেছে॥

বাঘা মামা ঘুমিয়েছিল,

কি জানি তার কি যে হ'ল,

কচি কচি ছানাগুলো

সিঙ্গি খুড়ো গতর কুঁড়ে,

বেটা বুঝি গেল পুড়ে,

গাছে চ'ড়ে ভালকো ভায়া

আছে কি না আছে॥

মন্দ কি ক'রেছি ভুলে,

লাগ্‌লো আগুন ছার কপালে,

কে জানে কার পাপেতে

বুনো বেদের কপাল ভেঙ্গেছে॥

১ম বেদিনী। তাইতো ভাই! কি হবে ভাই—কোথায় যাব ভাই?

২য় বেদেনী। চল—চল আমাদের বুড়ো দেবতার কাছে যাই, বুড়ো দেবতা আমাদের উপায় ব'লে দেবে!

নাগপাশে আবদ্ধ অগ্নির প্রবেশ

অগ্নি। রক্ষা কর, বড় যন্ত্রণা—বড় যন্ত্রণা!

১ম বেদিনী। কে তুমি? কি হ'য়েছে তোমার?

অগ্নি। মূর্ত্তিমতী করুণা তোমরা, তোমাদের অনিষ্ট কর্‌তে গিয়ে আমার এই দশা! তোমাদের নয়নের প্রত্যেক বারিবিন্দু অজগর মূর্ত্তিতে আমায় পাশবদ্ধ ক'রে আমায় দংশন কর্‌ছে! রক্ষা কর মা, রক্ষা কর।

১ম বেদিনী। তোমাকে ত কখন দেখিনি—আর তুমিই বা আমাদের অনিষ্ট ক'র্‌লে কখন?

অগ্নি। আমি অগ্নি, তোমাদের কুটীর দাহ কর্‌তে গেছলুম—পারিনি, এই দশায় ফিরে এসেছি!

১ম বেদিনী। তাহ'লে আমাদের কুঁড়েগুলো পোড়ে নি?

অগ্নি। একটী পত্রও না। আমায় রক্ষা কর মা—

১ম বেদিনী। এই সাপগুলো খুলে দেবো? দিই—

[সর্প স্পর্শমাত্র তাহা পুষ্পমাল্যে পরিবর্ত্তিত হইল]

অগ্নি। আঃ, বাঁচলুম—আমার যথেষ্ট শিক্ষা হলো। মা তোমাদের কোটি কোটি প্রণাম।

[প্রস্থান

১ম বেদিনী। বেশ মজার লোক ত! আয়—আয়, আমাদের কুঁড়েগুলো দেখিগে আয়, বোধ হয় পোড়েনি।

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাণ্ডব শিবির

আনন্দরামের প্রবেশ

আনন্দরাম। "খুঁজি খুঁজি নারি—পেলেই নাদ্‌না বাড়ি।" যদিও নাদ্‌নায় তার কিছু হবেনা, আর আমার সে ইচ্ছে নয়, তবুও যা করবো মনে ক'রেছি তাতেই তার দফা রফা। এই ছাঁদন দড়িতে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে তার সর্ব্বনেশে চোখ দুটো উব্‌ড়ে নোব। যেমন কালকুটে চেহারা—তেমনি তার বিদখুটে দৃষ্টি! একটিবার যেমন দেখা—অমনি সপুরী এক্‌গাড় করা! কুরুরাজের অমন জল্‌জ্বলাট্ সংসার—দুর্য্যোধন দুঃশাসন ক'রে শ'খানেক ছেলে, ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ ক'রে অমন মহা মহারথী ওই মধুর দৃষ্টির সাম্‌নে প'ড়ে একেবারে চিচিং ফাঁক! ও দৃষ্টি মণিপুরে পড়্‌লে কি আর রক্ষে থাক্‌বে! রাজা ত রাজা—আস্তাবলের ঘোড়ার বালামচিটি পর্য্যন্ত উড়ে যাবে। তাই আজ মরিয়া হ'য়ে বেরিয়েছি, পাণ্ডবদের অশ্বমেধযজ্ঞ শেষ হবার আগে আমি সারথিমেধযজ্ঞ শেষ করবো—তবে আর কাজ। গাঢ় অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়েছি, এখন দেখি কোথাকার জল কোথায় মরে।

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। কে তুমি ভদ্র! রজনীর গাঢ় অন্ধকারে আপনাকে লুকিয়ে চোরের মত চুপে চুপে শিবির-সীমান্তে ঘুরছো?

আনন্দরাম। একটা কিছু মতলব আছে বৈকি। নইলে এমন রমারম্ ঝমাঝমের ভেতর এমন মরিয়া হ'য়ে আস্‌বো কেন? যদিও অন্ধকারে ভাল লক্ষ্য হচ্ছে না, তবুও বুঝ্‌ছি তুমি লোকটা নেহাত কেওকেটা নও।

অর্জ্জুন। তাই যদি বুঝেছ, তবে কি সাহসে শত্রু-শিবিরে এসেছ বৃদ্ধ?

আনন্দরাম। বুকে মরিয়ার সাহস নিয়ে এসেছি—একটা মহৎ উদ্দেশ্যে; যদি সফলকাম হই, তাহ'লে যে শুধু মণিপুর রক্ষা হবে তা নয়, মণিপুরের মত অনেক রাজাকে অকালে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচাতে পার্‌ব।

অর্জ্জুন। তাহ'লে তোমার উদ্দেশ্য বুঝেছি বৃদ্ধ! তুমি পাণ্ডবের সর্ব্বনাশ ক'রে মণিপুর রাজাকে রক্ষা কর্‌তে চাও—কেমন?

আনন্দরাম। ঠিক তা নয়, তবু একটু তলিয়ে বুঝ্‌তে গেলে ব্যাপারটা অনেকটা তাই দাঁড়ায় বটে। মিথ্যা বল্‌বো না—উদ্দেশ্য গোপন কর্‌বো না। শুনুন আমার উদ্দেশ্য—এই ছাঁদন দড়িতে পাণ্ডব-সারথিকে বাঁধ্‌বো, তারপর যা কর্‌বো তা আর বল্‌বো না। যদি দীন ব্রাহ্মণ ব'লে একটু উপকার কর্‌তে চান্, বলুন কোথায় গেলে সে খলচূড়ামণি চতুর শিরোমণিকে দেখ্‌তে পাব?

অর্জ্জুন। ব্রাহ্মণ! তুমি নিশ্চয়ই উন্মাদ—নইলে যাকে অচ্ছেদ্য প্রেমের বাঁধন ভিন্ন কেউ কখনও বাঁধ্‌তে পারেনি—তুমি তাকে ছাঁদন দড়ি দিয়ে বাঁধতে চাও?

আনন্দরাম। পারি না পারি সে ভার আমার, তুমি এখন দয়া ক'রে তার সন্ধানটা ব'লে দিতে পার?

অর্জ্জুন। তার সন্ধান কেউ ব'লে দিতে পারে না বৃদ্ধ! পরিপূর্ণ একাগ্রতা নিয়ে তার সন্ধান কর, সফলকাম হবে। তবে একটু বলে রাখ্‌ছি, পাণ্ডবসখা যদুপতি কেশব এ যুদ্ধে পাণ্ডবের সারথ্য গ্রহণ করেননি।

আনন্দরাম। এ যে বিশ্বাস কর্‌তে প্রবৃত্তি হয় না বাপু! তোমার কথা যদি সত্য হয় তাহ'লে আমি নিশ্চিন্ত। এ যুদ্ধে পাণ্ডবের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

অর্জ্জুন। ব্রাহ্মণ, তুমি গাণ্ডীবধন্বা বীরকেশরী অর্জ্জুনের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের বিষয় অবগত নও।

আনন্দরাম। খুব জানি। পাণ্ডবের ঐ কুচক্রী সারথিটী যতক্ষণ পাণ্ডবের রথে থাক্‌বে ততক্ষণ পাণ্ডব অপরাজেয়, কিন্তু সারথি অভাবে পাণ্ডব শিশুর চেয়েও দুর্ব্বল।

অর্জ্জুন। রসনা সংযত কর ব্রাহ্মণ! জান তুমি কার সম্মুখে পাণ্ডবের নিন্দা কর্‌ছো?

আনন্দরাম। এতক্ষণ জান্‌তে পারিনি, এইবার বাপু, তোমার রক্ত-চক্ষু—যদিও অন্ধকারে ভাল দেখ্‌তে পাচ্ছি না, তবু চক্ষুদুটো যে আরক্ত হ'য়ে উঠেছে সেটা খুব ঠিক, আর ঐ বৃষভনিন্দিত মধুর আওয়াজেই বুঝেছি তুমিই তৃতীয় পাণ্ডব—বর্ত্তমান যুদ্ধে পাণ্ডববাহিনীর অধিনায়ক। তা বাপু, তুমি যেই হও, তুমি যখন সারথিহীন তখন তুমি খোঁড়া।

অর্জ্জুন। ব্রাহ্মণ! জেনো ব্রাহ্মণ ব'লেই এখনো—

আনন্দরাম। [বাধা দিয়া] মাপ্‌ কর্‌ছো? নইলে ধড়ের উপর মাথারূপ যে বোঝাটা রয়েছে সেটা নামিয়ে নিয়ে ধড় বেচারাকে ভারমুক্ত কর্‌তে, কেমন? তা দাও না বাপু! আক্ষেপ থাকে কেন? কিন্তু আমি তবুও বল্‌বো, সে চক্রধারী সহায় না হ'লে পাণ্ডবের কোন শক্তি নেই।

অর্জ্জুন। এত স্পর্দ্ধা! আচ্ছা দেখ্‌তে পাবে ব্রাহ্মণ, পাণ্ডবের নিজের শক্তি আছে কি না! আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি—এ যুদ্ধে আমি যদুপতির সাহায্য গ্রহণ কর্‌বো না।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। আমি যে তোমার রথের সারথ্য গ্রহণ কর্‌তে ফিরে এসেছি সখা!

অর্জ্জুন। এ যুদ্ধে তার আর প্রয়োজন হবে না সখা! একটা বালকের সঙ্গে যুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ যদুপতির সাহায্য গ্রহণ পার্থের গৌরবের পরিচায়ক নয় সখা! তবে যখন এসেছ, হয় নিরপেক্ষভাবে যুদ্ধের গতি নিরীক্ষণ কর, নয় হস্তিনায় গিয়ে ধর্ম্মরাজের মহাযজ্ঞের সহায়তা কর।

শ্রীকৃষ্ণ। সখার যেমন অভিরুচি!

আনন্দরাম। [স্বগত] এই তো সেই কূচক্রী পাণ্ডবের সখা! হাতে পেয়ে ছাড়া হবে না। [প্রকাশ্যে] শুধু অভিরুচি বলে সার্‌লে চল্‌বে না চাঁদ! একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত ক'রে যেতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। কিসের বন্দোবস্ত বৃদ্ধ?

আনন্দরাম। আমার আত্মশ্রাদ্ধের বন্দোবস্ত যুবক! ন্যাকা সাজ্‌ছো কেন চাঁদ? আঁকা বাঁকা পথটা ছেড়ে সোজা কথায় তোমাকেও একটা প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হবে—আর না কর, এই ছাঁদন দড়ির শরণাপন্ন হ'তে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার কথা তো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না বৃদ্ধ!

আনন্দরাম। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছো, আর আমার সাদা কথাটা বুঝ্‌তে পার্‌লে না? ভাল, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই যুদ্ধে যেমন বীরশ্রেষ্ঠ তৃতীয় পাণ্ডব—মশায়ের সাহায্য গ্রহণ কর্‌বেন না ব'লে প্রতিজ্ঞা কর্‌লেন, তেমনি তুমিও প্রতিজ্ঞা কর যে, তুমি পাণ্ডব-পক্ষ হ'তে যুদ্ধ কর্‌বে না।

শ্রীকৃষ্ণ। একমাত্র রথের সারথ্য ভিন্ন কি কখনও যুদ্ধ করেছি বৃদ্ধ?

আনন্দরাম। তা কর্‌বে কেন? বকাসুর মলো—তোমার হাতে ক্ষীরের ডেলাটা খেয়ে! অকাসুর কুপোকাৎ হলো—দুধের বাটী চুমুক

মারতে! রাজা কংস পটল তুললে—তোমার বাড়ী ফলার করতে গিয়ে! তুমি আবার যুদ্ধ করলে কখন্? ও সব ছল চাতুরী ছাড় না চাঁদ! যা বলছি তা শোন। হয় প্রতিজ্ঞা কর—নয় ছাঁদন দড়ির শরণাপন্ন হও! একটা ছেলেকে মারতে অত আড়ম্বর কেন বাপু? কথায় বলে একা রামে রক্ষে নাই সুগ্রীব দোসর!

শ্রীকৃষ্ণ। ছাঁদন দড়ির শরণাপন্ন হবো কেমন ক'রে বৃদ্ধ?

আনন্দরাম। সেটা আমিই দেখিয়ে দিচ্ছি। [বন্ধনোদ্যোগ]

অর্জ্জুন। সাবধান ব্রাহ্মণ! কি করতে যাচ্ছ তা জানো?

আনন্দরাম। খুব জানি! যে ভয় দেখাচ্ছ সে ভয় যদি থাকতো তা হ'লে বাঘের মুখে আসতে সাহসী হতুম না। মরণের দ্বারে দাঁড়িয়ে আবার মৃত্যুভয় কি?

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণকে বাধা দিও না সখা! যখন তুমি আমার সাহায্য চাও না—তখন সাহচর্য্য ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হচ্ছো কেন? চলো ব্রাহ্মণ, আমায় কোথায় নিয়ে যাবে চলো!

আনন্দরাম। উঁ-হুঁ, কোথাও নিয়ে যাবো না। এই বৃক্ষকাণ্ডে তোমায় বেঁধে রেখে তোমার ঐ চোখ দুটো উব্‌ড়ে নিয়ে যাবো। আর যদি প্রতিজ্ঞা কর, কিছু বল্‌বো না।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি এ যুদ্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

আনন্দরাম। বাঞ্ছাকল্পতরু! তোমায় কোটী কোটী নমস্কার! তুমি শঠ, তুমি কপট, তুমি কুচক্রী হ'লেও তুমি যে ভক্তাধীন, বাঞ্ছাকল্পতরু পরমব্রহ্ম নারায়ণ—তা এই দীন ব্রাহ্মণের হৃদয়ের ভিতর দিয়ে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে জানিয়ে দিলে। ধন্য তুমি—ধন্য তোমার মহিমা।

[প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। সখা, ভাল কর্‌লুম কি মন্দ কর্‌লুম কিছুই তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

অর্জ্জুন। ভালই করেছ সখা! ইতিপূর্ব্বে আমিই প্রতিজ্ঞা করেছি যে, এ যুদ্ধে তোমার সাহায্য গ্রহণ করবো না।

[নেপথ্যে। জয় মণিপুররাজ বভ্রুবাহনের জয়!]

অর্জ্জন। ঐ বিপক্ষ সৈন্যের উল্লাসধ্বনি! আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব কর্‌বো না। প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌তে পারিনি, রজনীযোগেই শিবির আক্রমণ কর্‌তে শত্রুদল ধেয়ে আস্‌ছে! বিদায় সখা, বৃষকেতুর শুশ্রুষার ভার তোমার উপর। [প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। অহমিকার গাঢ় কুহেলিকায় আচ্ছন্ন সখা আমার, ব্রাহ্মণের গূঢ় অভিসন্ধি বুঝ্‌তে পার্‌লে না—তাই আজ এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। অগ্রে সম্মুখের প্রগাঢ় অন্ধকাররাশি ভেদ কর সখা, তবেই অন্ধকারে আলোকের মুখ দেখ্‌তে পাবে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণস্থল

সুসজ্জিত বভ্রুবাহনের প্রবেশ

বভ্রুবাহন। আসে রণে সুসজ্জিত বীরেন্দ্রকেশরী
পিতা মোর—তৃতীয় পাণ্ডব।
আমি অযোগ্য সন্তান—
আগুয়ান রধিতে পিতায়,

নাহি দানি ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি
প্রত্যক্ষ দেবতা পদে !
কারে কব—কাহারে বুঝাব
কি বেদনা হৃদয়ে আমার।
কি লাগিয়া পলে পলে মরম যাতনা
মর্ম্মস্থল দহে অভাগার !
এখনও আসিছে ভাসি কর্ণের দুয়ারে
মর্ম্মঘাতী তীব্রবাণী মৃদুল পবনে—
প্রতিধ্বনি কহিছে গম্ভীরে—
কল্লোলিনী কুলুস্বরে গাহে সে বারতা।
মাতৃনিন্দাবাণী
বিষদগ্ধ শেলসহ বাজিছে অন্তরে।
বাহুবলে দিতে হবে আত্ম-পরিচয়
নতুবা নিশ্চয়—
এই হীন কলঙ্কের গাথা
ঘোষিবে ভুবনময়।
আপামর একবাক্যে কহিবে সকলে
আমায় নিরখি হীন বিদ্রূপের বাণী।
কাদম্বিনী গর্জ্জিরে নাদিবে—
শুকসারী অরণ্যে গাহিবে—
ধ্বনিত হইবে গাথা এ তিন ভুবনে !
এসো—এসো বিস্মৃতি হৃদয়ে !
এসো অন্ধকার হ'তে—
যত সাধ যত আশা পিতার লাগিয়া।

আজন্ম বঞ্চিত হায়, যেই স্নেহ হ'তে
দানিবারে বিনিময় তার
অহেতুক স্মৃতির তাড়না।
মুছে ফেল—মুছে ফেল সব,
মুক্ত অসি দৃঢ় করে—
হের বভ্রুবাহন
ওই কর্ত্তব্য তোমার।

[গমনোদ্যোগ]

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। কোথা যাও ত্যজি রণস্থল?
বালকে জিনিয়া রণে মণিপুর পতি
ভেবেছ কি মনে পাণ্ডব দুর্ব্বল?
জাননা কি পশ্চাতে তাহার
ভুবন বিজয়ী বীর পার্থ মহারথী
দানিতে উচিত শিক্ষা রণে আগুয়ান?
ভেবেছিনু মনে—অস্ত্র না ধরিব কভু
তোমা সনে। কিন্তু হায়—
ভিন্নমুখী হলো কর্ম্মস্রোত।
বেছে লও নবীন ভূপতি!
যে অস্ত্র চালনে
নিপুণতা জন্মেছে তোমার
সেই অস্ত্রে যুঝ মোর সনে।

বভ্রুবাহন। যে অস্ত্রে গাণ্ডীবি নাম তব ধনঞ্জয়!
ধর সে গাণ্ডীব তব—

আজি রণ অবসানে—মুছে যাক্ নাম
জগতের স্মৃতিপট হ'তে

অর্জ্জুন। মতিচ্ছন্ন ঘটেছে বালক!
প্রয়াসিছ মুছিবারে গাণ্ডীবির নাম?

[গাণ্ডীবে গুণ দিতে চেষ্টা, কিন্তু বিফল মনোরথ হউন]

বভ্রুবাহন। ধিক্ তোমা গাণ্ডীব ধারণে
গুণ দিতে নাহিক শকতি তব।

অর্জ্জুন। গদা অস্ত্র ধর তবে বাচাল বালক—

বভ্রুবাহন। সে অস্ত্রের কিবা ধারো ধার
শুনি লোক মুখে—
অস্ত্র তব—মধ্যম দাদার।

অর্জ্জুন। ত্যজি বাক্যছটা
প্রাণরক্ষা কর আপনার।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

[পাণ্ডবসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে
বেদিয়াগণের প্রবেশ ও প্রস্থান।]

তরবারি হস্তে অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। অদ্ভুত যুদ্ধ! অপূর্ব্ব রণকৌশলী এই বীরবালক! কিন্তু এ কি? কোন্ অলক্ষ্য শক্তি আমায় এতখানি শক্তিহীন করলে যে, আমি আমার চিরপ্রিয় গাণ্ডীবে গুণ দিতে অসমর্থ হলুম! তবে কি দৈব আমার প্রতিকূলে? যার কোদণ্ডটঙ্কারে ত্রিভুবন প্রকম্পিত, সে আজ এতখানি শক্তিহীন! এ কি তব পুত্রবাৎসল্য! পুত্রস্নেহে অন্ধ আমি, ক্ষত্রধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে বসেছি? পাণ্ডবের গৌরব-পতাকা চিরদিনের

জন্য অপমান মসীলিপ্ত করতে অগ্রসর হয়েছি? ধিক্ আমায়—আর শতধিক্ আমার প্রতিজ্ঞায়! যখন ধর্ম্মরাজ শুনবেন কাপুরুষ আমি—পুত্রস্নেহে অন্ধ হ'য়ে কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দিয়েছি—ধর্ম্ম খুইয়েছি—তাঁর এত আয়োজন সমস্ত ব্যর্থ করেছি, তখন তিনি কি আর আমায় স্নেহের সহোদর ব'লে সম্বোধন করবেন, না আমি তাঁকে এই কলঙ্ক-কালিমালিপ্ত মুখ দেখাতে পারবো? না, তা হবে না—হ'তে দেবো না—

দূর হ' রে স্নেহ মায়া মনোবৃত্তি যত
হও হিয়া প্রস্তর কঠিন--
সাধিবারে কর্ত্তব্য আপন
নিতে হবে পুত্রের জীবন।
কেবা পুত্র---কেবা দারা
ধর্ম্মের তুলনে!
কে আছে আপন ভবে আর।
ক্ষাত্রধর্ম্ম---কর্ত্তব্য পালন
মম প্রাণ---
অরাতি-নিধন কিম্বা সমরে শয়ন।

বভ্রুবাহনের প্রবেশ

বভ্রুবাহন। হে বীর--
মিটাতে শেষের সাধ মম আগমন।

অর্জ্জুন। জানিহ বালক,
তব নিকটে শমন।

বভ্রুবাহন। শক্তি পরিচয়ে
তৃপ্ত কি হে বীর ধনঞ্জয়!
বল ত্বরা, পুত্র বলি করিবে স্বীকার?

অর্জ্জুন। অসম্ভব—অসম্ভব বাণী
থাকিতে জীবন—
পূরিবে না বাসনা তোমার।

বভ্রুবাহন। তবে কর রণ
জেনো, মৃত্যু তব ললাট লিখন।

[উভয়ের যুদ্ধ ও অর্জ্জুনের পতন]

বভ্রুবাহন। ধনঞ্জয়! এখনও কি তুমি পুত্র ব'লে স্বীকার কর্‌তে অপারগ? একি! পাণ্ডববীর! হায় হায়, কি কর্‌লুম—কি কর্‌লুম—পিতৃহত্যা কর্‌লুম! পিতা—পিতা! সব স্থির—হিম—অসাড়! আর কে উত্তর দেবে! পিতৃঘাতী নরাধম বভ্রুবাহন, কি কর্‌লি? যার করুণা ভিন্ন তোর এ পরিচয়-কলঙ্ক কখনও ঘুচ্‌বে না, তাকে ইহজীবনের মত পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলি! কি কর্‌লি হতভাগ্য—কি কর্‌লি ঐ শোন, আকাশ জলদগম্ভীর স্বরে বল্‌ছে—মূঢ়, কি কর্‌লি! বাতাস গভীর বেদনায় তপ্ত দীর্ঘশ্বাস পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়ে বল্‌ছে—পাষণ্ড কি কর্‌লি! বিষাদবিক্ষুব্ধ প্রতিধ্বনি দিগন্ত প্রকম্পিত ক'রে বল্‌ছে, পিতৃঘাতী পিশাচ, কি কর্‌লি! উঃ, কি করেছি—কি করেছি—

ার প্রবেশ

ঐ যে—ঐ যে বীরকেশরী ফাল্গুনীর শোণিতাপ্লুত বীর-দেহখানি রণক্ষেত্রে গড়াগড়ি যাচ্ছে! তবে কি—তবে কি আমার এত খানি যত্ন—এত চেষ্টা সমস্ত সফল হয়েছে! আমার পতিহত্যা উৎসব সম্পন্ন হয়েছে! বিধবা হওয়ার এত সাধ—এত আশা কি আজ পূর্ণ হলো! পতিতপাবনী সুরধনি! চেয়ে দেখ, আজ তোর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি—স্বামীর উদ্ধারের জন্য বৈধব্যকে কেমন সযত্নে আলিঙ্গন

করেছি! পুত্র—পুত্র! তুমি উপযুক্ত পুত্রের কাজ করেছ, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘায়ু হও। তোমার এ মহিমাময় কীর্ত্তিগাথা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে নিঘোষিত হোক্। স্বামিন্—প্রভু! এ পতিঘাতিনী অভাগিনীকে মার্জ্জনা কর। আর কেন—আমার কার্য্য ত শেষ হয়েছে, এইবার অভাগিনীকে শ্রীচরণে স্থান দাও প্রভু।

[বক্ষে ছুরিকাঘাত করণোদ্যোগ]

বেগে জ্যোতিষীবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ও বাধাদান

শ্রীকৃষ্ণ। কি কর্‌ছো উন্মাদিনী! আত্মহত্যা যে মহাপাপ।

উলূপী। কে? জ্যোতিষী? এই পতিঘাতিনী রাক্ষসীর ভাগ্যফল কি এখনও কিছু অপ্রাপ্ত থেকে গেছে? দেখ ঠাকুর, ভাল ক'রে দেখ, তোমার গণনার কঠোর সত্যতা কি প্রত্যক্ষ—কেমন জাজ্বল্যমান! অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। তবে আর কেন বাধা দিচ্ছো জ্যোতিষী, পতিকাঙ্গালিনী অভাগিনীকে তার পতিপাশে যেতে দাও!

শ্রীকৃষ্ণ। তা কি হয় মা! এখনও যে তোমার কার্য্য শেষ হয়নি।

আনন্দরামের প্রবেশ

আনন্দরাম। সাধে কি বলি তুমি কপটের ধাড়ি! একটু অন্যমনস্ক হয়েছি, অম্‌নি দে চম্পট! এ কি! এদিকে যে পাণ্ডবরা চাঁই চৌদ্দপোয়া জমি নিয়েছেন। বাঃ রাজা বাঃ! উল্লাস কর আনন্দরাম—উল্লাস কর, তোমার রাজা নিরাপদ।

বভ্রুবাহন। রসনা সংযত কর ব্রাহ্মণ! দেখ্‌ছো না পাষণ্ড, পুত্রহস্তে নিহত পিতার দেবদেহ ধূলিশয্যায়! আর তাই দেখে তুমি উল্লাস কর্‌ছো? রসনা সংযত কর, নইলে জেনো, আমি ব্রাহ্মহত্যা কর্‌তেও কুণ্ঠিত হবো না।

গীতকণ্ঠে পুরবাসিনীগণ ও তৎপশ্চাৎ রক্তাম্বর-
পরিহিতা চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

গীত

পুরবাসিনীগণ।—

সাজলো সজনী মোহন সাজে
আজি যে সাধের বাসর তোর।
বীরের শয়নে শুয়েছে প্রাণেশ
বীরাঙ্গনার কেন নয়নে লোর॥
উজল কর্‌লো কাজল রেখা,
সীমন্তের শোভা সিন্দুর রেখা,
বক্ষে তুলে নে পতি পা দু'খানি
সুখের রজনী না হ'তে ভোর॥
নয়ন বাসরে সাধের রচনা,
চিতা শয্যা তোর প্রাণের কামনা,
প্রাণেশের পাশে শুয়ে পতিপ্রাণা
কর্‌লো জনম সফল তোর॥

বভ্রুবাহন। মা—মা! এসেছি—দেখ, তোমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে কি সর্ব্বনাশ করেছি।

চিত্রাঙ্গদা। চুপ কর্ কৃতঘ্ন সন্তান! না—না, তোর মত পিতৃহত্যা কুলাঙ্গারকে পুত্র সম্বোধন করতেও যেন রসনা আড়ষ্ট হ'য়ে আসে! দূর হ পিশাচ—আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ'। স্বামী—প্রিয়তম—দেবতা আমার কেন এ অভাগিনীর দেবদত্ত অমূল্য উপহার প্রত্যাখ্যান কর্‌লে। বুঝেছি, আমার উপর অভিমান ক'রেই এ সর্ব্বনাশ করেছ, তাই এ অভাগিনীকে এমনিভাবে ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেল। চরণসেবিকা দাসীকে

ফেলে তোমার একা যাওয়া হবে না—নাও প্রভু, কাঙ্গালিনীকে সঙ্গে নাও। [গমনোদ্যোগ

শ্রীকৃষ্ণ। উন্মাদিনী, ফেরো, আমি গণনা ক'রে দেখেছি, তুমি অমূল্য মণির অধিকারিণী, তোমার কি এতখানি আত্ম-বিস্মৃতি সাজে মণিপুর রাজমাতা ? তুমি কি জান না, সেই মণিস্পর্শেই তোমার স্বামী পুনর্জ্জীবিত হবেন ?

চিত্রা। মণি—মণি ! হায়—হায় ! কি সর্ব্বনাশ করেছি—কি সর্ব্বনাশ করেছি !

শ্রীকৃষ্ণ। কি করেছ বুঝেছি রাজমাতা—মণি হস্তান্তরিত, নয় কি ?

চিত্রাঙ্গদা। হ্যাঁ ঠাকুর, আমি নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছি ! তুচ্ছ অভিমানে জ্ঞানহারা হ'য়ে মণি এক ব্রাহ্মণকে দান করেছি।

শান্তির দেহে ভর দিয়া দুর্জ্জনসিংহের প্রবেশ

দুর্জ্জনসিংহ। দান ব'লো না মা,—গচ্ছিত রেখেছ বল। ছলে তোমার কাছ থেকে মণি সংগ্রহ করেছিলুম নিজের স্বার্থের জন্য, কিন্তু ধর্ম্মে সইলো না—আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হ'লো, তাই প্রতারণাময় জীবনে একটা ভাল কাজ ক'রে যাব মনে ক'রে তোমার অমূল্য মণি তোমায় ফিরিয়ে দিতে এসেছি—গ্রহণ ক'রে স্বামীর জীবনরক্ষা কর।

চিত্রাঙ্গদা। বৃদ্ধ—বৃদ্ধ, তোমার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারবো না। তুমি দেবতা ! দেবতা ! অভাগিনী পতি কাঙ্গালিনীর প্রণাম নাও দেবতা।

দুর্জ্জনসিংহ। দেবতার নামে কলঙ্ক দিও না মা ! আমার পরিচয় শুনলে আতঙ্কে শিউরে উঠবে—ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে ! আগে স্বামীর জীবন রক্ষা কর—তার পর ইচ্ছা হয় পরিচয় নিও—না হয় আমার কর্ত্তব্য মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রে ফিরে যাবো।

শ্রীকৃষ্ণ। মণি পুত্র হস্তে দাও মা!

[বভ্রুবাহন মণি স্পর্শ করাইবামাত্র অর্জ্জুনের পুনর্জ্জীবন লাভ]

অর্জ্জুন। উঃ—কি গভীর সুষুপ্তি! আমি কোথায়?

শ্রীকৃষ্ণ। রণক্ষেত্রে পুত্রের পরিচয় নিতে এসেছ, তা কি মনে পড়ে সখা?

অর্জ্জুন। মনে পড়েছে! আমি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হ'য়েছিলুম, পুত্র শুধু উপলক্ষ্য মাত্র—আমার নিধনকর্ত্তা ও প্রাণদাতা কেউ নয়—তুমি। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে আমার মনে যে শক্তির অহঙ্কার হয়েছিল, আজ দর্পহারী তুমি আমার সে দর্প চূর্ণ করলে—আর সঙ্গে সঙ্গে জগতকে দেখিয়ে দিলে—দেহের সঙ্গে আত্মার যে সম্বন্ধ পাণ্ডবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণেরও সেই সম্বন্ধ! পাণ্ডব দেহ—কৃষ্ণ প্রাণ, পাণ্ডব মন—কৃষ্ণ বুদ্ধি, পাণ্ডব জীবন—কৃষ্ণ তার সঞ্জীবনী শক্তি! মহিমাময় বিরাট পুরুষ! অজ্ঞানকে মার্জ্জনা কর। বৎস বভ্রুবাহন! আজ তুমি জেতা—আমি পরাজিত, তোমার মত বীর্য্যবান পুত্রহস্তে আমার এ পরাজয়ও গৌরবময়। কিন্তু হায়! কি বলবো সখা, এত আনন্দেও আমার মনে অশান্তির আগুন হু হু ক'রে জ্বলছে—বুঝি মৃত্যুতেও সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হবে না। কি হবে সখা, কেমন ক'রে ধর্ম্মরাজের মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হবে—আমি যে পরাজিত?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি পরাজিত হ'লেও পাণ্ডবের পরাজয় কোথায়? পাণ্ডব বংশধর বভ্রুবাহনের জয় কি পাণ্ডবের জয় নয় সখা? তুমি স্বচ্ছন্দে যজ্ঞাশ্ব নিয়ে যেতে পার। সাধ্বী উলুপী—পতিপরায়ণা চিত্রাঙ্গদা! আজ তোমাদের পতিপরায়ণতার মহাপরীক্ষার অবসান—তোমরা আদর্শ সতী।

দুর্জ্জনসিংহ। আমায় কি তবে কেউ মার্জ্জনা করবে না? আয় শান্তি, চ'লে আয়, মেয়েটাকে খুঁজিগে আয়। [গমনোদ্যোগ]

গীতকণ্ঠে জগাপাগলার প্রবেশ

গীত

মাপ চাও না কেন রাঙ্গা পায়।
মনটা খুলে প্রাণটা ঢেলে
বিলিয়ে দিয়ে আপনায়॥
থাকৃতে কাছে কল্পতরু,
লীলাময় এ নাটের গুরু,
তুমি আস্ত গরু, বুদ্ধি সরু,
পেয়ে নিধি চিন্‌লে না তায়॥

জগা। প্রভু! আর কেন, চেনা দাও—অনুতপ্ত হতভাগ্যকে মার্জ্জনা কর।

শ্রীকৃষ্ণ। যে ভক্তকে পাপের পথ হ'তে ফেরাতে দেবর্ষি স্বয়ং সচেষ্ট, সে কি হতভাগ্য হ'তে পারে? [ছদ্মবেশ ত্যাগ]

দুর্জ্জনসিংহ। একি! একি! দয়াময় পতিতপাবন! পতিতকে শ্রীচরণে স্থান দাও প্রভু!

শ্রীকৃষ্ণ। ওঠো বন্ধু—তোমায় যে বন্ধু ব'লে কোল দিয়েছি। বন্ধু, ঐ দেখ তোমার কন্যা—মণিপুর-রাজমহিষী, সৌভাগ্যভাণ্ডার কন্যার হস্তে তুলে দিয়ে ধন্য হও। সখা, এইবার বেদিনী বিয়ের অনুমতি দাও।

সুধার প্রবেশ

দুর্জ্জনসিংহ। সুধা—সুধা, এসেছিস্ মা! সন্তানকে মার্জ্জনা কর—রাজার কাছে তো মার্জ্জনা চাইবার আর সাহস নেই।

শান্তি। দিদি—দিদি! ইনি আমাদের পিতা।

সুধা। বাবা—বাবা! [দুর্জ্জনসিংহের গলা জড়াইয়া ধরিল]

দুর্জ্জনসিংহ। এই তো স্বর্গ!

শ্রীকৃষ্ণ। বভ্রুবাহন, অনুতপ্ত দুর্জ্জনসিংহকে মার্জ্জনা কর।

বভ্রুবাহন। দুর্জ্জনসিংহ, তোমার এ দশা কেন?

দুর্জ্জনসিংহ। জিজ্ঞাসা করো না রাজা—এখনি পৃথিবী কেঁপে উঠ্‌বে—শুধু জেনে রাখ এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত।

অর্জ্জুন। এসো বিজয়ী বীর! তোমায় জয়মাল্যে বিভূষিত করি—

[সুধাকে বভ্রুবাহনের হস্তে সমর্পণ]

শ্রীকৃষ্ণ। কি ব্রাহ্মণ! আর রাগ আছে—চোখ উব্‌রে নেবে?

আনন্দরাম। এমন দেখ্‌লে কি আর সে ইচ্ছে থাকে দয়াময়? তবে কখনও কুটিল দৃষ্টিতে চাইতে ইচ্ছা হয়, এই বামুনের পানে চেও ঠাকুর—আমার কোন আপত্তি নেই।

চিত্রাঙ্গদা। উলুপী! ভগ্নি, না জেনে কত কটু ব'লেছি আমায় মার্জ্জনা কর।

উলুপী। আমরা যে এক সহকারে জড়িত দু'টী লতা, কে কাকে মার্জ্জনা কর্‌বে ভাই?

শ্রীকৃষ্ণ। চল গন্ধর্ব্বনন্দিনি! আজ পরাজিত বন্দীকে তোমার হৃদয়-কারায় আবদ্ধ ক'রে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা কর্‌বে চল—এসো বন্ধু!

আনন্দরাম। জয় ভগবান্ বাসুদেবের জয়!

[সকলের প্রস্থান

———

ক্রোড় অঙ্ক

দেবালয়—রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি

ভক্তগণ ও দেববালাগণের গীত

নীল নীরদ জিনি,　　　　সুশ্যাম তনুখানি,

মোহন বঙ্কিম ঠাম।

নবীন নটবর,　　　　অধরে মুরলী ধর,

গোপিনী বল্লভ শ্যাম॥

বৃন্দাবন-ধন　　　　রাধিকা-রঞ্জন,

বামে প্রেমময়ী রাধা।

চরণে চরণ,　　　　নূপুর কিঙ্কন,

বাঁশী প্যারী নাম সাধা॥

আঁখি বিনোদন,　　　　মধুর মিলন,

ভক্তজন হৃদি আলো।

পতিত পাবন,　　　　বিঘ্ন-বিনাশন,

কালীয় দমন কালো॥

যবনিকা

প্রিন্টার—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ

দাস এণ্ড নাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৩, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা